www.BANGLAKITAB.com

যাহাতে ইবাদতে সামর্থ্যের জন্য তাঁহাদের বুদ্ধি ও প্রাণ রক্ষা পায়। কথা বলিলে এইরূপ কথাই বলেন যাহা একমাত্র ধর্মপথের কথা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য সমস্তকেই তাঁহারা নিজেদের জন্য হারাম বলিয়া মনে করেন।

উপরে যাহা বর্ণিত, তাহাই পরহিযগারীর শ্রেণীসমূহ। ইহা অপেক্ষা কম নহে। পরহিযগারীর এই সোপানসমূহের প্রতি মনোনিবেশ কর এবং ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা কর। তৎসঙ্গে নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিও লক্ষ্য কর। তখন দেখিবে যে, প্রথম শ্রেণীর পরহিযগারী যাহা সর্বসাধারণ মুসলমানের পক্ষে অবশ্য পালনীয়, যাহা প্রতিপালন না করিলে ফাসিক বলিয়া অভিহিত হইতে হয়, তাহাও তুমি পালন করিতে পারিতেছ না। এমন কি শরীয়তের স্পষ্ট বিধানগুলি পালন করিতেও তুমি কষ্ট ও লজ্জা বোধ কর। অথচ কথা বলিবার বেলায় বড় বড় বুলি আওড়াইয়া থাক এবং আলমে মালাকুতের বর্ণনা প্রদান করিতে থাক ও নানারূপ দুর্বোধ্য অর্থশূন্য উক্তি করিয়া থাক। হাদীস শরীফে উক্তি আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহাদের শরীর নানারূপ নিয়ামতে পরিপুষ্ট এবং যাহারা বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করে ও বিবিধ প্রকার পোশাক পরিধান করিয়া থাকে এবং কথা বলিতে যাইয়া সুন্দর সুন্দর কথা বানাইয়া বলে, তাহারা মানবজাতির মধ্যে নিকৃষ্টতম। আল্লাহ আমাদিগকে এই সমস্ত হইতে রক্ষা করুন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

হালাল-হারামে পার্থক্যকরণ ও ইহাদের পরিচয় ঃ কতক লোকের অসার ধারণা এই যে, দুনিয়ার সমস্ত ধনই হারাম; সমস্ত না হইলেও অধিকাংশ ধনই হারাম। এই ধারণার বশবর্তী লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রথম শ্রেণী ঃ এই শ্রেণীর লোকের মনে পরহিযগারীর সতর্কতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠার কারণে তাঁহারা বলেন ঃ জঙ্গলের লতা-পাতা, নদীর মাছ, বন্য শিকারের গোশত এবং এই প্রকার দ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছুই আমরা খাইব না।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ এই শ্রেণীর লোকের উপর লোভ-লালসা এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহারা বলে ঃ যাহা পাইব তাহাই খাইব; হালাল হারামের পার্থক্য করিবার কোন আবশ্যকতা নাই।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ এই শ্রেণীর লোক মিতাচারের নিকটবর্তী। তাহারা বলে ঃ প্রত্যেক প্রকারের বস্তু প্রয়োজন অনুসারে ভোগ করা উচিত।

নিঃসন্দেহে এই তিন শ্রেণীর লোকই ভ্রমে পতিত রহিয়াছে। বাস্তব পক্ষে হালাল ও হারাম কিয়ামত পর্যন্ত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত থাকিবে এবং সন্দেহজনক বিষয়সমূহ

এতদুভয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এইরূপ উক্তিই করিয়াছেন। যে ব্যক্তি বলে যে, দুনিয়ার অধিকাংশ ধনই হারাম সে ভুল করে। কারণ হারাম অনেক হইলেও অধিকাংশ নহে এবং 'অধিকাংশ' ও 'অনেক' এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। যেমন, পীড়িত, মুসাফির ও সৈন্য অনেক বলিলে অধিকাংশই পীড়িত, মুসাফির ও সৈন্য বলিয়া বুঝায় না। তদ্রূপ অত্যাচারী অনেক থাকিলেও অধিকাংশই অত্যাচারিত। এই সকল লোকের ভ্রমে পতিত হওয়ার কারণ। 'ইহ্ইয়াউল উলূম' নামক কিতাবে ইহা প্রমাণসহ বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আসল কথা এই যে, আল্লাহ্র জ্ঞানে যাহা হালাল কেবল তাহাই ভোগ করিবার আদেশ বান্দাকে দেওয়া হয় নাই। কারণ, ইহা অবগত হওয়ার শক্তি কাহারও নাই; বরং শরীয়তের বিধান মতে যাহা হালাল বলিয়া মানুষ জানিতে পারিয়াছে এবং হারাম বলিয়া প্রকাশ পায় নাই, তাহা ভোগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ বিধান মানিয়া চলা খুব সহজ। উহার প্রমাণ এই যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা) একবার এক মুশরিকের পাত্রে এবং হযরত উমর (রা) একদা এক ইয়াহুদী মাহিলার পাত্রে উযু করিয়াছিলেন। পিপাসা থাকিলে তাঁহারা উহাতে পানিও পান করিতেন। মদ্যপান ও মৃত জন্তু ভক্ষণ করে বলিয়া মুশরিক ও ইয়াহুদীদের হাত অপবিত্র থাকার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু উক্ত মুশরিক ও ইয়াহুদীর পাত্রে অপবিত্রতা দেখিতে পান নাই বলিয়াই তাঁহারা উহাকে পবিত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। অপবিত্র মনে করিলে তাঁহারা কখনও তদ্রূপ করিতেন না। কারণ, অপবিত্র পানি পান করা হারাম। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) যে শহরে গমন করিতেন তথা হইতেই আহার্য দ্রব্য খরিদ করিয়া ভক্ষণ করিতেন এবং আদান-প্রদান করিতেন। অথচ তাঁহাদের সময়ে চোর, সুদখোর, শরাব ব্যবসায়ী ইত্যাদি সবই ছিল। তাঁহারা দুনিয়ার ধন হইতে হস্ত সংকুচিত করেন নাই; বরং সকলকেই তাঁহারা সমান জ্ঞান করিতেন এবং আবশ্যক পরিমাণে পরিতুষ্ট থাকিতেন।

সাধারণত ছয় প্রকার লোকের সহিত কারবার করিতে হয়।

প্রথম ঃ অজ্ঞাত লোক, যে সৎ, কিন্তু অসৎ ইহা জানা নাই। যেমন কোন অপরিচিত স্থানে গমন করিলে তথাকার সকলের নিকট হইতে খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করা এবং সকলের সহিত আদান-প্রদান করা জায়েয। কারণ, তাহাদের অধিকারে যাহা আছে প্রকাশ্যভাবে তাহারাই ইহার মালিক। কাজ-কারবার জায়েয হওয়ার জন্য এতটুকু প্রমাণই যথেষ্ট এবং হারাম হওয়ার কোন লক্ষণ না পাওয়া পর্যন্ত আদান-প্রদান অশুদ্ধ হইবে না। অপরিচিত ব্যক্তির সাধুতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের প্রবৃত্ত হইয়া বিলম্ব করা পরহিযগারী বটে; কিন্তু ইহা ওয়াজিব নহে।

www.BANGLAKITAB.com

দ্বিতীয় ঃ যাহার পরহিযগারী জানা আছে তাঁহার দ্রব্য ভোগ করা জায়েয। তাঁহার সাধুতা সম্বন্ধে অনুসন্ধানে লিপ্ত হইয়া বিলম্ব করা পরহিযগারী নহে, বরং অমূলক সন্দেহ। তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইতেছে জানিয়া তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইলে অনুসন্ধানকারী অবশ্যই গুনাহগার হইবে। কারণ নেক্কার লোকের প্রতি খারাপ ধারণা করাও পাপ।

তৃতীয় ঃ যে ব্যক্তি অত্যাচারী বলিয়া বিদিত, যেমন তুর্কী কিংবা খাজনা আদায়কারী অথবা যাহার সমস্ত বা অধিকাংশ ধন হারাম, এমন ব্যক্তির ধন ব্যবহারে নিবৃত্ত থাকা ওয়াজিব। কিন্তু এমন ব্যক্তির কোন দ্রব্য যদি হালাল উপায়ে অর্জিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়; কারণ সে ব্যক্তি ইহা কাহারও নিকট হইতে বলপূর্বক ছিনাইয়া লয় নাই ও হালাল হওয়ার লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান থাকে তবে এরূপ দ্রব্য হালাল বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

চতুর্থ ঃ যাহার অধিকাংশ মাল হালাল, কিন্তু হারাম হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। যেমন, কোন ব্যক্তি কৃষিকার্য করে, তৎসঙ্গে আবার খাজনা আদায়ের কার্যও করে অথবা কোন ব্যক্তি বাণিজ্যিও করে এবং সরকারী লোকদের সঙ্গে বেচা-কেনাও করে। এইরূপ ব্যক্তির মাল হালাল। তাহার মালের অধিকাংশ গ্রহণ করা দুরস্ত। কারণ, ইহার অধিকাংশ মালই হালাল। কিন্তু পরহিযগার লোক অবশ্যই এইরূপ মাল গ্রহণে বিরত থাকিবে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র)-এর জনৈক কর্মচারী বসরা হইতে তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ সরকারী লোকদের সহিত যাহারা আদান-প্রদান করে তাহাদের সঙ্গে আমি বেচাকেনা করি। ইহার উত্তরে তিনি লিখিলেন ঃ যদি তাহারা সরকারী লোক ব্যতীত অপর লোকের সহিত কারবার না করে তবে তাহাদের সহিত তুমি ক্রয়-বিক্রয় করিও না। কিন্তু তাহারা যদি অপর লোকের সহিত কারবার করিয়া থাকে তবে তাহাদের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করা দুরস্ত আছে।

পঞ্চম ঃ যাহারা অত্যাচার করে বলিয়া জানা নাই এবং কি উপায়ে উপার্জন করে তাহাও জানা নাই। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদ বা আকারে অত্যাচারী বলিয়া বোধ হয়; যেমন পরিধানে মূল্যবান পোশাক, মাথায় আমিরী টুপী অথবা আকার সৈনিক পুরুষের নিশ্চিতরূপে অবগত না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের সহিত ক্রয়-বিক্রয়, লেনদেন কার্যে নিবৃত্ত থাকা উচিত।

ষষ্ঠ ঃ যাহাদের মধ্যে অত্যাচারের কোন নিদর্শন নাই বটে, কিন্তু পাপের নিদর্শন সুস্পষ্ট। যেমন, পুরুষের পরিধানে রেশমী পোশাক, দেহে স্বর্ণালঙ্কার অথবা প্রকাশ্যে মদ্যপান, পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত এবংবিধ পাপের লক্ষণ-। এই প্রকার লোকের ধন

গ্রহণে বিরত থাকা ওয়াজিব নহে। কারণ, এই সমস্ত পাপাকার্যে মাল হারাম হয় না। তবে এই প্রকার ব্যক্তি হালাল মালের অধিকারী হইলেও এইরূপ মনে হইতে পারে যে, এই ব্যক্তি যেমন হারাম কার্য হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না তদ্রূপ হয়ত সে হারাম মাল হইতেও পরহিয করিতে সমর্থ হয় না। এইরূপ অনুমানে কাহারও মাল হারাম বলিয়া ফতওয়া দেওয়া যায় না। কারণ, একেবারে নিষ্পাপ কেহই নহে এবং এমন অনেক লোক আছে যাহারা চরিত্রগত পাপ হইতে বিরত থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে বিরত থাকে। হালাল ও হারাম পার্থক্যকরণে এই নীতি স্মরণ রাখা উচিত।

এই নীতি স্মরণ থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে কেহ হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিলে এই অপরাধের জন্য সে ধৃত হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ অপবিত্রতা লইয়া নামায দুরস্ত নহে। কিন্তু অজ্ঞাতসারে কেহ অপবিত্রতা লইয়া নামায পড়িয়া ফেলিলে ইহা আদায় হইয়া যাইবে। নামায শেষ করার পর সেই অপবিত্রতা সম্বন্ধে জানিতে পারিলেও এক রিওয়ায়েত মতে ইহার কাযা ওয়াজিব হইবে না। ইহার প্রমাণ এই, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) নামাযের অবস্থায় স্বীয় পাদুকাদ্বয় খুলিয়া ফেলিলেন এবং নামায শেষ করার পর বলিলেন ঃ "জিবরাঈল (আ) আমাকে জানাইলেন যে, পাদুকাদ্বয় অপবিত্র।" উক্ত অপবিত্রতা সম্বন্ধে পরে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নামায দুহরাইয়া পড়েন নাই।

অপরের ধনোপার্জনের পন্থা অনুসন্ধানের নিয়ম ঃ উপরে বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহার উপার্জনের উপায় অজ্ঞাত, তাহার ধন গ্রহণ না করা ওয়াজিব না হইলেও পরহিযগার লোকের জন্য উহা হইতে বিরত থাকা উত্তম। এইরূপ স্থলে ধনের মলিককে ধন উপার্জনের উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা উচিত, যদি তাহার মনে কষ্ট না হয়। মনে কষ্ট হইলে জিজ্ঞাসা করা হারাম। কারণ, পরহিযগারী একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা এবং মনে কষ্ট দেওয়া হারাম। এমতাবস্থায় ওযর-আপত্তি দেখাইয়া আহারে বিরত থাকিবে আর কোন ওযর-আপত্তি না দেখাইতে পারিলে আহার করিবে যাহাতে সেই ব্যক্তির মনে কষ্ট না হয়। কাহারও ধন উপার্জনের পন্থা সম্বন্ধে তৃতীয় ব্যক্তিকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিবে না, যাহাতে তাহার পক্ষে ইহা শুনিবার সম্ভাবনা থাকে। এইরূপভাবে জিজ্ঞাসা করাও হারাম। কারণ, এইরূপ জিজ্ঞাসা করাতে পরদোষ অনুসন্ধান, পশ্চাৎনিন্দা এবং অপরের প্রতি মন্দ ধারণা প্রকাশ পায়। এই ত্রিবিধ কার্যই হারাম। শুধু সতর্কতার জন্য হারাম কার্য জায়েয হয় না। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও মেহমান হইলে এইরূপ অনুসন্ধান করিতেন না এবং এক স্থান হইতে হাদিয়া

www.BANGLAKITAB.com

আসিলেও ঐ প্রকার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু সন্দেহের উদ্রেক হইলে অনুসন্ধান করিতেন। তিনি যখন সর্বপ্রথমে মদীনা শরীফে তশরীফ আনয়ন করেন, তখন (মদীনাবাসিগণ সদ্‌কা ও হাদিয়া সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না বলিয়া) ইহা সন্দেহের স্থান ছিল। এই কারণে তখন কেহ তাঁহাকে কিছু প্রদান করিতে চাহিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন ইহা হাদিয়া না সদ্‌কা? আর তাঁহার প্রশ্নে কেহ কষ্ট পাইত না।

বাজারে বাদশাহী দ্রব্য বা লুটের বস্তু বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে, অপর দিকে ইহাও জানা আছে যে, বাজারের অধিকাংশ দ্রব্যই হারাম উপায়ে অর্জিত; এমতাবস্থায় বস্তুটি কি এবং কোথা হইতে আসিল, ইহা ভালরূপে অবগত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় করিবে না। কিন্তু বাজারে অধিকাংশ দ্রব্য হারাম না হইলে তদ্রূপ অনুসন্ধান ব্যতীত ক্রয় করা জায়েয আছে। তথাপি আল্লাহ্‌ভীতি ও পরহিযগারী রক্ষার জন্য জানিয়া শুনিয়া ক্রয় করা আবশ্যক।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

রাজা-বাদশাহগণের বৃত্তি গ্রহণ, তাহাদিগকে সালাম করা ও তাহাদের হালাল ধন গ্রহণ ঃ একালের রাজা-বাদশাহগণ মুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব, জরিমানা বা ঘুষরূপে যাহা কিছু গ্রহণ করে উহার সমস্তই হারাম। তবে রাজকোষের তিন প্রকার ধন হালাল ঃ (১) জিহাদের ময়দানে শত্রু পক্ষীয় কাফিরদের পরিত্যক্ত যে ধন গনীমতরূপে পাওয়া যায়। (২) অমুসলমান প্রজাদিগকে যুদ্ধের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া তাহাদের নিরাপত্তার মূল্যস্বরূপ শরীয়তের বিধান অনুসারে যে জিযয়া কর আদায় করা হয় এবং (৩) লা-ওয়ারিস মাল যাহা বাদশাহ উত্তরাধিকারীরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত ধন মুসলমানের জন্য নির্ধারিত।

আজকাল হালাল ধন দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। রাজস্ব ও জরিমানা হইতে অধিকাংশ ধন সংগৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং রাজকোষের ধন কোন হালাল পন্থায়, গনীমত, জিয্য়া অথবা লা-ওয়ারিশগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে কিনা তাহা না জানিয়া রাজকোষের কোন ধন গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। কোন বাদশাহ্ কৃষি-কার্য দ্বারা ক্ষেত্র হইতে শস্য উৎপন্ন করাইলে ইহা তাহার জন্য হালাল হইবে। কিন্তু বেগার খাটাইয়া উৎপন্ন করাইলে উহা হারাম না হইলেও সন্দেহযুক্ত হইবে। বাদ্শাহ নিজস্ব মূল্য দিয়া কোন কৃষি জমি খরিদ করিয়া থাকিলে ইহা তাহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু ইহার মূল্য হারাম অর্থ হইতে দেওয়া হইলে এই সম্পত্তি সন্দেহযুক্ত হইবে। বাদশাহ্ নিজস্ব তহ্‌বিল হইতে কোন ব্যক্তির ভরণ-পোষণের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলে তাহা গ্রহণ করা দুরস্ত হইবে কিন্তু বৃত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও মুসলমানগণের মঙ্গল সাধনের জন্য নির্ধারিত ধন হইতে প্রদান

করা হইলে এইরূপ বৃত্তি গ্রহণ করা জায়েয হইবে না। বৃত্তি গ্রহণকারী মুসলমান সমাজের হিতকর কোন কার্যে লিপ্ত থাকিলে যেমন— কাযী, মুফতী, ওয়াক্ফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লী বা চিকিৎসক অর্থাৎ এইরূপ কোন কার্যে লিপ্ত থাকিলে যাহার ফল সর্বসাধারণ ভোগ করিয়া থাকে, তবে তাহার পক্ষে তদ্রূপ বৃত্তি গ্রহণ করা জায়েয আছে। ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষার্থিগণ সেইরূপ বৃত্তি গ্রহণের উপযোগী। উপার্জনে অক্ষম বা অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিগণও উক্ত তহবিল হইতে পাওয়ার অধিকারী। আলিম ও অপর লোকগণ যদি ধর্ম-বিষয়ে রাজ-কর্মচারী ও রাজা-বাদশাহ্‌দের মন যোগাইয়া না চলে, তাহাদের অপকর্মে সাহায্য না করে, তাহাদের অত্যাচারে প্রশ্রয় না দেয়, এমনকি তাহাদের নিকট গমন না করে, গমন করিলেও শরীয়তের বিধান অনুযায়ী গমন করে, তবে তাহারাও উক্ত তহবিল হতে বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা হইবে। রাজা-বাদশাহ্ ও রাজ-কর্মচারিগণের সহিত আলিম ও আলিম ব্যতীত অপরাপর লোকের আচরণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত (১) আলিমগণ রাজা-বাদশাহ্ বা রাজ-কর্মচারীদের নিকট যাইবেন না এবং রাজা বাদশাহ ও রাজ-কর্মচারীরাও আলিমগণের দরবারে যাইবে না। ইহাতে ধর্মের নিরাপত্তা রহিয়াছে। (২) রাজা-বাদশাহের নিকট গমন ও তাহাদিগকে সালাম করা শরীয়তমতে নিন্দনীয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে যাওয়া যাইতে পারে।

একবার রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যাচারী রাজা-বাদশাহ্‌দের লক্ষণ বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি তাহাদের সংশ্রব হইতে দূরে থাকিবে সে অব্যাহতি পাইবে। আর যে ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে দুনিয়ার লোভে পতিত হইবে সে তাহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ আমার (তিরোধানের) পর অত্যাচারী বাদশাহের আবির্ভাব হইবে। যে ব্যক্তি তাহার মিথ্যা ও উৎপীড়ন ক্ষমা করিবে এবং উহাতে সন্তুষ্ট থাকিবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নহে। আর কিয়ামতের দিন আমার হাওযের দিকের পথ তাহার জন্য রুদ্ধ থাকিবে। তিনি আরও বলেন ঃ যে সকল আলিম আমীরগণের নিকট গমন করে, তাহারা আল্লাহ্‌র বড় শত্রু। আর যে সকল আমীর আলিমগণের নিকট গমন করে তাহারা আমীরদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। অন্যত্র তিনি বলেন ঃ রাজা-বাদশাহ্‌গণের সহিত মেলামেশা না করা পর্যন্ত আলিমগণ পয়গম্বর (আ)-গণের আমানতদার। যখন (মেলামেশা) করিল তখন তাহারা আমানতের খিয়ানত করিল। তোমরা তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাক।

হযরত আবূ যর (রা) হযরত সল্‌মাহ (রা)-কে বলেন ঃ সুলতানগণের দরবার হইতে দূরে থাকিও। কারণ, তাহাদের দরবারে তোমাদের সাংসারিক লাভ যতটুকু হইবে তদপেক্ষা অধিক তোমার ধর্মের অনিষ্ট হইবে। তিনি আরও বলেন ঃ দোযখে এক ময়দান রহিয়াছে; সুলতানগণের সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল

www.BANGLAKITAB.com

আলিম গমন করে, তাহারা ব্যতীত আর কেহই তথায় যাইবে না। হযরত উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন ঃ ধনীদের সহিত আলিম ও সংসার-বিরাগিগণের বন্ধুত্ব রিয়া-র প্রমাণ। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ মানুষ ধার্মিক অবস্থায় বাদশাহের দরবারে গমন করে এবং ধর্মহীন হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কিরূপে? তিনি বলিলেন ঃ সে তখন এমন বিষয়ে বাদশাহের মনস্তুষ্টি অন্বেষণ করে যাহাতে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হন।

হযরত ফুযাইল (র) বলেন ঃ আলিম বাদশাহের সান্নিধ্য যতটুকু লাভ করে আল্লাহ হইতে ততটুকু দূরে সরিয়া পড়ে। হযরত ওহাব ইব্‌ন মুনাব্বিহ (র) বলেন ঃ জুয়াড়িগণ মুসলমানগণের যেরূপ ক্ষতি করিযা থাকে তদপেক্ষা তাহাদের অধিক ক্ষতি করিয়া থাকে সেই সকল আলিম যাহারা রাজা-বাদশাহদের নিকট গমন করে। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন সাল্‌মান (রা) বলেন ঃ মানুষের মল-মূত্রের উপর উপবিষ্ট মাছি বাদশাহের দরবারে উপবিষ্ট আলিম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

রাজদরবার মন্দ হওয়ার কারণ ঃ রাজ-দরবারে যাতায়াতকারীদের সম্বন্ধে যে সমস্ত কঠোর উক্তি করা হইয়াছে তাহার কারণ এই যে, তাহাদের জন্য তথায় কার্য, উক্তি, নীরবতা, অথবা ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধীয় পাপের আশংকা রহিয়াছে।

কার্য সম্বন্ধীয় পাপ ঃ কার্য সম্বন্ধীয় পাপ এইরূপে হইয়া থাকে যে, অধিকাংশ স্থলে রাজপ্রাসাদ বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ স্থানে যাওয়া উচিত নহে। জঙ্গলে, উন্মুক্ত ময়দানে তাঁবু স্থাপন করা হইলেও তাহাদের তাঁবু ও বিছানা হারাম হইবে। এই তাঁবুতে প্রবেশ করা ও বিছানায় পা রাখা উচিত নহে। জবরদখলকৃত নহে এমন জমিতে তাঁবু ও ফরাস ব্যতীত হইলেও রাজ দরবারে যাওয়া উচিত নহে। কারণ হয়ত রাজা-বাদশাহের নিকট মাথা নত করিতে হইবে এবং তাহাদের সেবা করিতে হইবে। তাহা হইলে এক জালিমের নিকট বিনয় প্রকাশ করা হইবে, অথচ ইহা জায়েয নহে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন আমীরের ক্ষমতার কারণে তাহার নিকট বিনয় প্রকাশ করিলে সে অত্যাচারী না হইলেও বিনয় প্রকাশকারীর ধর্মের কিয়দংশ বিনষ্ট হইবে। সুতরাং মুসলমান হিসাবে আমীরকে শুধু সালাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত আর কিছুই দুরস্ত নহে। আমীরের হস্ত চুম্বন করা, পিঠ বাঁকাইয়া তাহার সম্মানার্থে মস্তক নত করা উচিত নহে। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, আলিম অথবা ধর্মপরায়ণতার জন্য যে ব্যক্তি সম্মান পাইবার উপযোগী, তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। পূর্বকালের কোন কোন বুযর্গ জালিমদের সালামের জওয়াব পর্যন্ত দেন নাই যেন অত্যাচারের কারণে তাহাদের অপমান হয়।

উক্তি সম্বন্ধীয় পাপ ঃ অত্যাচারী বাদশাহের মঙ্গলের জন্য দু'আ করিলে উক্তি সম্বন্ধীয় পাপ হইয়া থাকে। যেমন— "আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।" বলিয়া অত্যাচারী শাসকের জন্য দু'আ করা উচিত নহে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন জালিমের দীর্ঘায়ুর জন্য দু'আ করে সে ইহা চাহে যে, দুনিয়াতে সর্বদা এমন লোক থাকুক যে আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিয়া থাকে।" সুতরাং জালিমের জন্য এইরূপ দু'আ ব্যতীত অন্য কোন দু'আ দুরস্ত নহে।

اَصْلَحَكَ اللّٰهُ وَوَفَّقَكَ اللّٰهُ لِلْخَيْرَاتِ وَطَوَّلَ اللّٰهُ عُمْرَكَ فِىْ طَاعَتِهٖ–

আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন, কল্যাণের কার্যে আল্লাহ্ আপনাকে তওফীক দান করুন এবং তাঁহার বন্দেগীতে আপনাকে আল্লাহ্ দীর্ঘজীবী করুন।

অত্যাচারী আমীরের মঙ্গলের জন্য দু'আ সমাপ্ত করত ঃ লোকে খুব সম্ভব স্বীয় বাসনা প্রকাশ করে এবং বলে ঃ হুযূরের দরবারে হাযির হওয়ার বাসনা আমি সর্বদা পোষণ করিয়া থাকি। এইরূপ ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিয়া না থাকিলে সে মিথ্যা বলিল এবং অনাবশ্যক মুনাফিকী করিল। আর সে যদি বাস্তবিকই এই ইচ্ছা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকে তবে যে অন্তর অত্যাচারীর সাক্ষাত লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয় তাহা ইস্‌লামের নূর শূন্যও হইতে থাকে। বরং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে তাহার চেহারার প্রতি এইরূপ অসন্তুষ্ট থাকা উচিত যেমন লোকে স্বীয় শত্রুর প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া তাকে। উপরিউক্ত ইচ্ছা প্রকাশের পর সাক্ষাতকারী অত্যাচারীর ন্যায় বিচার ও দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রশংসা আরম্ভ করে। ইহাতেও মিথ্যা এবং কপটতাপূর্ণ উক্তি করা হয়। ইহাতে সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতি এই যে, একজন জালিমের প্রশংসা করিয়া তাহার মনস্তুষ্টি করা হইল। ইহা জায়েয নহে। তৎপর সাক্ষাতকারীকে আবার উক্ত অত্যাচারীর অসম্ভব ও অস্বাভাবিক কথাগুলিকে মাথা নাড়িয়া সায় দিতে হয় এবং এইগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

নীরবতা সম্বন্ধীয় পাপ ঃ নীরবতা সম্বন্ধীয় পাপ এইরূপ হইয়া থাকে যে, বাদশাহের দরবারে রেশমী ফরাস, দেওয়ালের গায়ে প্রাণীর মূর্তি, বাদশাহের অঙ্গে রেশমী পোশাক, অঙ্গুলে স্বর্ণের আংটি এবং তথায় নানাপ্রকার রৌপ্য পাত্র দেখা যায়। তদুপরি সম্ভবত তাহার অশ্লীল ও মিথ্যা কথা শুনা যায়। এই সকল শরীয়ত বিগর্হিত কর্ম দেখিয়া শুনিয়া প্রতিবাদ করা সাক্ষাতকারীর কর্তব্য, নীরব থাকা দুরস্ত নহে। ভয়ের কারণে প্রতিবাদ করিতে না পারিলে তাহাকে ক্ষমা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু বিনা কারণে তথায় গমন করিলে তাহাকে ক্ষমার্হ বলিয়া গণ্য করা যাইবে

www.BANGLAKITAB.com

না। কারণ, যেখানে পাপ কার্য অনুষ্ঠিত হয় অথচ তৎসমূদয়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সম্ভব নহে, এমন স্থানে বিনা কারণে যাওয়াই সঙ্গত নহে।

ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় পাপ ঃ রাজা-বাদশাহের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া তাহাদিগকে ভালবাসা, সম্মানের পাত্র জ্ঞানে তাহাদিগকে ভক্তি করা, তাহাদের ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ পার্থিব ভোগ-বিলাসের বাসনা জাগ্রত হইতে দেওয়া অন্তর ও ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধীয় পাপ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হে মুহাজিরগণ! দুনিয়াদারদের নিকট যাইও না। কারণ, আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে জীবিকা দান করিয়াছেন তৎপ্রতি তোমরা অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িবে। হযরত ঈসা (আ) বলিতেন ঃ দুনিয়াদারদের ধনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিও না। কারণ, তাহাদের পার্থিব দীপ্তি তোমাদের অন্তর হইতে ঈমানের স্বাদ দূর করিয়া দিবে।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে উপলব্ধি করা উচিত যে, কোন অত্যাচারীর নিকট যাইবার অনুমতি নাই। কিন্তু দ্বিবিধ কারণে যাওয়া যায়। (ক) বাদশাহের কঠোর আদেশ। যদি তুমি তাহা অমান্য কর, তবে তিনি তোমাকে কষ্ট দিবেন অথবা বাদশাহের প্রভাব বিদূরীত হইবে এবং প্রজাবৃন্দ দুঃসাহসী হইয়া পড়িবে, এইরূপ আশংকা থাকিলে। (খ) নিজে উৎপীড়িত হইয়া সুবিচার প্রার্থনা অথবা অন্য মুসলামানের জন্য সুপারিশের উদ্দেশ্যে যাওয়ার অনুমতি আছে। কিন্তু শর্ত এই যে, মিথ্যা বলা ও প্রশংসা করা যাইবে না এবং তীব্র ভাষায় অত্যাচারীকে উপদেশ দেওয়া বর্জন করা যাইবে না। কিন্তু ভয় থাকিলে নম্রতার সহিত উপদেশ দিবে। উপদেশ নিষ্ফল হইবে মনে করিলেও উপদেশ দিতে হইবে। মিথ্যা বলা ও অত্যাচারীর প্রশংসা হইতে সর্বদাই বিরত থাকিতে হইবে। এমন লোকও আছে, যে বাহানা করিয়া বলে, 'আমি অমুকের জন্য সুপারিশের উদ্দেশ্যে যাইতেছি; কিন্তু সেই ব্যক্তির কার্য কোন তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা উদ্ধার হইলে কিংবা অপর কোন ব্যক্তি রাজদরবারে তাহা অপেক্ষা প্রিয়তর হইলে সে মনক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ধর্মীয় প্রয়োজনে সে রাজদরবারে গমন করে না; বরং সম্মান লিপ্সার বশীভূত হইয়া গমন করিয়া থাকে।

রাজা-বাদশাহের নিকট গমন ও আচরণের তৃতীয় শ্রেণী ঃ কোন আলিম রাজা-বাদশাহ বা রাজকর্মচারীদের নিকট গমন করিবেন না; বরং তাঁহারাই আলিমের দরবারে আগমন করিবেন। এইরূপ সাক্ষাতের বিধান এই যে, তাঁহারা আসিয়া সালাম করিলে আলিম ব্যক্তি সালামের জওয়াব দিবেন। শিষ্টাচার রক্ষার্থে এ সময়ে দণ্ডায়মান হওয়াও দুরস্ত আছে। কারণ, রাজা-বাদশাহগণ আলিমের দরবারে আগমন

করিলে ইল্‌মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয় এবং অত্যাচার করিলে রাজা-বাদশাহ যেমন ঘৃণার পাত্র হন তদ্রূপ আলিমের দরবারে আগমণের দরুন তাঁহারা সম্মানের পাত্রও বটে। কিন্তু দণ্ডায়মান না হওয়া এবং পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করাই আলিমের জন্য উত্তম। তবে বাদশাহ্ অসন্তুষ্ট হইয়া আলিমকে কষ্ট প্রদানের অথবা প্রজাবৃন্দের অন্তরে বাদশাহের মর্যাদা ও ভয়-ভীতি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা থাকিলে দণ্ডায়মান হওয়া যাইতে পারে।

আলিমের দরবারে আগত বাদশাহ্‌কে ত্রিবিধ উপদেশ ঃ বাদশাহ আলিমের দরবারে আসিয়া উপবেশন করিলে তাঁহাকে ত্রিবিধ উপদেশ প্রদান করা আলিমের কর্তব্য হইয়া পড়ে ঃ (১) বাদশাহ যদি কোন হারাম কার্য করেন এবং ইহা যে হারাম তাহা তিনি অবগত নহেন, এমতাবস্থায় ইহা যে হারাম তাহা আলিম তাঁহাকে জানাইয়া দিবেন। (২) অত্যাচার, পাপাচার ইত্যাদি কার্য হারাম জানিয়াও বাদশাহ্ করিতে থাকিলে তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ প্রদান করিতে হইবে এবং বলিতে হইবে ঃ জনাব, পার্থিব ভোগ-বিলাসের মোহে পরকালের বাদশাহী ও ধর্ম নষ্ট করা উচিত নহে। (৩) সর্বসাধারণের কিরূপে মঙ্গল ও উন্নতি সাধিত হইবে তাহা আলিমের জানা থাকিলে, অথচ বাদশাহ এ সম্বন্ধে জ্ঞাত না থাকিলে, এমতাবস্থায় যদি বিশ্বাস হয় যে, বলিয়া দিলে বাদশাহ শুনিবেন তবে তাঁহাকে জানাইয়া দিতে হইবে। বাদশাহ মানিবেন বলিয়া যদি আশা করা যায় তবে যাহারা বাদশাহের দরবারে গমন করে, তাহাদের প্রত্যেকের উপরই বাদশাহকে উপরিউক্ত ত্রিবিধ উপদেশ প্রদান করা ওয়াজিব। আলিম পরমুখাপেক্ষী না হইলে এবং ইল্‌ম অনুযায়ী আমলকারী হইলে অবশ্যই তাঁহার উপদেশ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাংসারিক লোভের প্রত্যাশী হইলে নীরব থাকাই সমীচীন। কারণ, এই অবস্থায় লোকের বিদ্রূপের পাত্র হওয়া ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।

হযরত মুকাতিল ইব্‌ন সালেহ (র) বলেন ঃ একদা আমি হযরত হাম্মাদ ইব্‌ন সালমা (র)-র নিকটে ছিলাম। তাঁহার গৃহে একখানা চাটাই, একটি চামড়া, একখানি কুরআন শরীফ এবং একটি বদনা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এক ব্যক্তি আসিয়া দ্বারে করাঘাত করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কে? উত্তর আসিল ঃ মুহাম্মদ ইব্‌ন সুলাইমান, বর্তমানকালের খলীফা। মোটকথা, তিনি গৃহে প্রবেশপূর্বক উপবেশন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যখনই আমি আপনাকে দর্শন করি তখনই আমার অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হয়, ইহার কারণ কি ? হযরত হাম্মাদ (র) উত্তর দিলেন ঃ ইহার কারণ এই, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে আলিম একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ইল্‌ম হাসিল করিয়া থাকে সকলে তাহাকে ভয় করে। আর দুনিয়া অর্জন যাহার ইল্‌মের উদ্দেশ্য, সে স্বয়ং সকলকে ভয় করে। অনন্তর খলীফা চল্লিশ হাজার দিরহাম তাঁহার সম্মুখে

www.BANGLAKITAB.com

স্থাপন করিয়া বলিলেন ঃ এই অর্থ কোন কার্যে ব্যয় করুন। তিনি বলিলেন ঃ যাও, এই অর্থ ইহার মালিককে দিয়া দাও। খলীফা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন ঃ ওয়ারিসসূত্রে হালাল মাল হইতে আমি ইহা পাইয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ ইহার প্রয়োজন আমার নাই। খলীফা বলিলেন ঃ উপযুক্ত পাত্রদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন। তিনি বলিলেন ঃ আমি হয়ত ন্যায়ভাবে বন্টন করিব; কিন্তু কেহ হয়ত বলিবে যে, ন্যায়ভাবে বন্টন করা হয় নাই। তাহা হইলে সে পাপী হইবে। আমি ইহাও চাহি না। মোটকথা, তিনি সেই দিরহামগুলি গ্রহণ করিলেন না। প্রাচীনকালের আলিমগণ রাজা-বাদশাহের সহিত এইরূপ ব্যবহারই করিতেন। আলিমগণ তাঁহাদের দরবারে গেলে এমনভাবেই যাইতেন যেরূপ হযরত তাউস (র) খলীফা হিশাম ইব্ন আবদুল মালিকের নিকট গিয়াছিলেন।

কাহিনী ঃ খলীফা হিশাম মদীনা শরীফে গমন করতঃ সাহাবায়ে কিরাম (র) হইতে কোন একজনকে তাঁহার নিকট আনয়নের আদেশ করিলেন। লোকে তাঁহাকে জানাইল ঃ সকল সাহাবাই ইন্তিকাল করিয়াছেন। খলীফা আদেশ করিলেন ঃ তাবেঈগণের মধ্যে একজনকে আনয়ন কর। তদনুযায়ী হযরত তাউস (র)-কে তাঁহার নিকট আনয়ন করা হইল। তিনি খলীফার দরবারে প্রবেশ করিয়া পাদুকা খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন ঃ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا هِشَامُ

"হে হিশাম! তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হউক। তুমি কেমন আছ ?" ইহাতে খলীফা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার ইচ্ছা করিলেন। মদীনাবাসিগণ বলিলেন ঃ মদীনা নগরী রাসূলুল্লাহ (সা) পবিত্র শহর এবং এই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ আলিমগণের অন্যতম। সুতরাং এইরূপ সংকল্প করিবেন না। খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে তাউস! কেন তুমি এইরূপ দুঃসাহস ও বে-আদবী করিলে ? তিনি উত্তর করিলেন ঃ আমি কি করিয়াছি ? ইহাতে খরীফা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন ঃ তুমি চারিটি বে-আদবী করিয়াছ ঃ (১) আমার ফরাসের একেবারে নিকটে আসিয়া জুতা খুলিয়াছ ঃ ইহা নিতান্ত অন্যায়। বরং মোজা ও জুতাসহ ফরাসের সম্মুখে বসা উচিত ছিল (অদ্যাবধি সেই খলীফা বংশে এই রীতি প্রচলিত আছে)। (২) আমাকে আমীরুল মু'মিনীন বলিয়া সম্বোধন কর নাই। (৩) আমার নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছ; আমার কুনিয়াত (বংশ সম্পর্কিত উপনাম) উল্লেখ কর নাই (আমার জাতির নিকট ইহা অপছন্দনীয় ছিল)। (৪) আমার অনুমতি ব্যতীত আমার সম্মুখে বসিয়া পড়িয়াছ এবং আমার হস্ত চুম্বন কর নাই।

হযরত তাউস (র) বলেন ঃ তোমার নিকটে আসিয়া জুতা খোলার কারণ এই যে, আমি সর্বাধিপতি আল্লাহ্‌র সম্মুখে জুতা খুলিয়া দৈনিক পাঁচবার তাঁহার দরবারে গমন করিয়া থাকি; কিন্তু তিনি কখনও আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না। তোমাকে আমীরুল মু'মিনীন এইজন্যই বলি নাই যে, সমস্ত লোক তোমার খিলাফতে সম্মত নহে। অতএব

মিথ্যা বলিতে আমি ভয় করিয়াছি। তোমাকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়াছি, কুনিয়াত উল্লেখ করি নাই। ইহার কারণ এই যে, আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাগণকে নাম ধরিয়াই সম্বোধন করিয়াছেন, যেমন 'হে দাউদ', 'হে ইয়াহইয়া', 'হে ঈসা', এবং স্বীয় শত্রুগণকে কুনিয়াত ধরিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন "আবূ লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক।" তোমার হস্ত চুম্বন না করার কারণ এই যে, আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ কামভাবের সহিত স্বীয় স্ত্রীর এবং স্নেহের সহিত স্বীয় পুত্রের হস্ত ব্যতীত অপর কাহারও হস্ত চুম্বন করা দুরস্ত নহে। আর তোমার নিকট উপবেশন করার কারণ এই যে, হযরত আলী (রা) বলেন ঃ কেহ কোন দোযখীকে দেখিতে চাহিলে তাহাকে বলিয়া দাও সে যেন এমন ব্যক্তিকে দেখে, যে স্বয়ং বসিয়া রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ হাত বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইয়া থাকে।

এই উত্তরে হিশাম সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন ঃ আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। তিনি বলেন ঃ হযরত আলী (রা) বলেন যে, দোযখে পর্বত সমান সর্প ও উষ্টসমান বিচ্ছু রহিয়াছে। যে শাসক প্রজাবৃন্দের উপর ন্যায় বিচার না করে, এই সমস্ত সর্প ও বিচ্ছু তাহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এই পর্যন্ত বলিয়া হযরত তাউস (র) দণ্ডায়মান হইলেন এবং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কাহিনী ঃ খলীফা সুলাইমান ইব্ন মালিক মদীনা শরীফে উপস্থিত হইয়া অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হযরত আবূ হাযেম (র)-কে আনয়ন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ মৃত্যু আমাদের নিকট এত অপ্রিয় কেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ কারণ, দুনিয়াকে তোমরা সুসজ্জিত এবং পরকালকে উৎসন্ন করিয়াছ। সুসজ্জিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া উৎসন্ন করা স্থানে গমন লোকের নিকট স্বভাবতঃই অপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়। খলীফা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ মানুষ আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থাপিত হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হইবে ? তিনি বলিলেন ঃ প্রিয়জনের সহিত মিলনের উদ্দেশ্যে প্রবাস হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলে মানুষের যেরূপ অবস্থা হয়, নেক্কার বান্দাগণের তদ্রূপ অবস্থা হইবে। আর অপরাধী পলাতক দাসকে গ্রেফতার করিয়া বলপূর্বক তাহার ক্রুদ্ধ প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, পাপী লোকের অবস্থা তদ্রূপ হইবে। খলীফা বলিয়া উঠিলেন ঃ হায়, সেখানে আমার অবস্থা কিরূপ হইবে যদি জানিতে পারিতাম! তিনি বলিলেন ঃ কুরআন শরীফের প্রতি লক্ষ্য কর, তবেই জানিতে পারিবে। পবিত্র কুরআন শরীফে আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ

নেক্কার লোকেরা নিশ্চয়ই আরাম ও আনন্দে থাকিবে এবং বদকার লোকেরা নিশ্চয়ই দোযখে থাকিবে।

www.BANGLAKITAB.com

খলীফা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ করুণাময় আল্লাহ্‌র রহমত কোথায় ? তিনি উত্তর করিলেন ঃ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ নেককার লোকগণের নিকটে।

সেকালে আলিমগণ রাজা-বাদশাহ্‌দের সহিত তদ্রূপ কথা-বার্তাই বলিতেন; কিন্তু দুনিয়ালাভের উদ্দেশ্যে যাঁহারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা দু'আ ও প্রশংসা কীর্তন ব্যতীত রাজা-বাদশাহ্‌দের সহিত কথা বলেন না। তাঁহারা ভাবিয়া-চিন্তিয়া এমন বাক্যসমূহ আবিষ্কার করেন যাহাতে বাদশাহ্‌কে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। বাদশাহ্‌দের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা শরীয়তের হীলা অন্বেষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি কোন সময় রাজা-বাদশাহ্‌কে উপদেশ প্রদান করেন তবে স্বীয় সম্মানলাভের উদ্দেশ্যেই ইহা করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ এই যে, অপর কেহ তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে তিনি তাঁহাকে হিংসা করিয়া থাকেন।

অত্যাচারীদের সহিত মেলামেশা না করা এবং তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন না করা সর্বাবস্থায়ই উত্তম। আর তাহাদের বন্ধুবর্গ এবং চাটুকারদের সহিতও বন্ধুত্ব স্থাপন না করা উচিত। নির্জনবাস অবলম্বন এবং অপরাপর লোকের সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন না করা ব্যতীত অত্যাচারীদের সহিত বন্ধুত্ব বর্জন করিতে না পারিলে নির্জনবাস অবলম্বন এবং সকলের সহিত মেলামেশা বর্জন করাই সঙ্গত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যতদিন পর্যন্ত আমার উম্মতের আলিমগণ শাসকদের অনুকূল্য না করিবে ততদিন পর্যন্ত আমার উম্মতের লোকগণ সর্বদা আল্লাহ্‌র সাহায্য ও আশ্রয়ে থাকিবে।

ফল কথা এই যে, রাজা-বাদশাহ্‌গণের বিকৃতির কারণে প্রজাবৃন্দের বিকৃতি ঘটে এবং আলিমগণের বিকৃতির কারণে রাজা-বাদশাহগণের বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। কেননা, আলিমগণ বিকৃত হইয়া পড়িলে তাঁহারা রাজা-বাদশাহ্‌দের সংশোধন করেন না এবং তাঁহাদের অপকর্মে অসম্মতি প্রকাশ করেন না।

গরীব-দুঃখীদের মধ্যে রাজ প্রদত্ত ধন বিতরণের শর্ত ঃ কোন বাদশাহ্ কোন আলিমের নিকট গরীবের মধ্যে বিতরণের জন্য ধন প্রেরণ করিলে এমতাবস্থায় যদি তাঁহার জানা থাকে যে, এই ধনের নির্দিষ্ট মালিক আছে, তবে উহা কখনই বন্টন করা সঙ্গত নহে; বরং এই ধন ইহার প্রকৃত মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্য বলিয়া দিয়া প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এই ধনের মালিক পাওয়া না গেলেও কতিপয় আলিম ইহা গ্রহণ ও বিতরণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আলিমদের (ইমাম গায্‌যালীর) মতে অত্যাচারী শাসকের নিকট হইতে সেই অর্থ গ্রহণ করতঃ গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে সেই অর্থ তাহার হাতে থাকিয়া উৎপীড়ন ও পাপকার্যে খরচ হইতে না পারে এবং দরিদ্রগণ কিছুটা সুখলাভ করিতে পারে। কারণ অত্যাচারলব্ধ ধন প্রকৃত মালিককে ফিরাইয়া দেওয়ার উপায় না থাকিলে তিনটি শর্ত অনুযায়ী তাহা দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে।

প্রথম শর্ত ঃ আলিম ব্যক্তি বিতরণের জন্য সেই ধন গ্রহণ করাতে শাসক যেন এইরূপ বিশ্বাস করার সুযোগ না পায় যে, উহা হালাল। কারণ তাহার মনে এই ধারণার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব নহে যে, হালাল না হইলে আলিম কখনও উহা গ্রহণ করিতেন না। এইরূপ ক্ষেত্রে হারাম মাল অর্জনে শাসকগণ নির্ভীক হইয়া পড়িবে। গরীব-দুঃখীদিগকে দানের পূণ্য অপেক্ষা হারাম মাল অর্জন শাসকদিগকে নির্ভয় করিয়া দেওয়ার ক্ষতি অনেক বেশী।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ উক্ত মাল গ্রহণকারী আলিম এমন না হন যে, আপরাপর লোক শাসকদের নিকট হইতে ধন গ্রহণ ব্যাপারে তাঁহার অনুসরণ করে; কিন্তু পরে উহা গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে না। যেমন, কেহ কেহ উক্ত ধন গ্রহণের অনুকূলে এই প্রমাণ আনয়ন করিয়াছে যে, হযরত ইমাম শাফিঈ (র) খলীফাদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তাহারা জানিত না যে, তিনি এই ধন গ্রহণ করতঃ সমস্তই গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা আছে ঃ

একদা হযরত ওহাব ইব্‌ন যুনাব্বিহ (র) ও হযরত তাউস (র) খলীফা হাজ্জাজের ভ্রাতার নিকট গমণ করেন। হযরত তাউস (র) হাজ্জাজের ভ্রাতাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন শীতকালীন প্রাতঃকাল, খুব শীত পড়িয়াছিল। আমীরের নির্দেশক্রমে লোকে একটি চাদর হযরত তাউস (র)-এর স্কন্ধদেশে চাপাইয়া দিল। তিনি চেয়ারে বসিয়া হেলিয়া দুলিয়া উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। চাদরটি তাঁহার স্কন্ধ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার দানের অবমাননা হইতে দেখিয়া হাজ্জাজের ভ্রাতা খুব রাগান্বিত হইলেন। বুযর্গদ্বয় বহির্গত হইলে হযরত ওহাব (র) হযরত তাউস (র)-কে বলেন ঃ আপনি চাদরটি গ্রহণ পূর্বক কোন গরীবকে দিয়া দিলে ভাল হইত এবং এই আমীরও রাগান্বিত হইতেন না। হযরত তাউস (র) বলেন ঃ আমার আশংকা হইল যে, আমার অনুকরণে অপর লোকে শাসকদের ধন গ্রহণ করে; অথচ তাহারা ইহা জানিতে পারিত না যে আমি উহা গ্রহণপূর্বক গরীবকে দান করিয়াছি।

তৃতীয় শর্ত ঃ বিতরণ করিবার জন্য ধন প্রেরণের কারণে অত্যাচারীর প্রতি যেন ভালবাসা না জন্মে। কেননা, অত্যাচারীর প্রতি ভালবাসা বহু পাপের কারণ হইয়া থাকে; চাটুকারিতা ও খোশামোদের উপলক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। ভালবাসা জন্মিলে আবার সেই অত্যাচারীর মৃত্যু বা অবনতিতে দুঃখ-কষ্ট এবং তাহার মর্যাদা ও রাজ্য বৃদ্ধিতে আনন্দ হইয়া থাকে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) প্রার্থনা করিতেন ঃ "ইয়া আল্লাহ্! কোন পাপিষ্ঠকে আমার উপকার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিও না। উপকার করিতে দিলে আমার মন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে।" এইরূপ প্রার্থনার কারণ এই যে, উপকারীর প্রতি মানব-মন অবশ্যই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। অথচ আল্লাহ বলেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

وَلَا تَرْكَنُوْا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا

যাহারা অত্যাচার করে তাহাদের প্রতি তোমরা আকৃষ্ট হইও না।

কাহিনী ঃ এক খলীফা হযরত মালিক ইব্‌ন দীনার (র)-এর নিকট দশ হাজার দিরহাম প্রেরণ করেন। তিনি সমস্ত মুদ্রা গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন; নিজে এক কপর্দকও রাখেন নাই। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসে (র) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ সত্য বল, এই দশ হাজার মুদ্রা তোমায় প্রেরণ করার কারণে তোমার হৃদয়ে খলীফার প্রতি ভালবাসা কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা ? তিনি উত্তরে বলিলেন ? হ্যাঁ, বৃদ্ধি পাইয়াছে। হযরত ইব্‌ন ওয়াসে (র) বলিলেন ঃ আমিও এই আশংকাই করিতেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এই মুদ্রাগুলির আপদ তোমার অন্তরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

বস্‌রা নগরে এক বুযর্গ ছিলেন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করতঃ দরিদ্রদিগকে দান করিয়া দিতেন। লোকে তাঁহকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার হৃদয়ে বাদশাহের প্রতি ভালবাসা জন্মিবে বলিয়া কি আপনার আশংকা হয় না ? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ কেহ যদি আমার হস্ত ধারণপূর্বক আমাকে বেহেশ্‌তেও পৌছাইয়া দেয় এবং তৎপর সে পাপ করে। আমি তাহাকেও শত্রু মনে করিব। আর আমাকে বেহেশ্‌তে লইয়া যাওয়ার জন্য যে ব্যক্তি সেই লোকটিকে আমার বশীভূত করিয়া দিয়াছে তাহাকেও আমি শত্রু মনে করিব।

নিজের মনের উপর কাহারও এইরূপ অধিকার থাকিলে তাঁহার জন্য বাদশাহদের ধন গ্রহণ করতঃ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া দুরস্ত আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

সর্বসাধারণ, বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশী, দাস-দাসী, দরিদ্রের হক আল্লাহর ওয়াস্তে আদায় করা

দুনিয়া আল্লাহ্‌র পথের মন্‌যিলসমূহের অন্যতম। এই মনযিলে সকলেই মুসাফির। আর সকলের উদ্দেশ্যই যখন এক, তখন সকল মুসাফির একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং সহযাত্রীদের মধ্যে ভালবাসা, একতা ও বন্ধুত্ব থাকা বাঞ্ছনীয় এবং একে অন্যের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। এই সমস্ত হকের বিবরণ তিনটি অনুচ্ছেদ বর্ণনা করা হইয়াছে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ঃ কাহারও সহিত আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত ও মানবতার উৎকৃষ্ট স্তরসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বন্ধুত্বের ফযীলত ঃ আল্লাহ যাহার হিত কামনা করেন তাহাকে উৎকৃষ্ট বন্ধু দান করেন, যেন সে আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া গেলে বন্ধু তাহাকে স্মরণ করাইয়া দেয়; আর সে আল্লাহর স্মরণে লিপ্ত থাকিলে বন্ধু তাহার সঙ্গী ও সহায়ক থাকে। তিনি আরও বলেনঃ দুইজন মু'মিন পরস্পর মিলিত হইলে একের দ্বারা অন্যের কোন ধর্মীয় উপকার না হইয়া পারে না। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ কোন ব্যক্তি অপরকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে স্বীয় ভ্রাতারূপে গ্রহণ করিলে তাহাকে বেহেশতে এমন উন্নত মর্যাদা প্রদান করা হইবে যাহা অন্য কোন নেককার্য দ্বারা লাভ করা যায় না। হযরত আবূ ইদরীস খাওলানী (রা) হযরত মুআয (রা)-কে বলিলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলাম। তিনি বলিলেন ঃ আমি তোমাকে শুভ সংবাদ প্রদান করি যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি-কিয়ামত দিবস আরশের আশে পাশে কুরসীসমূহ স্থাপিত হইবে। কতিপয় লোক উহাতে উপবেশন করিবে। তাহাদের চেহারা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান হইবে। সমস্ত লোক তো ভীত থাকিবে, অথচ এই সকল কুরসীতে সমাসীন লোক নির্ভয়ে থাকিবে; সব লোক ভীত-সন্ত্রস্ত থাকিবে; (কিন্তু) এই সকল লোক প্রশান্ত থাকিবে। কুরসীতে সমাসীন এই সমস্ত লোক আল্লাহ্‌র

www.BANGLAKITAB.com

বন্ধু। তাহাদের কোন ভয় বা চিন্তা থাকিবে না। সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! তাঁহারা কে ? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ

তাহারা এইরূপ লোক যাহারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে একে অন্যের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে দুই ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তন্মধ্যে আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে অধিক ভালবাসেন যে স্বীয় বন্ধুকে অধিক ভালবাসে। তিনি আরও বলেন ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ যাহাদের একজন অপরজনের সহিত আমার উদ্দেশ্যে সাক্ষাত করে, একজন অপরজনের সহিত আমার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আমার উদ্দেশ্যে একজন অপরজনকে ক্ষমা করে এবং আমার জন্য একে অন্যকে সহায়তা করে, তাহারা আমার বন্ধু হওয়ার যোগ্য।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ বলিবেন, যে সকল লোক আমার জন্য পরস্পর বন্ধুত্ব করিয়াছিল তাহারা কোথায় ? আজ মানবের আশ্রয়ের জন্য কোথাও ছায়া নাই; আমি তাহাদিগকে স্বীয় (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় প্রদান করিব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত- দিবস সাত প্রকার লোক আল্লাহ্র আরশের ছায়া লাভ করিবে, তাহারা ব্যতীত অপর কেহই কোন ছায়া পাইবে না।

১. সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্।

২. যে যুবক যৌবনের প্রারম্ভ হইতে আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত রহিয়াছে।

৩. যে ব্যক্তি মস্জিদ হইতে বহির্গত হইয়া পুনরায় মস্জিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত সময়ে তাহার হৃদয় মস্জিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে।

৪. যে দুই ব্যক্তি কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই মিলিত হয় এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে সংসর্গ বর্জন করে।

৫. যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করিয়া রোদন করে।

৬. যে ব্যক্তিকে কোন ধনবতী ও সুন্দরী যুবতী নিজের দিকে আহ্বান করে এবং সে বলে 'আমি আল্লাহ্কে ভয় করি।'

৭. সেই ব্যক্তি যেন ডান হাতে এমনভাবে দান করে যে তাহার বাম হাতও জানিতে না পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাহার মুসলমান ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত করে, এক ফেরেশতা তাহার পশ্চাতে ঘোষণা করিয়া বলে-আল্লাহ্র বেহেশ্ত তোমার জন্য মুবারক হউক। তিনি আরও বলেনঃ এক ব্যক্তি তাহার কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছিল। আল্লাহ্র আদেশে পথিমধ্যে এক ফেরেশ্তা তাহার সহিত সাক্ষাত করিল। ফেরেশ্তা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল- তুমি কোথায়

যাইতেছ ? সে বলিল-অমুক ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইতেছি। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করিল-তাহার নিকট তোমার কোন কাজ আছে কি ? সে বলিল-কোন কাজ নাই। ফেরেশ্তা আবার জিজ্ঞাসা করিল--তাহার সহিত তোমার কোন আত্মীয়তা আছে কি ? সে বলিল-কিছুই নহে। ফেরেশ্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল-সে তোমার কোন উপকার করিয়াছে কি ? সে বলিল-কিছুই নহে। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করিল- তবে কেন যাইতেছ ? সে বলিল-আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাহার নিকট যাইতেছি এবং তাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছি। ফেরেশতা বলিল-তোমাকে এই শুভ সংবাদ প্রদানের জন্য আল্লাহ্ আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন যে, সেই ব্যক্তিকে তুমি ভালবাস বলিয়া আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসেন এবং তোমার জন্য তাঁহার উপর বেহেশ্ত ওয়াজিব করিয়া লইয়াছেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ সেই বন্ধুত্ব এবং শক্রতা ঈমানের দৃঢ়তম দলীল যাহা আল্লাহ্র ওয়াস্তে হইয়া থাকে।

আল্লাহ্ কোন নবী (আ)-এর উপর ওহী প্রেরণ করিলেন, তুমি যে যুহদ (অর্থাৎ সংসার বিরাগ ও পরকাল আসক্তি) অবলম্বন করিয়াছ, ইহাতে স্বীয় শান্তি লাভের জন্য তাড়াতাড়ি করিয়াছ। কারণ ইহাতে সংসার ও সাংসারিক দুঃখ-কষ্ট হইতে মুক্তি পাইয়াছ। আর তুমি যে আমার ইবাদতে মশ্গুল হইয়াছ ইহাতে স্বীয় মর্যাদা লাভ করিয়াছ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তুমি কি কখনও আমার বন্ধুগণের সহিত বন্ধুত্ব এবং আমার শক্রদের সহিত শক্রতা করিয়াছ ? আল্লাহ্ হযরত ঈসা (আ)-র উপর ওহী প্রেরণ করিলেন ঃ তুমি যদি পৃথিবী ও আকাশের অধিবাসীবৃন্দের সমস্ত ইবাদত একা সম্পন্ন কর এবং এই সকল ইবাদতের মধ্যে আমার উদ্দেশ্যে অন্যের সহিত বন্ধুত্ব বা শক্রতা না থাকে তবে এই সমস্ত ইবাদত নিষ্ফল।

হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ পাপীদের সহিত শক্রতা করিয়া তোমরা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হও, তাহাদিগ হইতে দূরে থাকিয়া আল্লাহ্র নিকটবর্তী হও এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধ করিয়া আল্লাহ্র সন্তোষ অন্বেষণ কর। লোকে জিজ্ঞাসা করিলঃ হে রূহুল্লাহ! আমরা কাহার সহিত উঠাবসা করিব ? তিনি বলিলেন ঃ এমন লোকের নিকট বস যাহাকে দর্শন করিলে আল্লাহ্র স্মরণ তোমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়, যাহার কথা তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে এবং যাহার কার্যাবলী আমাদিগকে পরকালের প্রতি আকৃষ্ট করে। আল্লাহ্ হযরত দাঊদ (আ)-র উপর ওহী প্রেরণ করিলেন ঃ হে দাঊদ! মানব-সমাজ পরিত্যগ করতঃ তুমি নির্জনে বসিয়াছ কেন ? তিনি নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তোমার মহব্বত আমার অন্তর হইতে সৃষ্টের স্মরণ বিস্মৃত করিয়া দিয়াছে এবং আমি সকলের প্রতি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি। নির্দেশ হইলঃ হে দাউদ! সাবধান হও এবং নিজের জন্য ভাই বন্ধু বানাইয়া লও। আর যে ব্যক্তি ধর্ম-পথে তোমার

www.BANGLAKITAB.com

সহায়ক না হয়, তাহা হইতে দূরে থাক; কারণ সে ব্যক্তি তোমার হৃদয় অন্ধকার করিয়া ফেলিবে এবং তোমাকে আমা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্র এক ফেরেশ্তা আছে, তাহার দেহের অর্ধাংশ বরফ দ্বারা ও অপর অর্ধাংশ অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট। এই ফেরেশ্তা বলে ঃ ইয়া আল্লাহ্! যেমন তুমি বরফ ও অগ্নির মধ্যে সখ্যতা স্থাপন করিয়াছ তদ্রূপ তোমার নেক বান্দাগণের অন্তরে সখ্যতা স্থাপন করিয়া দাও। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাহাদের জন্য বেহেশ্তে লোহিত বর্ণ ইয়াকূত নির্মিত একটি স্তম্ভ তৈয়ার করা হইবে। ইহার উপর সত্তর হাজার বালাখানা থাকিবে। তথা হইতে তাহারা বেহেশতবাসিগণকে ঝুঁকিয়া দেখিবে। তাহাদের মুখমণ্ডলের জ্যোতি বেহেশ্তবাসিগণের উপর এমনভাবে প্রতিফলিত হইবে যেমন পৃথিবীর উপর সূর্যকিরণ প্রতিফরিত হইয়া থাকে। বেহেশ্তবাসিগণ বলিবে-'চল, আমরা তাহাদিগকে দেখিয়া আসি।' তাহাদের পরিধানে সবুজ রেশমী পোশাক থাকিবে এবং তাহাদের ললাটে লিখিত থাকিবে اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللهِ। এই সকল লোক আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপনকারী।

হযরত ইব্ন সামাক (র) মৃত্যুকালে আল্লাহ্র নিকট নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তুমি জান, আমি পাপ করিবার সময় তোমার অনুগত বান্দাগণকে ভালবাসিতাম। এই কার্যের ফলস্বরূপ আমার পাপসমূহ মাফ করিয়া দাও। হযরত মুজাহিদ (র) বলেন ঃ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপনকারিগণ যখন একে অন্যকে দেখিয়া আনন্দিত হয় তখন তাহাদের নিকট হইতে গুনাহ্ এইরূপভাবে ঝরিয়া পড়ে যেমন বৃক্ষ হইতে পত্র ঝরিয়া পড়িতে থাকে।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসার নিদর্শন ঃ একই মক্তব, মাদ্রাসা বা গ্রামে অবস্থান অথবা ভ্রমণে একত্রে থাকার কারণে যে ভালবাসার উৎপত্তি হয় তাহা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত নহে। আবার দেখিতে মনোহর, বচনে মিষ্টভাষী এবং অন্তরে সরল ও অকপট হওয়ার দরুন অপরের প্রতি যে ভালবাসার উদ্রেক হয়, তাহাও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসার অন্তর্ভুক্ত নহে। কাহারও সাহায্যে পদমর্যাদা কিংবা ধন-সম্পদ লাভ হইলে অথবা কাহারও সহিত সাংসারিক কোন কার্যে নিবদ্ধ থাকিলে যে ভালবাসা জন্মে তাহাও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসার অন্তর্গত নহে। আল্লাহ্ ও আখিরাতের উপর যাহার ঈমান নাই তাহার সহিতও এইরূপ ভালবাসা জন্মিতে পারে। ঈমান ব্যতীত আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা হইতে পারে না।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসার দুইটি সোপান আছে।

প্রথম সোপান ঃ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ভালবাসা। কিন্তু এই স্বার্থ ধর্ম আল্লাহ্র জন্য হইতে হইবে। যেমন, ধর্ম-বিদ্যা শিক্ষা দেন বলিয়া উস্তাদকে ভালবাসা

এই বিদ্যার উদ্দেশ্য পরকাল হইলে এবং সাংসারিক পদমর্যাদা ও ধনলাভের জন্য না হইলেও উস্তাদের প্রতি ভালবাসাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসা বলা যাইবে। কিন্তু পর্থিব মান-মর্যাদা ও ধন-দৌলত লাভ করা, বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে হইলে উহাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে বলা যাইবে না। সদ্কা প্রদানকারী যদি এমন লোককে ভালবাসে যে তাহার নিকট হইতে সদ্কা গ্রহণপূর্বক শর্তানুসারে গরীব-দুঃখীদিগকে উহা পৌছাইয়া দেয় কিংবা তাহাদের আতিথ্য করিয়া থাকে অথবা এমন লোককে যদি ভালবাসে যে গরীব-দুঃখীদের জন্য উত্তমরূপে খাদ্য পাকাইয়া থাকে তবে এই ভালবাসা আল্লাহ্র ওয়াস্তে বলিয়া গণ্য হইবে। যে ব্যক্তি খাদ্য-বস্ত্র প্রদান করতঃ নিরুদ্বেগে ও একাগ্রচিত্তে ইবাদত করিবার সুযোগ দান করে তাহার প্রতি ভালবাসাও আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসার মধ্যে গণ্য হইবে। কিন্তু শর্ত এই যে, খাদ্য-বস্ত্র পাইয়া নিশ্চিত মনে ইবাদত করিবার উদ্দেশ্য থাকিতে হইবে। বহু আলিম ও আবিদ এই উদ্দেশ্যে ধনীদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন এবং ফলে উভয় দলই আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ করিয়া থাকেন।

মন্দ কার্য হইতে স্বামীকে বাঁচাইবে এবং এমন সন্তান জন্মিবার উপলক্ষ হইবে যে পিতার মঙ্গলের জন্য যুদ্ধ করিবে, এই কারণে স্বীয় স্ত্রীকে ভালবাসিলে এই ভালবাসাও আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা বলিয়া গণ্য হইবে এবং এইরূপ স্ত্রীকে ভরণ-পোষণের ব্যয়ও সদ্কার মধ্যে গণ্য। ভৃত্যে প্রভুর খেদমত করে এবং সে তাহার কার্যভার গ্রহণপূর্বক প্রভুকে নিশ্চিন্ত মনে ইবাদতের অবসর প্রদান করে বলিয়া ভৃত্যকে ভালবাসিলে ইবাদতে অবসর করার দরুন ভৃত্যের প্রতি যে ভালবাসাটুকু হয়, তাহা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা বলিয়া গণ্য হইবে এবং উহার সওয়াবও পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় সোপান ঃ যে ভালবাসা নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহ্র ওয়াস্তেই হইয়া থাকে এবং যাহাতে উভয় পক্ষের অন্য কোন প্রকার স্বার্থের লেশমাত্রও থাকে না, উহাই এই উচ্চ সোপানের ভালবাসা। ইহা পূর্বোক্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট ভালবাসা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। শিক্ষা প্রদান, শিক্ষা গ্রহণ, ইবাদতে অবসরলাভ এবংবিধ কোন প্রকার স্বার্থই ইহাতে থাকে না। আল্লাহ্র আজ্ঞানুবর্তী ও তাঁহার প্রিয়পাত্র বলিয়া কাহাকেও ভালবাসিলে ইহাকে এই শ্রেণীর ভালবাসা বলে। কিংবা অন্ততঃপক্ষে ইহা মনে করিয়াও যদি কেহ কাহাকেও ভালবাসে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্র বান্দা, তাঁহারই সৃষ্টি, তবে ইহাও আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহার বড় সওয়াব পাওয়া যাইবে। কারণ, এইরূপ ভালবাসা আল্লাহ্র প্রতি এমন মহব্বত হইতে জন্মিয়া থাকে যাহা ইশ্কের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। যেমন, কেহ কাহারও প্রতি আশিক হইলে সে মাশুকের অলি-গলি এবং তাহার মহল্লাকেও ভালবাসে। আর প্রিয়জনের গৃহ প্রাচীরও তাহার নিকট প্রিয় হইয়া পড়ে। এমন কি যে কুকুর প্রিয়জনের গলিতে যাতায়াত করে,

www.BANGLAKITAB.com

ইহাও অন্যান্য কুকুর অপেক্ষা উক্ত আশিকের নিকট অধিক প্রিয় হইয়া উঠে। অতএব যাহারা তাহার প্রেমাম্পদকে ভালবাসে অথবা যাহাদিগকে তাহার প্রেমাম্পদ ভালবাসে তাহাদিগকে, এমন কি যাহারা প্রেমাম্পদের আজ্ঞানুবর্তী চাকর-বাকর, দাস-দাসী তাহাদিগকে এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনকেও প্রেমিক স্বতঃই ভালবাসিয়া থাকে। কারণ, প্রেমাম্পদের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা স্বতঃই প্রেমিকের অন্তরে অনুপ্রবেশ করে। প্রিয়জনের প্রতি প্রেম যত অধিক, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট ও তাহার অনুগত ব্যক্তিগণের প্রতিও সেই প্রেমের প্রতিক্রিয়ারূপ ভালবাসা তত অধিক হইয়া থাকে।

সুতরাং যাহার অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত বৃদ্ধি পাইয়া ইশ্কের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে তিনি সাধারণভাবে তাঁহার সমস্ত বান্দাকে এবং বিশেষভাবে তাঁহার প্রিয়পাত্রগণকে ভালবাসিয়া থাকেন। সমস্ত মাখলুকাত স্বীয় প্রেমাম্পদের অপরিসীম শক্তির পরিচায়ক ও তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের জ্বলন্ত নিদর্শন, এইজন্য তিনি এই সমস্তকেই ভালবাসিয়া থাকেন। অপর কারণ এই যে, আশিক মাশুকের হস্তলিপি ও শিল্পকলাকেও ভালবাসিয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সমীপে কেহ নূতন ফল আনয়ণ করিলে তিনি উহার সম্মান করিতেন এবং স্বীয় চক্ষু মুবারকে লাগাইয়া বলিতেন যে, উহার সৃষ্টিকাল আল্লাহ্র নিকটবর্তী অর্থাৎ উহা প্রকৃত শিল্পী আল্লাহ্র নূতন শিল্প নৈপূণ্য।

আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতের দ্বিবিধ কারণ ঃ প্রথম, মানবের প্রতি পরম করুণাময় আল্লাহ্র ইহলৌকিক ও পারলৌকিক দানের কারণে মহব্বত; দ্বিতীয়, কেবল আল্লাহ্র জন্যই আল্লাহ্কে ভালবাসা। কোন বস্তু বা উদ্দেশ্যের সহিত উহার আদৌ কোন সংশ্রব নাই। ইহা অতি উচ্চ স্তরের মহব্বত। এই গ্রন্থের পরিত্রাণ খণ্ডে 'মহব্বত' অধ্যায়ে ইহার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইবে। মোট কথা, ঈমানের বল অনুপাতে আল্লাহ্র মহব্বত প্রবল হইয়া থাকে। ঈমান যত বলবান হইবে মহব্বতও ততই প্রবল ও প্রগাঢ় হইয়া উঠিবে। তৎপর ইহা আল্লাহ্র প্রিয়জনের মধ্যে সঞ্চারিত হইবে। স্বার্থ ও উপকারের কারণে ভালবাসার উদ্রেক হইলে পূর্বকালীন নবী ও ওলীগণের প্রতি কাহারও ভালবাসা জন্মিত না। অথচ তাঁহাদের প্রতি ভালবাসা সকল মুসলমানের অন্তরেই রহিয়াছে। সুতরাং ধর্মপথের দিশারী আলিম, সূফী, সংসারবিরাগী এবং তাঁহাদের খাদিম ও বন্ধুগণের প্রতি যে ভালবাসা জন্মে, তাহা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে বলিতে হইবে। কিন্তু আল্লাহ্র রাস্তায় মান-সম্ভ্রম ও ধন-দৌলত উৎসর্গ করার পরিমাণ দ্বারাই তাঁহার প্রতি মহব্বতের পরিমাণ নির্ণয় করা চলে। কাহারও ঈমান ও মহব্বত এত প্রবল যে, তিনি নিজের যথাসর্বস্ব একবারেই আল্লাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করিয়া দিয়া থাকেন। যেমন হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার যথাসর্বস্ব

একবারেই আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিয়াছিলেন। আবার কেহ এইরূপও হইয়া থাকেন যে, তাঁহার অর্ধেক ধন-সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করেন। যেমন, হযরত উমর (রা) এইরূপ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ অল্প ধন-সম্পদই আল্লাহ্র রাস্তায় দান করিয়া থাকে। অল্পই হউক আর অধিকই হউক, কোন মুসলমানের হৃদয়ই এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা হইতে একবারে মুক্ত থাকিবে না।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শত্রুতার পরিচয় ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে তাঁহার আজ্ঞানুবর্তী বান্দাগণকে ভালবাসিবে সে স্বতঃ কাফির, জালিম, গুনাহ্গার ও ফাসিকদিগকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিবে। কারণ কেহ, কাহাকেও ভালবাসিলে সে বন্ধুর-বন্ধুকেও বন্ধু ও শত্রুকে শত্রুরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং কাফির, জালিম, গুনাহ্গার ও ফাসিকগণ আল্লাহ্র শত্রু। কোন মুসলমান ফাসিক (পাপী) হইলে মুসলমান হওয়ার কারণে তাহাকে ভালবাসিতে হইবে এবং পাপের কারণে তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এইরূপ স্থলে ভালবাসা ও অসন্তুষ্টি একত্রে মিলিত হইবে। যেমন, এক ব্যক্তি এক পুত্রকে পুরস্কার প্রদান করিল কিন্তু অপর পুত্রকে কিছুই দিল না। এইরূপ ক্ষেত্রে বুঝিতে হইবে, এক কারণে সে এক পুত্রকে ভালবাসে এবং অন্য এক কারণে সে অপর পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট; ইহা অসম্ভব নহে। কারণ, যেমন এক ব্যক্তির তিন পুত্র আছে। তন্মধ্যে একজন বুদ্ধিমান পিতৃভক্ত; দ্বিতীয়জন বোকা ও পিতার অবাধ্য এবং তৃতীয় জন নির্বোধ কিন্তু পিতৃভক্ত। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি প্রথম পুত্রকে ভালবাসিবে, দ্বিতীয় পুত্রের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে এবং তৃতীয় পুত্রকে পিতৃভক্ত হওয়ার জন্য ভালবাসিবে ও নির্বুদ্ধিতার দরুন তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট থাকিবে। আচার-ব্যবহারে ইহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেননা সে প্রথম পুত্রকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিবে। দ্বিতীয় পুত্রকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিবে এবং তৃতীয় পুত্রের কিছুটা স্নেহ ও কিছুটা অবজ্ঞার চোখে দেখিবে।

ফলকথা, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করে, তৎপ্রতি তোমার এইরূপভাব পোষণ করা কর্তব্য যে, যেন সে তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে এবং বিরুদ্ধাচরণের পরিমাণ অনুযায়ী তুমিও তাহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিয়া থাক। আবার আল্লাহ্র প্রতি তাহার বাধ্যতা ও আনুগত্যের পরিমাণ অনুযায়ী তাহাকে ভালবাসিতে হইবে যেন উহার প্রতিক্রিয়া পরস্পর আচার-ব্যবহার, কাজ-কারবার, সঙ্গ-সাহচর্য এবং কথাবার্তায় প্রকাশ পায়। এমনকি পাপীর সংসর্গে তুমি যাইবে না এবং তাহার সঙ্গে কর্কশ ভাষা ব্যবহার করিবে। আর তাহার পাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকিলে তাহা হইতে বহুদূরে থাকিবে এবং তাহার পাপ সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে তাহার সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিয়া তাহা হইতে অন্যদিকে মুখ ফিরাইবে। অত্যাচারীর সাহিত পাপী অপেক্ষা অধিক রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু

www.BANGLAKITAB.com

যে ব্যক্তি কেবল তোমার উপর অত্যাচার করিয়াছে তাহাকে ক্ষমা করা ও অত্যাচার সহ্য করিয়া যাওয়া উত্তম। এ সম্বন্ধে প্রাচীন বুযর্গগণের বিভিন্নরূপ অভ্যাস ছিল। কেহ কেহ ধর্মীয় বন্ধনও শরীয়তের শাসন দৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে পাপী ও অত্যাচারীর প্রতি খুব কড়া ব্যবহার করিতেন এবং হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) তাহাদের অন্যতম।

হারিস মজামী দর্শন-শাস্ত্রে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে মুতাযিলা সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদের খণ্ডন করা হইয়াছে। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদসমূহ প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) উক্ত গ্রন্থকারের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তৎপর যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন। হয়ত কেহ এই ভ্রান্ত মতবাদগুলি পাঠ করিবে এবং উহা তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া পড়িবে। হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুঈন বলিলেন ঃ কাহারও নিকট আমি কিছু প্রত্যাশা করি না। কিন্তু বাদশাহ আমাকে কিছু দান করিলে আমি তাহা গ্রহণ করিব। ইহাতে হযরত ইমাম সাহেব (র) তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন; এমনকি তাঁহার সহিত কথাবার্তা বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি তখন হযরত ইমাম সাহেব (র)-র নিকট ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন ঃ আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। হযরত ইমাম সাহেব (র) বলিলেন ঃ হালাল জীবিকা ভোগ করা ধর্মের বিধান। কিন্তু ধর্ম-বিষয়ে ঠাট্টা করা সঙ্গত নহে।

কেহ কেহ আবার সর্বপ্রকার পাপীকেই দয়ার চোখে দেখিতেন। কিন্তু এইরূপ দয়ার নিয়্যত সর্বদা পরিবর্তনশীল। কারণ, তাওহীদের প্রতি যাঁহার লক্ষ্য, তিনি আল্লাহ্‌র প্রবল প্রতাপান্বিত কবলে সকলকেই অস্থির অবস্থায় দেখিতে পান এবং সকলকেই দয়ার চোখে দেখিয়া থাকেন। এইরূপ মনোভাব খুব বড় কথা। কিন্তু নির্বোধ লোকদের ইহাতে ধোকায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ, এমন লোকও আছে, যে অপরের পাপ ও উৎপীড়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান না করিয়া অম্লান বদনে সহ্য করিয়া যায়। কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তি ইহাকে তাওহীদের প্রভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অথচ তাওহীদের লক্ষণ এই যে, কেহ প্রহার করিলে, ধন-সম্পদ কাড়িয়া লইলে, অপমান করিলে অথবা গালি দিলে ক্রোধের সঞ্চার হয় না; বরং তিনি মনে করেন যে, সমস্তই আল্লাহ্‌র তরফ হইতে ঘটিতেছে এবং উহাতে মানুষের কোন হাত নাই। অতএব কাহারও প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া তিনি তাহাদিগকে দয়ার চোখে দেখিয়া থাকেন। যেমন কাফিরগণ উহুদের যুদ্ধে যখন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দান্দান (দাঁত) মুবারক প্রস্তরাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং ফলে তাঁহার নূরাণী চেহারা মুবারক রক্তাপ্লুত হইয়া যায়। তখন তিনি তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হইয়া এই দু'আ করিতে লাগিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

ইয়া আল্লাহ্! আমার কওমকে হিদায়ত কর। কারণ, নিশ্চয়ই তাহারা অজ্ঞান।

কিন্তু এমন যদি হয় যে, নিজের প্রতি অত্যাচার হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে এবং আল্লাহ্‌র নাফরমানী করিলে নীরব থাকে, তবে ইহা ধর্ম-বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের অভাব, কপটতা ও বোকামি বলিয়া গণ্য হইবে। ইহা তাওহীদের লক্ষণ নহে। সুতরাং যাহার উপর তাওহীদ তত প্রবল হইয়া উঠে নাই এবং সে পাপীকে পাপের দরুন অন্তরে শত্রু জ্ঞান করে না, ইহা তাহার ঈমানের দুর্বলতা ও পাপীর সহিত তাহার বন্ধুত্বের প্রমাণ। যেমন, কেহ তোমার বন্ধুকে মন্দ বলিলে তুমি যদি ইহাতে ক্রুদ্ধ না হও তবে বুঝা যাইবে যে, তোমার বন্ধুত্ব খাঁটি নহে।

আল্লাহ্‌র শত্রুর শ্রেণী বিভাগ ঃ আল্লাহ্‌র শত্রুগণ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। সুতরাং তাহাদের প্রতি ক্রোধ পোষণ ও কঠোরতা অবলম্বনেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

প্রথম শ্রেণী ঃ কাফিরগণ এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিগ্রহে রত কাফিরদের প্রতি শত্রুতা স্বতঃই ফরয। তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে। অথবা বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ যিম্মী অর্থাৎ জান-মালের নিরাপত্তার প্রতিদানে জিযিয়া কর দান করত ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের আশ্রয়ে বসবাসকারী অমুসলমানগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তাহাদের সহিতও শত্রুতা ফরয। তাহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যেন তাহারা গুনাহর পাত্র হইয়া থাকে এবং সম্মান না পায় ও তাহাদের জীবনযাত্রা সংকীর্ণ করিয়া রাখিবে। তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা মাকরূহ তাহরীমা। এমনকি হারাম হওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। এই সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ–

যাহারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আপনি তাহাদিগকে সে সমস্ত লোকের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে দেখিবেন না যাহারা আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের বিরোধী।

যিম্মীদের উপর নির্ভর করা তাহাদিগকে মুসলমানের উপর শাসক ও বিচারকরূপে নিযুক্ত করা কবীরা গুনাহ্ এবং এইরূপ করিলে ইসলামের অবমাননা করা হয়।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ বিদআতীলোক যাহারা মানুষকে শরীয়ত বহির্ভূত নূতন নূতন কার্যের প্রতি আহ্বান করে তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের সহিতও শত্রুতা

www.BANGLAKITAB.com

প্রকাশ করা আবশ্যক যেন লোকের মনে তাহাদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয়। তাহাদিগকে সালাম না দেওয়া, তাহাদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলা এবং তাহাদের সালামের জওয়াব না দেওয়াই উত্তম। কারণ, তাহারা বিদআতের প্রতি আহ্বান করিলে লোকে যদি ঐদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তবে বিদ্আতের পাপ সমাজে বিস্তার লাভ করিবে এবং ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হইবে। কিন্তু বিদআতী ব্যক্তি সাধারণ লোক হইলে এবং সে অপরকে বিদআতের দিকে আহ্বান না করিলে তাহার প্রতি তদ্রূপ কার্য করা অতি সহজ।

চতুর্থ শ্রেণী ঃ এমন পাপী যাহাদের পাপের দরুন মানবের দুঃখ-কষ্ট হইয়া থাকে তাহারা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন— অত্যচার, মিথ্যা সাক্ষ্য গ্রহণ ও পক্ষপাতিত্ব করিয়া বিচার করা; কাহারো কুৎসা রটনা করা, পরনিন্দা করা। মানুষের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ বাধাইয়া দেওয়া। এই শ্রেণীর পাপীদিগ হইতে বিমুখ থাকা এবং তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা করা অতি উত্তম কার্য। তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করা ঘৃণ্য কার্য এবং একেবারে হারাম করা হয় নাই। কারণ তাহা হইলে সমাজে বাস করা কষ্টকর হইত।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ মদ্যপায়ী ও পাপে লিপ্ত এমন লোকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যাহাদের পাপের দরুন অপর লোকের কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট হয় না। এমন লোকের সহিত আচরণ অধিকতর সহজ। সংশোধনের আশা থাকিলে এমন লোকের সহিত নম্র ব্যবহার করা এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করা উত্তম। অন্যথায় তাহাদিগ হইতে বিমুখ থাকাই উত্তম। কিন্তু তাহাদের সালামের জওয়াব দেওয়া উচিত এবং তাহাদিগকে অভিশাপ দেওয়া সঙ্গত নহে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় এক ব্যক্তি কয়েকবার মদ্য পান করে। এই জন্য তাহাকে যথাবিহিত শাস্তি প্রদান করা হয়। এক সাহাবী (রা) তাহাকে অভিশাপ করিয়া বলিলেন ঃ তাহার ফাসাদ আর কতদিন চলিবে ? রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে অভিশাপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন ঃ শয়তান তাহার শত্রুতার জন্য যথেষ্ট; তুমিও শয়তানের সাহায্যকারী হইও না।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বন্ধুত্বের যোগ্যতা ও বন্ধুর প্রতি কর্তব্য ঃ যোগ্যতা ঃ সকল মানুষই সংসর্গ ও বন্ধুত্বের যোগ্য নহে; বরং সংসর্গ এমন লোকের সহিত রাখা উচিত যাহার মধ্যে তিনটি গুণ আছে।

প্রথম গুণ ঃ বুদ্ধিমত্তা। কারণ, নির্বোধের সংসর্গে কোন কল্যাণের আশা নাই। নির্বোধের সহিত বন্ধুত্ব স্থায়ী হয় না এবং পরিণামে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। কেননা,

নির্বোধ বন্ধুর উপকার করিতে গিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ এমন কাজ করিয়া বসিতে পারে যাহা তাহার অকল্যাণের কারণ হইয়া পড়ে। বুযর্গগণ বলেনঃ নির্বোধ হইতে দূরে থাকা সওয়াব এবং তাহার চেহারা দর্শন করা গুনাহ্। যাহাদের কার্যের হিতাহিত জ্ঞান নাই এবং বলিয়া দিলেও বুঝে না, তাহারাই নির্বোধ।

দ্বিতীয় গুণ ঃ সৎস্বভাব ও সচ্চরিত্রতা। কারণ, অসৎস্বভাবের লোকের সংসর্গে শান্তি লাভের আশা করা যায় না। যখন তাহার অসৎস্বভাব প্রবল হইয়া উঠিবে তখন সে তোমার প্রতি তাহার বন্ধুত্বের সকল কর্তব্য বিনাদ্বিধায় পদদলিত করিয়া ফেলিবে।

তৃতীয় গুণ ঃ সততা ও ধর্মপরায়ণতা। কারণ, যে ব্যক্তি পাপে অদম্য হইয়া পড়িয়াছে, যে আল্লাহ্কে ভয় করে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ভয় করে না তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে। আল্লাহ্ কুরআন শরীফে বলেন ঃ

وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاءُ

"এইরূপ ব্যক্তির অনুসরণ করিবে না যাহার অন্তরকে আমার যিকির হইতে গাফিল করিয়া দিয়াছে এবং যে স্বীয় প্রবৃত্তির অনুগমন করিয়া থাকে। বিদ্আতী লোক হইতে দূরে থাকা উচিত। কারণ, তাহার বিদআতের আপদ অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অধুনা এক শ্রেণীর বিদআতী গজাইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের অপেক্ষা জঘন্য বিদআতী আর নাই। তাহারা বলে ঃ আল্লাহ্র বান্দাগণকে বাধা প্রদান করা এবং তাহাদিগকে পাপ ও দুষ্কর্ম হইতে বিরত রাখার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, কোন লোকের সঙ্গেই আমাদের শত্রুতা নাই এবং তাহাদের উপর আমরা শাসকও নহি। এই উক্তিতে নিজের জন্য সর্ববিধ কার্য জায়েয করিয়া লওয়ার বীজ নিহিত রহিয়াছে এবং ইহা খোদাদ্রোহিতার মূল। আর ইহা জঘন্যতম বিদআত। এইরূপ বিদআতী লোকদের সহিত মেলামেশা করা কখনই সঙ্গত নহে। কারণ, এই শ্রেণীর বিদআত কুপ্রবৃত্তির পরিপোষক। শয়তান ইহার সাহায্য করিয়া ঐ প্রকার মনোভাবকে বেশ ভালভাবে সাজাইয়া তাহাদের সহিত মেলামেশাকারীর অন্তরে বসাইয়া দিবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে স্পষ্ট ইবাহতী (অবৈধ কাজকে বৈধকারী) বানাইয়া দিবে।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক (র) বলেন ঃ পাঁচ প্রকার লোকের সংসর্গ পরিত্যাগ কর। প্রথম ঃ মিথ্যাবাদী। কারণ, তাহার দ্বারা তুমি সর্বদা প্রতারিত হইবে। দ্বিতীয়ঃ নির্বোধ। কেননা, নির্বোধ ব্যক্তি তোমার উপকার করিতে গিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ তোমার অপকার করিয়া ফেলিবে। তৃতীয় ঃ কৃপণ কেননা, কৃপণ নিতান্ত প্রয়োজনকালে তোমার সহিত বন্ধুত্ব বর্জন করিবে। চতুর্থঃ ভীরু। কারণ এইরূপ ব্যক্তি প্রয়োজনের সময় তোমাকে পরিত্যাগ করিবে। পঞ্চম ঃ ফাসিক, কারণ, ফাসিক এক লোক্মার বিনিময়ে কিংবা তদপেক্ষা অল্পমূল্যে তোমাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ এক লোকমা অপেক্ষা অল্প কি? তিনি বলিলেন ঃ এক

www.BANGLAKITAB.com

লোকমা-লাভের আশা। হযরত জুনাইদ (র) বলেন ঃ কুস্বভাবী আলিমের বন্ধুত্ব অপেক্ষা সৎস্বভাবী ফাসিকের বন্ধুত্ব আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।

উপরিউক্ত গুণসমূহ সমষ্টিগতভাবে একই ব্যক্তির মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। অতএব বন্ধুত্বের উদ্দেশ্য কি, বুঝিতে হইবে। কেবল ভালবাসা ও সখ্যতা তোমার উদ্দেশ্য হইলে সচ্চরিত্রবান লোক অন্বেষণ কর। ধর্মীয় কল্যাণ উদ্দেশ্য হইলে পরহিযগার আলিমের অনুসন্ধান কর এবং পার্থিব মঙ্গল উদ্দেশ্য হইলে দানশীল ও দয়ালু ব্যক্তির তালাশ কর। তাহাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন শর্ত আছে।

সমাজে তিন শ্রেণীর লোক আছে। এক প্রকার লোকখাদ্যবস্তুর ন্যায় নিত্য প্রয়োজনীয়। তাহাদের ছাড়া লোকের চলে না। অপর এক শ্রেণীর লোক ঔষধসদৃশ। কোন সময় তাহাদের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ তাহাদের ফাঁদে পড়িয়া যায়। অতএব তাহাদিগ হইতে বাঁচিয়া থাকার জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। মোটকথা এমন লোকের সহিত সংসর্গ রাখা উচিত যাহার দ্বারা তোমার অথবা তোমার দ্বারা তাহার ধর্মীয় কল্যাণ সাধিত হয়।

সংসর্গ ও বন্ধুত্বের কর্তব্য ঃ বিবাহ বন্ধনে যেমন স্ত্রী ও পুরুষের উপর পরস্পর কতকগুলি কর্তব্য আরোপিত হয়, তদ্রূপ ভ্রাতৃত্ব এবং সংসর্গের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হইলেও ভ্রাতৃত্বের উপর কতগুলি কর্তব্য আরোপিত হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দুই ভাইয়ের উদাহরণ এইরূপ দুই হাতের ন্যায় যাহার একটি অপরটিকে ধৌত করিয়া দেয়।

সংসর্গ ও বন্ধুত্বের কর্তব্য দশ শ্রেণীতে বিভক্ত

প্রথম কর্তব্য ঃ ধন-সম্পদের মধ্যে। যাঁহারা ভাই-বন্ধুর হককে অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করেন, এমনকি নিজের অংশও তাহাদিগকে প্রদান করেন তাঁহারা বন্ধুত্বের কর্তব্য আদায়ে সর্বোচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন মদীনার আন্‌সারগণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ–

এবং তাহারা নিজেদের অপেক্ষা (মুহাজিরগণকে)অগ্রবর্তী রাখে যদিও নিজেরা ক্ষুধার্তই থাকুক না কেন।

যাহারা ভাই-বন্ধুকে নিজতুল্য মনে করে এবং স্বীয় ধনকে নিজের ও তাহাদের সকলের ধন বলিয়া মনে করে তাহারা বন্ধুত্বের কর্তব্য সম্পাদনে দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। যাহারা ভাই-বন্ধুকে গোলাম ও খাদিমের ন্যায় মনে করে এবং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু তাহাদিগকে অযাচিতভাবে দান করে, তাহারা সর্বনিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ভাই-বন্ধুগণকে যদি এইরূপ বস্তুই তোমার নিকট হইতে চাহিয়া

লইতে হয় তবে তুমি তাহাদের বন্ধু শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত রহিলে না। কারণ এমতাবস্থায় তোমার অন্তরে বন্ধুর দুঃখ-কষ্টের প্রতি সমবেদনা মোটেই নাই; এই বন্ধুত্ব আন্তরিক নহে, ইহা অভ্যাসজনিত সংসর্গ এবং ইহার কোনই মূল্য নাই।

হযরত উতবাতুল গোলাম (রা)-এর এক বন্ধু ছিলেন। বন্ধু তাঁহাকে একদিন বলিলেন ঃ আমার চারি হাজার দিরহামের প্রয়োজন। তিনি বলিলেন ঃ আইস, দুই হাজার দিরহার গ্রহণ কর। বন্ধু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন ঃ তোমার লজ্জা হয় না ? আল্লাহ্র ওয়াস্তে বন্ধুত্বের দাবী করিতেছ, অথচ পার্থিব ধন-সম্পদকে উহার উপর প্রাধান্য দিতেছ।

এক বাদশাহের নিকট লোকে কতিপয় সূফী ব্যক্তির পরোক্ষ নিন্দা করিল। ফলে এই সমস্ত সূফী ব্যক্তিকে হত্যা করার নির্দেশ হইল। হযরত আবুল হাসান নূরী (র)-ও তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন ঃ সর্বাগ্রে আমাকে হত্যা করুন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি সর্বাগ্রে অগ্রসর হইলেন কেন? তিনি বলিলেন ঃ এ সমস্ত সূফী আমার ভাই-বন্ধু। আমার ইচ্ছা, অন্ততঃ এক মুহূর্তকাল পূর্বে নিজের জীবনের বিনিময়ে মুহূর্তের জন্য তাঁহাদের জীবন রক্ষা করি। বাদশাহ বলিলেন ঃ সুবহানাল্লাহ্! যাঁহারা এরূপ মনুষ্যত্বের অধিকারী তাঁহাদিগকে হত্যা করা দুরস্ত নহে। ইহা বলিয়া তিনি সকলকে মুক্তি দিলেন।

হযরত ফতেহ মুসেলী (র) একদা এক বন্ধুর গৃহে গিয়া দেখিলেন বন্ধু ঘরে নাই। তাঁহার পরিচারিকাকে বলিলেন ঃ তোমার প্রভুর ক্যাশ বাক্সটি আন। পরিচারিকা ইহা উপস্থিত করিলে তিনি আবশ্যক পরিমাণে টাকা-পয়সা উহা হইতে চাহিয়া লইয়া গেলেন। গৃহে ফিরিয়া এই সংবাদ শ্রবণে প্রভু এত আনন্দিত হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ সে দাসীকে আযাদ করিয়া দিলেন।

এক ব্যক্তি হযরত আবূ হুরাইয়া (রা)-এর নিকট গিয়া বলিতে লাগিল ঃ আমি আপনার সহিত বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। তিনি বলিলেন ঃ ভ্রাতৃত্বের কর্তব্য আপনার জানা আছে কি ? আগন্তুক বলিলঃ না। তিনি বলিলেন ঃ ভ্রাতৃত্বের হকসমূহের মধ্যে একটি হক এই যে, তোমার স্বর্ণ-রৌপ্যের উপর তুমি আমা অপেক্ষা বেশী হকদার হইবে না। আগন্তুক বলিলঃ আমি এখনও এই স্তরে উপনীত হই নাই। তিনি বলিলেন ঃ ব্যাস্ তবে সরিয়া পড়। এ কার্য তোমার দ্বারা হইতে পারে না।

হযরত ইব্‌ন উমর (রা) বলেন ঃ এক সাহাবীর নিকট এক ব্যক্তি ভাজ করা গোশ্‌ত প্রেরণ করিল। তিনি বলিলেন ঃ আমার অমুক বন্ধু খুব অভাবগ্রস্ত। তাহাকে দেওয়া উত্তম এবং (এই বলিয়া) গোশ্‌তগুলি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তথায় পৌছিলে তিনি তদ্রূপ উহা তাঁহার অপর এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি আবার তাঁহার অন্য বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। মোটকথা, এইরূপে ঘুরিতে ঘুরিতে

www.BANGLAKITAB.com

গোশ্ত আবার প্রথম বন্ধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

হযরত মাসরূক (র) ও হযরত খুসাইমা (র)-এর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহারা উভয়েই ঋণগ্রস্থ ছিলেন। তাঁহারা একে অন্যের ঋণ গোপনভাবে পরিশোধ করিলেন যে, কোন বন্ধুই তাহা জানিতে পারেন নাই।

বন্ধুত্বের ফযীলত ও দায়িত্ব ঃ হযরত আলী (রা) বলেন ঃ কোন গরীবকে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা কোন বন্ধুর জন্য বিশ দিরহাম ব্যয় করাকে আমি উৎকৃষ্টতর মনে করি। রাসূলুল্লাহ (সা) অরণ্য হইতে দুইটি মিস্ওয়াক কাটিয়া লইলেন। তন্মধ্যে একটি ছিল বাঁকা ও অপরটি সোজা। তাঁহার সঙ্গে এক সাহাবীকে সোজা মিস্ওয়াকটি দিয়া দিলেন এবং নিজে বাঁকাটি রাখিলেন। সাহাবী নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই মিসওয়াকটি ভাল। ইহা আপনার নিজের জন্য রাখুন। তিনি বলিলেন ঃ কেহ কাহারও সহিত ক্ষণকাল সঙ্গদান করিলেও কিয়ামত দিবসে জিজ্ঞাসা করা হইবে, সাহচর্যের হক আদায় করা হইয়াছে, না নষ্ট করা হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এই উক্তিতে এইদিকে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অপরের উপকার করা বন্ধুত্বের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ পরস্পর দুই বন্ধুর মধ্যে যে ব্যক্তি অপরকে অধিক দয়া ও সাহায্য করে আল্লাহ্ তাহাকে অধিক ভালবাসেন।

দ্বিতীয় কর্তব্য ঃ সর্বাবস্থায় অভিলাষ ও প্রার্থনা করিবার পূর্বেই সন্তুষ্ট চিত্তে বন্ধুর সাহায্য করা। প্রাচীন কালের বুযর্গগণের এইরূপ অভ্যাস ছিল যে, তাঁহারা প্রত্যহ বন্ধুগণের দ্বারে গমনপূর্বক গৃহবাসিগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন ঃ আপনারা কি করিতেছেন ? লাকড়ী, আটা, তৈল, লবণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস গৃহে মওজুদ আছে কিনা ? তাঁহারা ভ্রাতৃ-বন্ধুগণের কার্যকে নিজেদের কার্যের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাদের কোন কার্য করিতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ ধর্ম-ভ্রাতা আমার নিকট স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক প্রিয় কারণ, তাহারা ধর্ম স্মরণ করাইয়া দেয় এবং স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। হযরত আতা (র) বলেন ঃ তিন দিন পর পর স্বীয় বন্ধুগণের খোঁজ-খবর লও। বন্ধু পীড়িত থাকিলে সেবা কর। কোন কার্যে লিপ্ত থাকিলে সাহায্য কর এবং আল্লাহ্র যিকির হইতে অসতর্ক থাকিলে স্মরণ করাইয়া দাও। হযরত জাফর ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ শত্রু আমা হইতে নির্লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি তাহার অভাব মোচনে অতি তাড়াতাড়ি করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় বন্ধুদের জন্য আমার কি করা উচিত! প্রাচীনকালের জনৈক বুযর্গ স্বীয় বন্ধুর মৃত্যুর পর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তাঁহার পরিবারবর্গের সেবা করিয়া বন্ধুত্বের কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

তৃতীয় কর্তব্য ঃ ভাই-বন্ধুগণের সহিত প্রিয়বাক্য বলা এবং তাহাদের দোষ-ত্রুটি গোপন করা। বন্ধুর পশ্চাতে কেহ তাহাকে অন্যায় বলিলে ইহার যথাযথ উত্তর দিবে এবং মনে করিবে, বন্ধু অন্তরালে থাকিয়া সব শুনিতেছে। বন্ধু সর্বদা তোমার পশ্চাতে থাকুক, ইহা তুমি যেমন কামনা কর, তুমিও তদ্রূপ তাহার পশ্চাতে থাকিবে। চালাকি করিবে না। বন্ধু কিছু বলিলে তাহা মানিয়া লইবে, কোনরূপ প্রতিবাদ করিবে না। তাহার গোপন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। এমনকি বন্ধুত্ব ভঙ্গ হইয়া গেলেও প্রকাশ করিবে না। বন্ধুর গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়া মন্দ স্বভাবের পরিচায়ক। তাহার স্ত্রী, সন্তানাদি ও বন্ধু-বান্ধবের নিন্দা করিবে না। কেহ তাহার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করিলে উহা তাহার নিকট বলিবে না। কারণ, বলিলে তুমি তাহাকে কষ্ট দিলে। কিন্তু লোক বন্ধুর প্রশংসা করিলে ইহা তাহার নিকট গোপন করিবে না। কেননা বন্ধুর প্রশংসা গোপন করা তাহার প্রতি হিংসার প্রমাণ। বন্ধু তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে তজ্জন্য কোনরূপ অভিযোগ না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবে এবং আল্লাহ্র ইবাদতে স্বীয় দোষ-ত্রুটি স্মরণ করিবে। তাহা হইলে তোমার নিকট কেহ অপরাধ করিলে ইহাকে বিস্ময়কর বলিয়া মনে করিবে না এবং ইহাও বুঝিবে যে, সংসারে নির্দোষ ও ত্রুটিহীন মানুষ কখনই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। একেবারে নির্দোষ ব্যক্তির সঙ্গলাভ করিতে চাহিলে মানব সমাজ ছাড়িয়া দিতে হইবে। হাদীস শরীফে আছে যে, মু'মিন ব্যক্তি সর্বদা অপরের ত্রুটির পশ্চাতে কোন উপযুক্ত ওযর (কারণ) আছে বলিয়া মনে করে। আর মুনাফিক সর্বদা অপরের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করিতে থাকে।

বন্ধুর একটি উপকারের বিনিময়ে তাহার দশটি ত্রুটি গোপন করিয়া রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ অসৎ বন্ধু হইতে (আল্লাহ্র সমীপে) আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত। কারণ, দোষ-ত্রুটি দেখিলে সে প্রকাশ করিয়া দেয় এবং কোন ভাল আচরণ দেখিলে উহা গোপন করিয়া রাখে। বন্ধুর কোন অপরাধ ক্ষমার যোগ্য হইলে তাহা ক্ষমা করিয়া দিবে এবং তাহার প্রতি ভাল ধারণা পোষণ করিবে। কারণ কাহারও প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ মু'মিনগণের চারি বস্তু অপরের উপর হারাম করিয়াছেন--ধন, প্রাণ মান-মর্যাদা ও কুধারণা পোষণ।

হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ তোমরা সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে কি মনে কর যে, তাহার নিদ্রিত ভ্রাতার গুপ্ত অঙ্গ হইতে কাপড় সরাইয়া তাহাকে উলঙ্গ করিতে থাকে ? লোকে বলিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহাকে কে সঙ্গত মনে করিবে ? তিনি বলিলেন ঃ তোমরাই বরং মনে করিয়া থাক। কারণ, তোমরা তোমাদের ভাই-বন্ধুদের ত্রুটি প্রকাশ করিয়া থাক যেন অপর লোকে উহা জানিতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com

বুযর্গগণ বলেন ঃ কাহারও সহিত তুমি বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা করিলে প্রথমে তাহাকে ক্রোধান্বিত করিয়া গোপনে তাহার নিকট লোক পাঠাও, যে তথায় তোমার আলোচনা করিবে। ইহাতে ঐ ব্যক্তি যদি তোমাদের কোন গোপন কথা প্রকাশ করে তবে বুঝিবে সে বন্ধুত্ব স্থাপনের উপযোগী নহে। বুযর্গগণ আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ন্যায় তোমার গোপন কথা জানিয়াও অপরের নিকট প্রকাশ করে না, তাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। এক ব্যক্তি তাহার এক বন্ধুর নিকট নিজের কোন গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করত ঃ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আমি যাহা বলিলাম তাহা তোমার স্মরণ আছে কি ? সে ব্যক্তি বলিলঃ না, ভুলিয়া গিয়াছি। বুযর্গগণ বলেন ঃ যে ব্যক্তি চারি অবস্থায় তোমার বন্ধুত্ব ভুলিয়া যায় সে বন্ধুত্বের উপযোগী নহে ঃ (১) আনন্দের সময়, (২) ক্রোধের সময়, (৩) লোভের সময় এবং (৪) প্রবৃত্তির তাড়নার সময়, এই চারি সময়ে বন্ধুত্বের কর্তব্য ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে।

হযরত আব্বাস (রা) স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রা)-কে বলেন ঃ আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রা) তোমাকে স্বীয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রবীণগণের উপর তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন, সাধারণ পাঁচটি উপদেশ স্মরণ রাখিওঃ (১) তাঁহার গোপন তথ্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, (২) তাঁহার সম্মুখে কাহারও গীবত করিও না, (৩) তাঁহার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিও না, (৪) তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিও না, (৫) তোমা কর্তৃক কোন বিশ্বাষঘাতকতার কার্য যেন তিনি কখনও দেখিতে না পান।

বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদ করা অপেক্ষা অপর কিছুই বন্ধুত্বের পক্ষে এত অধিক ক্ষতিজনক নহে। বন্ধুর কোন কথায় প্রতিবাদ করিলে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তুমি যেন তাহাকে নির্বোধ ও মুর্খ এবং নিজেকে বুদ্ধিমান ও মহাজ্ঞানী মনে করিয়া তাহার প্রতি অহংকার ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছ। এইগুলি শত্রুতার নিদর্শন, বন্ধুত্বের পরিচায়ক নহে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, ঃ তোমরা আপন ভ্রাতার কোন কথায় প্রতিবাদ করিও না। তাহাকে বিদ্রূপ করিও না, তাহার সহিত কোন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিও না।

বুযর্গগণ বলেন ঃ তুমি তোমার বন্ধুকে 'চল' বলিলে সে যদি জিজ্ঞাসা করে, কত দূর এবং কোথায় যাইতে হইবে; তবে সে বন্ধুত্বের উপযোগী নহে। তাহার উচিত অন্য কিছুই না বলিয়া তোমার সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করা। হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (র) বলেন ঃ আমার এক বন্ধু ছিলেন। যাহাকিছু তাঁহার নিকট চাহিতাম তাহাই তিনি দিয়া দিতেন। একবার তাঁহার নিকট বলিলাম, অমুক বস্তু আমার প্রয়োজন আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'কতটুকু প্রয়োজন?' ইহার পর আমার অন্তর হইতে তাঁহার বন্ধুত্বের আস্বাদ হ্রাস পাইতে লাগিল।

মোটকথা, বন্ধুর কথা ও কার্যের সহিত যথাসম্ভব ঐক্য ও আনুকুল্য রক্ষা করিয়া চলিতে পারিলেই বন্ধুত্ব স্থায়ী থাকে।

চতুর্থ কর্তব্য ঃ কথায় বন্ধুর প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা প্রকাশ করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ–

তোমাদের মধ্যে কেহ কাহাকে ভালবাসিলে তাহাকে উহা জানাইয়া দাও।

তিনি এই উদ্দেশ্যে ইহা বলিয়াছেন যে, বন্ধু উহা জানিতে পারিলে তাহার হৃদয়েও ভালবাসা জন্মিবে। এমতবস্থায় বন্ধুর প্রতি ঐ ব্যক্তির ভালবাসা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। সকল অবস্থাতেই বন্ধুর খোঁজ-খবর লইবে, সুখ-দুঃখে তাহার অংশীদার হইবে। বন্ধুকে সম্বোধন করিতে হইলে উত্তম নামে সম্বোধন করিবে। তাহার কোন উপাধি বা পদবী থাকিলে ইহা ধরিয়া ডাকিবে। সম্ভবত ঃ এই উপাধি তাহার খুব প্রিয় হইয়া থাকিবে।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ বন্ধুর বন্ধুত্ব ত্রিবিধ কারণে দৃঢ় হইয়া থাকে। (১) প্রিয় নামে সম্বোধন করিলে, (২) দর্শনমাত্র নিজে তাহাকে প্রথমে সালাম করিলে, (৩) আগে বন্ধুকে বসাইয়া পরে নিজে বসিবে। এতদ্ব্যতীত বন্ধুর অগোচরে তাহার পছন্দনীয় প্রশংসাবাদ করিবে। এইরূপে তাহার স্ত্রী, সন্তানাদি এবং তাহার আত্মীয়-স্বজনেরও প্রশংসা করিবে। এইরূপ ব্যবহার বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হইয়া থাকে। আর বন্ধুকৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় বন্ধুর সদিচ্ছার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে সৎকার্যের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিবে না।

বন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাহাকে সাহায্য করা আবশ্যক। কেহ তাহার দোষারোপ করিলে উহা খণ্ডন করা উচিত। বন্ধুকে নিজের ন্যায় মনে করিবে। তোমার সম্মুখে তোমার বন্ধুকে অপর লোকে মন্দ বলিলে যদি তুমি কিছুই না বল তবে যেন লোকে তাঁহাকে প্রহার করিতে দেখিয়া তুমি তাহাকে সাহায্য না করিয়া নীরব হইয়া রহিলে। বরং প্রহার যন্ত্রণা অপেক্ষা বাক্যাঘাত অধিক যন্ত্রণাদায়ক।

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেনঃ বন্ধুর অগোচরে আমার সম্মুখে কেহ তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে আমি মনে করি, তিনি যেন উপস্থিত থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছেন এবং তিনি উপস্থিত থাকিলে যেরূপ উত্তর দিতাম আমি তদ্রুপ উত্তরই দিয়া থাকি।

হযরত আবু দারদা (রা) একস্থানে দুইটি আবদ্ধ বলদকে শায়িত দেখিলেন। কিন্তু ইহাদের একটি যখন উঠিয়া দাঁড়াইল তখন অপরটিও উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহাতে তিনি অভিভূত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেনঃ ধর্ম-ভাই-বন্ধুগণও এইরূপ

www.BANGLAKITAB.com

হইয়া থাকে (একজন দাঁড়াইলে অপরজনও দাঁড়ায় এবং একজন চলিতে আরম্ভ করিলে অপরজনও চলে)। দাঁড়ানো ও গমনে একে অন্যের অনুবর্তী হয়।

পঞ্চম কর্তব্য ঃ বন্ধুর প্রয়োজনীয় দীনী ইল্‌ম (ধর্ম বিদ্যা) তাহাকে শিক্ষা দেওয়া। কারণ, দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট হইতে রক্ষা করা অপেক্ষা তাহাকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা করা বহুগুণে শ্রেয়। ইল্‌ম শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী আমল না করিলে তাহাকে উপদেশ দিবে এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করিবে। কিন্তু নির্জনে উপদেশ দিবে। ইহাতে বন্ধুর প্রতি তোমার অনুগ্রহ প্রমাণিত হইবে। কারণ, লোক-সম্মুখে উপদেশ দিলে বন্ধু লজ্জা পাইবে। মিষ্ট ভাষায় উপদেশ দিবে, শক্ত কথায় নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

اَلْمُؤْمِنُ مِرْاٰةُ الْمُؤْمِنِ-

এক মু'মিন অপর মু'মিনের দর্পণস্বরূপ।

এই হাদীসের মর্ম এই যে, স্বীয় দোষ-ত্রুটি একে অপরের নিকট হইতে জানিয়া লইবে। বন্ধু যদি অনুগ্রহপূর্বক তোমার দোষ-ত্রুটি নির্জনে তোমাকে জানাইয়া দেয় তবে এই অনুগ্রহের জন্য তাহার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, অসন্তুষ্ট হওয়া কখনই সঙ্গত নহে। ইহার উদাহরণ এইরূপ-যেমন কোন ব্যক্তি তোমাকে জানাইয়া দিল যে, তোমার কাপড়ে সাপ অথবা বিচ্ছু রহিয়াছে। এমতাবস্থায় তাহার প্রতি তুমি অসন্তুষ্ট হইবে না, বরং যে উপকার সে করিয়াছে তজ্জন্য তাহার প্রতি তুমি কৃতজ্ঞ থাকিবে।

সমুদয় মন্দ স্বভাব মানুষের মধ্যে সাপ-বিচ্ছু সদৃশ। এই সমস্তের দংশন যন্ত্রণা কবরে আত্মার উপরে প্রকাশ পাইবে। উহাদের দংশন দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছুর দংশন হইতে বহুগুণে অধিক যন্ত্রণাদায়ক হইবে। কারণ, দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছুর দংশন দেহের উপর হইয়া থাকে। হযরত উমর (রা) বলেনঃ আল্লাহ্‌র রহমত তাহার উপর বর্ষিত হউক যিনি আমার দোষ-ত্রুটি আমার সম্মুখে উপহারস্বরূপ তুলিয়া ধরেন।

হযরত উমর (রা), হযরত সালমান (রা) নিকট আগমন করিলেন। তিনি বলিলেন ঃ ভাই-সালমান! সত্য সত্য বলুন, অপছন্দনীয় কোন্ কোন্ বিষয় আমার মধ্যে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন। হযরত সালমান (রা) বলিলেন ঃ এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ আপনাকে অবশ্যই বলিতে হইবে। তিনি অত্যাধিক পীড়াপীড়ি করার পর হযরত সালমান (রা) বলিলেন ঃ আমি শুনিয়াছি, এক ওয়াক্তে আপনার দস্তরখানে দুই প্রকার খাদ্য আনীত হয় এবং আপনার দুইটি পিরহান আছে, একটি দিবাভাগে ও অপরটি রাত্রিকালে ব্যবহারের জন্য। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ এই দুইয়ের কোনটিই সত্য নহে। আর কিছু শুনিয়াছেন কি? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ না।

হযরত হুযাইফা মারআশী (র) হযরত আস্‌বাত (রা)-কে পত্রযোগে জানাইলেন ঃ আমি শুনিলাম, তুমি নিজের ধর্মকে দুই হাব্বার বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছ। অর্থাৎ তুমি বাজারে কোন বস্তু ক্রয় করিতে চাহিলে বিক্রেতা উহার মূল্য এক দাঙ্গা দাবি করিয়াছিল। কিন্তু তুমি উহা দুই হাব্বার বিনিময়ে চাহিয়াছিলে। বিক্রেতা তোমাকে চিনিত বলিয়া দুই হাব্বাতেই তোমাকে দিয়া দিল। তোমার ধার্মিকতা ও পরহিযগারীর কারণে অনুগ্রহ করতঃ অল্প মূল্যে সে জিনিসটি তোমাকে দিল। মোহের আবরণ মস্তক হইতে খুলিয়া ফেল এবং মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও।

যে ব্যক্তি কুরআন শরীফ পাঠ ও ধর্ম-বিদ্যা অর্জন করতঃ দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, আমার আশংকা হয় সে আল্লাহ্‌র কালাম লইয়া উপহাস করিতেছে।

উপদেশদাতার প্রতি যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞ হয়, বুঝা যায় যে, তাহার হৃদয়ে ধর্মের প্রতি অনুরাগ আছে। আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে বলেন ঃ

وَلٰكِنْ لَّا تُحِبُّوْنَ النَّاصِحِيْنَ-

আর কিন্তু তোমার উপদেষ্টাগণকে ভালবাস না।

যে ব্যক্তি উপদেষ্টাগণকে ভালবাসে না, এইজন্য অহংকার, আত্মাভিমান তাহার ধর্ম ও বুদ্ধির উপর প্রবল হইয়া উঠে। মানুষ যখন নিজের দোষ-ত্রুটি মোটেই বুঝে না তখনই এইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু নিজের দোষ-ত্রুটি বুঝিলে তাহাকে আকারে-ইঙ্গিতে উপদেশ দেওয়া উচিত, স্পষ্ট ভাষায় লোক সম্মুখে উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। আর বন্ধু যে অপরাধ কেবল তোমার নিকট করিয়াছে তাহা গোপন রাখা ও তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ সাজিয়া থাকাই উত্তম। কিন্তু এইরূপ অপরাধ গোপন রাখার শর্ত এই যে, বন্ধু হইতে তোমার মন যেন ফিরিয়া না যায়। আর যদি একান্ত ফিরিয়া যায় তথাপি বন্ধুর প্রতি তাহার অগোচরে অসন্তুষ্ট হওয়া বন্ধু-বিচ্ছেদ অপেক্ষা শ্রেয়। কিন্তু ঝগড়া-বিবাদ এবং বাক-বিতণ্ডার আশংকা থাকিলে বিচ্ছেদই শ্রেয়। উক্ত অবস্থায় বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে, ভাই-বন্ধুদের দুর্ব্যবহারের কষ্ট সহ্য করিলে নিজের স্বভাব সংশোধিত হইবে, সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখিলে পার্থিব উপকার হইবে, এইরূপ উদ্দেশ্য থাকা উচিত নহে।

হযরত আবূ বকর কাত্তানী (র) বলেন ঃ আমার এক বন্ধু ছিলেন ঃ তাঁহার ব্যবহারে আমার মনে কষ্ট ছিল। মনের এই কষ্ট যেন দূরীভূত হয় এই জন্য তাহাকে কিছু দান করিলাম, কিন্তু কোন ফল হইল না। অবশেষে তাহার হস্ত ধারণপূর্বক একদিন তাঁহাকে আমার গৃহে লইয়া আসিলাম এবং বলিলাম ঃ আপনার পায়ের তালু আমার মুখমণ্ডলের উপর স্থাপন করুন। তিনি বলিলেন ঃ ইহা কখনই হইতে পারে না। আমি বলিলাম ঃ আপনাকে অবশ্যই ইহা করিতে হইবে; বিনা কারণেই করিতে

www.BANGLAKITAB.com

হইবে। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি বাধ্য হইয়া স্বীয় পায়ের তালু আমার মুখের উপর স্থাপন করিলেন। ইহাতে আমার মনের সেই কষ্ট দূরীভূত হইল।

হযরত আবূ আলী রিবাতী (র) বলেন ঃ একবার আমি হযরত আবদুল্লাহ্ রাযীর সঙ্গীরূপে সফরে বাহির হইলাম। তিনি বলিলেন ঃ সফরে সরদার কে হইবে? আমি-না তুমি? আমি বলিলাম আপনি হইবেন। তিনি বলিলেন ঃ তাহা হইলে আমি যাহা বলিব তাহাই তোমাকে মানিতে হইবে। আমি বলিলাম ঃ আপনার নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া লইব। তৎপর তিনি একটি পেট্‌রা চাহিলেন এবং তাহা আনিয়া উপস্থিত করিলাম। তিনি আমাদের পাথেয় দ্রব্য, কাপড়-চোপড় সমস্ত উহাতে পুরিয়া স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং যাত্রাপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিয়া বলিলাম, গাঠুরিঠা আমার নিকট দিন, আপনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনিলেন না এবং বলিলেন ঃ তুমি তাবেদার (আজ্ঞাবহ), সরদারের উপর তাবেদারের হুকুম চালাইবার অধিকার নাই। সফরে একবার সারারাত্রি বৃষ্টি হইতেছিল। তিনি আমার মাথার উপরে একখানি কম্বল ধরিয়া সারারাত্রি দণ্ডায়মান রহিলেন। যেন আমার শরীরে বৃষ্টির পানি পড়িতে না পারে। আমি কোন কথা বলিতে গেলেই তিনি বলিতেন ঃ মনে রাখিও আমি সরদার তুমি তাবেদার। আমি মনে মনে বলিতে লাগিলাম ঃ হায়! তাঁহাকে যদি আমি সরদার না বানাইতাম।

ষষ্ঠ কর্তব্য ঃ বন্ধুর ত্রুটি ক্ষমা করা। বুযর্গগণ বলেন ঃ তোমার কোন বন্ধু তোমার নিকট কোন অপরাধ করিলে উহা হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য তাহার পক্ষের সত্তর প্রকার ওযর তুমি নিজের মন হইতে উপস্থিত করিবে। ইহাতেও যদি তোমার মন তাহাকে ক্ষমা করিতে প্রস্তুত না হয় তবে স্বীয় মনকে বলিবে, তোর স্বভাব অত্যন্ত মন্দ এবং তুই নিতান্ত নীচ বংশজাত। তোর বন্ধু সত্তর ওযর পেশ করিল, তবুও তুই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিস না। সেই অপরাধ পাপজনক হইয়া থাকিলে উহা বর্জনের জন্য তাহাকে নম্রভাবে উপদেশ দিবে। এইরূপ অপরাধ সে পুনরায় না করিলে তুমি তাহার প্রতি এমন ভাব দেখাইবে যে, তুমি যেন সেই সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও অবগত নও। কিন্তু বারবার সেই অপরাধ করিতে থাকিলে তুমিও তাহাকে উপদেশ দিতে থাকিবে। বারবার উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও কোন ফল না হইলে এমতাবস্থায় কর্তব্য সম্বন্ধে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর মধ্যে মতভেদ আছে। হযরত আবু যর (রা) বলেন যে, এমতাবস্থায় বন্ধুত্ব ছিন্ন করা উচিত। কারণ, প্রথমে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই বন্ধুত্ব ছিন্ন করা আবশ্যক। হযরত আবু দারদা (রা) প্রমুখ কতিপয় সাহাবী বলেন যে, তেমন অবস্থায়ও বন্ধুত্ব ছিন্ন করা সমীচীন নহে। কারণ, আশা করা যায় যে, সে ঐ গুনাহ্ পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু এমন ব্যক্তির সহিত প্রারম্ভেই বন্ধুত্ব স্থাপন না করা

উচিত ছিল। একবার বন্ধুত্ব স্থাপন করতঃ উহা ছিন্ন করা সমীচিন নহে। হযরত নখঈ (র) বলেন, পাপের কারণে বন্ধুকে পরিত্যাগ করিও না। কারণ, হয়ত আজ সে পাপ করিতেছে, কাল করিবে না। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, আলিমের দোষকে উপেক্ষা কর। তাহার প্রতি আস্থা হারাইও না এবং তাহার সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করিও না। আশা করা যায় যে, তদ্রূপ পাপ হইতে তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

কথিত আছে, প্রাচীনকালের দুই বুযর্গের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব ছিল। তাহাদের একজন কামপ্রবৃত্তির তাড়নায় কাহারও প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন এবং স্বীয় বন্ধুকে বলিলেন ঃ আমার হৃদয় প্রণয় রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তুমি ইচ্ছা করিলে ভ্রাতৃত্ব বর্জন এবং বন্ধুত্ব ছিন্ন করিতে পার। বন্ধু বলিলেন ঃ আল্লাহ্ করুন, একটি মাত্র পাপের কারণে আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করিব! লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্, এক প্রণয় রোগের দরুন ভালবাসার সম্পর্ক কর্তন করিব। বরং তিনি দৃঢ়তার সহিত শপথ করিলেন যে, যতদিন পর্যন্ত সর্ব রোগের নিরাময় কর্তা আল্লাহ্ তাহার বন্ধুর প্রণয় রোগ আরোগ্য না করেন ততদিন তিনি পানাহার করিবেন না; সম্পূর্ণ উপবাস থাকিবেন। চল্লিশ দিন তিনি কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করিলেন না। তৎপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এখন আপনার অবস্থা কেমন? বন্ধু উত্তর করিলেন ঃ সেই একই অবস্থা, একই রকম বেদনা হা- হুতাশ। তিনি তৎপর পানাহার না করিয়া দিন দিন কৃশ হইতে কৃশতর হইতে লাগিলেন ঃ অনন্তর বন্ধু যখন তাহাকে জানাইলেন যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাহার প্রণয় রোগ দূরীভূত হইয়াছে তখন তিনি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিলেন এবং পানাহার করিলেন।

এক ব্যক্তিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার বন্ধু ধর্ম পথ ত্যাগ করতঃ পাপে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আপনি তাহার সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করেন না কেন? তিনি উত্তর দিলেন ঃ আজ তাহার বন্ধুর নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, তিনি ধ্বংসের পথে চলিয়াছেন। এমতাবস্থায় আমি তাহাকে বর্জন করিব কিরূপে? বরং ইহাই তাহাকে সাহায্য কবিবার প্রকৃষ্ট সময়। সদয় উপদেশ প্রদানে তাহাকে দোযখ হইতে রক্ষা করা কর্তব্য।

কথিত আছে, বনী ইসরাঈল বংশের দুই ব্যক্তি পরস্পর বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এক পাহাড়ে ইবাদত করিতেন। একদা কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের জন্য তাঁহাদের একজন বাজারে গমন করেন। তথায় তাঁহার দৃষ্টি অকস্মাৎ এক কুলটা রমণীর প্রতি পতিত হওয়ায় তাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তথায়ই রহিয়া গেলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন অপর বন্ধু তাহার খোঁজে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঘটনা শ্রবণ করতঃ তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কুলটা রমণীর প্রেমাসক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হইয়া বলিলেন ঃ তুমি কে? আমি তোমাকে চিনি না। তিনি বলিলেন ঃ প্রিয় ভ্রাতাঃ উদ্বিগ্ন হইও না। অদ্যকার ন্যায় এত

www.BANGLAKITAB.com

ভালবাসা তোমার প্রতি ইতঃপূর্বে কখনই ছিল না। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করতঃ চুম্বন করিলেন। ইহাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, বন্ধুর অনুগ্রহ দৃষ্টি হইতে তিনি তখনও বঞ্চিত হন নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি তওবা করিলেন। এবং বন্ধুর সহিত চলিয়া গেলেন।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, হযরত আবু যর (রা) মত অর্থাৎ পাপাসক্ত বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব ছিন্ন করা নিরাপত্তার নিকটবর্তী হইতে হযরত আবু দরদা (রা) মত অর্থাৎ তওবা করতঃ সৎপথে প্রত্যাবর্তনের আশায় পাপাসক্ত বন্ধুর বন্ধুত্ব ছিন্ন না করা অধিকতর ফিকাহ্ শাস্ত্রসম্মত ও অধিকতর সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রসূত। কারণ, বন্ধুর সহানুভূতি অবশেষে পাপাসক্ত ব্যক্তির তওবার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। অপর পক্ষে পাপ- পংকিলে লিপ্ত হইয়া মানব যখন আত্ম সংশোধনে অক্ষম ও অপারগ হইয়া পড়ে তখনই তাহার ধর্মবন্ধুর সাহায্য ও সহানুভূতির সর্বাধিক প্রয়োজন। সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করা যায় কিরূপে ?

বন্ধুত্ব স্থাপনের পর পাপাসক্ত হইয়া পড়িলে বন্ধুত্ব বর্জন না করা ফিকাহ্ শাস্ত্রসম্মত বলার কারণ এই যে, উভয়ের স্থাপিত বন্ধুত্ব আত্মীয়তার বিধানের অন্তর্ভুক্ত। পাপের কারণে আত্মীয়তা ছিন্ন করা দুরস্ত নহে। এই জন্য আল্লাহ্ বলেন ঃ

فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىٌْ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ-

যদি আত্মীয়-স্বজন তোমার প্রতি নাফরমানী করে তবে বলিয়া দাও, আমি তোমার কার্যের প্রতি অসন্তুষ্ট।

এ স্থলে নাফরমানের প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার জন্য আল্লাহ্ বলেন নাই।

হযরত আবু দারদা (রা)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার ভ্রাতা পাপ করে। আপনি তাহাকে দুশমন বলিয়া গণ্য করেন না কেন ? তিনি বলিলেন ঃ আমি তাহার পাপের প্রতি তো অসন্তুষ্ট। কিন্তু সে আমার ভাই (তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারি কিরূপে ?)

পাপাচারী ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন না করাই উচিত। কারণ, বন্ধুত্ব স্থাপন করতঃ ইহা ছিন্ন করা প্রতারণা (খেয়ানত) কিন্তু বন্ধুত্ব স্থাপন না করা প্রতারণা নহে। আর বন্ধুত্ব ছিন্ন করিলে বন্ধুত্ব স্থাপনের পর যে অধিকার প্রাপ্য হইয়াছিল তাহা লংঘন করা হয়। সমস্ত আলিমই এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

তোমার বন্ধু তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়াই উত্তম। অপরাধ করিয়া সে যদি দোষ-স্খলণের জন্য কারণ দর্শায় এবং তুমি ইহাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পার তথাপি উহা মানিয়া লইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার ওযর গ্রহণ করে না সে ব্যক্তি রাস্তায় মুসলমানগণের নিকট হইতে খিরাজ আদায়কারীর ন্যায় পাপী (সাধারণত অমুসলমানগণের নিকট হইতে নির্ধারিত হারে যে ভূমিকর আদায় করা হয় তাহাকে খিরাজ বলে)। তিনি আরও বলেন ঃ মুসলমান শীঘ্র অসন্তুষ্ট হয় এবং শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (র) স্বীয় মুরীদকে বলেন ঃ তোমার কোন বন্ধু হইতে কোন অন্যায় আচরণ লক্ষ্য করিলে তাহাকে তিরস্কার করিবে না। তিরস্কার করিলে তুমি হয়ত এমন কথা শুনিবে যাহা সে অন্যায় আচরণ হইতে অধিক পীড়াদায়ক। সেই মুরীদ বলেন ঃ আমি যাচাই করিয়া হযরত পীর সাহেবের উক্ত উপদেশ অনুযায়ী ব্যবহার পাইয়াছি।

সপ্তম কর্তব্য ঃ বন্ধুর জীবদ্দশায় ও তাহার মৃত্যুর পরও তাহার জন্য দু'আ করা। নিজের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্য যেমন দু'আ করিয়া থাক তদ্রূপ তাহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের জন্যও দু'আ করিবে। বস্তুত বন্ধুর জন্য দু'আ প্রকারান্তরে নিজের জন্যই হইয়া থাকে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় ভ্রাতার অগোচরে তাহার মঙ্গলের জন্য দু'আ করিয়া থাকে, ফেরেশতাগণ তাহার মঙ্গলের জন্য ঠিক তদ্রূপ দু'আ করিয়া থাকেন। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, তখন স্বয়ং আল্লাহ্ দু'আকারী বন্ধুকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ আমি প্রথমে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অগোচরে বন্ধুগণের জন্য দু'আ আল্লাহ্ প্রত্যাখ্যান করেন না।

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন ঃ আমি সিজদায় সত্তরজন বন্ধুর নাম করিয়া তাঁহাদের জন্য দু'আ করিয়া থাকি। বুযর্গগণ বলেন ঃ তোমার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণ যখন তোমার পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তি বন্টনে ব্যস্ত থাকে তখন যে তোমার জন্য দু'আ করে এবং পরকালে আল্লাহ্ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, এই আশংকায় যে বিহ্বল থাকে সে ব্যক্তিই তোমার বন্ধু।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মৃত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত পানিতে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় । নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন অবলম্বন পাওয়ার আশায় হাতড়াইয়া থাকে, মৃত ব্যক্তিও তদ্রূপ স্ত্রী-সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধুদের প্রতীক্ষায় থাকে।

আর জীবিতদের দু'আ নূরের পাহাড় হইয়া মৃতের কবরসমূহে পৌঁছিয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নূরের ভাণ্ডে করিয়া দু'আ মৃতদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় এবং বলা হয়, ইহা অমুকের পক্ষ হইতে তোমার নিকট উপহার। জীবিত

www.BANGLAKITAB.com

লোকে উপহার পাইয়া যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, মৃত ব্যক্তিও তদ্রূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

অষ্টম কর্তব্য ঃ বন্ধুত্বের প্রতিদান হক কখনও না ভোলা। বন্ধুত্বের হক না ভোলার অর্থ ইহাও যে, বন্ধুর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন ও তাহার বন্ধুবর্গের খোঁজ–খবর লইতে হইবে।

এক বৃদ্ধা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার অতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন। সমবেত সাহাবায়ে কিরাম (রা) ইহাতে বিস্মিত হইলে হুজুর (সা) বলিলেন ঃ এই মহিলা বিবি খাদীজা (রা)-এর জীবদ্দশায় আমাদের এখানে আসিত।

বন্ধুত্বের কর্তব্য সম্পাদন করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধুর মৃত্যুর পর তাহার পরিবারবর্গ, দাস-দাসী, শিষ্য প্রভৃতি যে সমস্ত লোকের তাহার সহিত সম্পর্ক ছিল, তাহাদের সকলের প্রতি অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখাও বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততার মধ্যে গণ্য। বন্ধুর প্রতি যেরূপ ভালবাসা ও অনুগ্রহ ছিল তাহাদের প্রতি তদপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ করা কর্তব্য। উচ্চ পদ, ধন-দৌলত এমনকি রাজ্যলাভের পরও বন্ধুর প্রতি পূর্ব নম্রতা সৌজন্য প্রদর্শন করা, তাহার সহিত অহংকার না করা এবং সর্বদা বন্ধুত্ব দৃঢ় রাখা ও কোন কারণেই বন্ধুত্ব ছিন্ন না করাকে বন্ধুত্বের হক আদায় করা বলে। কারণ, ভাই-বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান শয়তানের বড় কাজ যেমন আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ

অবশ্যই শয়তান তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দেয়।

অন্যত্র হযরত ইউসুফ (আ) এর উক্তি উদ্বৃত করিয়া পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলেন ঃ

مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِىْ وَبَيْنَ اِخْوَانِىْ

শয়তান আমার ও আমার ভাইগণের মধ্যে বিবাদ বাধাইবার পর...."

বন্ধুর বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে ইহাতে কর্ণপাত না করা এবং যাহারা ঐরূপ বলে তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী মনে করাও বন্ধুর প্রতি বিশ্বস্ততার নিদর্শন। বন্ধুর শত্রুকে ভাল না বাসা; বরং তাহাকেও নিজের শত্রু মনে করা বন্ধুত্বের পরিচয়। কারণ, যে ব্যক্তি বন্ধুর শত্রুকে ভালবাসে তাহার বন্ধুত্ব দুর্বল।

নবম কর্তব্য ঃ বন্ধুত্বের মধ্য হইতে লৌকিকতা উঠাইয়া দেওয়া এবং একাকী যেরূপভাবে থাকিতে অভ্যস্ত, বন্ধুর সহিতও তদ্রূপই থাকা। এক বন্ধু অপর বন্ধুর সহিত আচার-ব্যবহারে সামাজিক শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে বুঝা যাইবে যে, তাহাদের মধ্যে পূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় নাই।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যে বন্ধুর নিকট তোমার ওযর পেশ করিবার ও লৌকিকতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হয়, সেই বন্ধুদের মধ্যে নিকৃষ্টতম। হযরত জুনাইদ (র) বলেন ঃ আমি অনেক বন্ধু দেখিয়াছি। কিন্তু এমন বন্ধুযুগল দেখি নাই যাহাদের একের পদমর্যাদা অপরের বিষণ্নতার কারণ হইয়াছে। তবে তাহাদের কাহারও মধ্যে কোন দোষ-ত্রুটি থাকিলে স্বতন্ত্র কথা। বুযর্গগণ বলেন ঃ দুনিয়াদার লোকের সহিত শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলিবে। আর পরলোক প্রিয় ধর্মপরায়ণ লোকের সহিত ওজনসুলভ এবং আরিফগণের (অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি) সহিত তোমার ইচ্ছানুরূপ আচার-ব্যবহার করিবে। কতিপয় সুফী এই শর্তে একত্রে বাস করিতেন যে, তাহাদের মধ্যে কেহ সর্বদা রোযা রাখিলে বা রোযা না রাখিলে অথবা সারারাত্রি নিদ্রা গেলে বা সারারাত্রি নামায পড়িলে তাহাদের কেহই অপরের নিকট উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন না।

ফলকথা, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের অর্থ অন্তরঙ্গতা এবং যেখানে অন্তরঙ্গতা রহিয়াছে সেখানে লৌকিকতার স্থান নাই।

দশম কর্তব্য ঃ সমস্ত বন্ধুর সম্মুখে নিজেকে সর্বাপেক্ষা অধম বলিয়া মনে করা; তাহাদের নিকট হইতে কোন স্বার্থলাভের আশা না করা। তাহাদের নিকট কোন বিষয় গোপন না করা এবং তাহাদের প্রতি সর্ববিধ কর্তব্য সম্পাদন করিতে থাকা।

হযরত জুনাইদ (র)-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি বারবার বলিতেছিল ঃ আজকাল বন্ধু দুর্লভ। তিনি উত্তর দিলেন ঃ তুমি যদি এমন বন্ধুর অনুসন্ধান কর, যে কেবল তোমার খেদমত করিবে তোমার শোক-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, তবে এমন বন্ধু দুর্লভ বটে। কিন্তু যদি এমন বন্ধু অন্বেষণ কর যাহার খেদমত তুমি করিবে এবং যাহার দুঃখে তুমি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে তবে এমন বন্ধু অনেক আছে।

বুযর্গগণ বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজকে বন্ধুগণের মধ্যে উত্তম মনে করে সে নিজে পাপী হইবে এবং তৎসঙ্গে অপর বন্ধুকেও পাপী করিবে। আর যে ব্যক্তি নিজকে অপর বন্ধুর সমকক্ষ মনে করিবে সে নিজেও মনঃকষ্ট ভোগ করিবে এবং তাহার বন্ধুও মনঃকষ্ট পাইবে। কিন্তু সে নিজকে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিলে সকল বন্ধুই শান্তি ও আরামে থাকিবে। হযরত আবু মুআবিয়াতুল আসওয়াদ (র) বলেন ঃ আমার সকল বন্ধুই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আমাকে প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

সাধারণ মুসলমান, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও দাস-দাসীর প্রতি কর্তব্য ঃ প্রত্যেকের প্রতি কর্তব্য তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতার তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে এবং

www.BANGLAKITAB.com

ঘনিষ্ঠতার বিভিন্ন শ্রেণী অনুযায়ী তাহাদের প্রতি কর্তব্যও বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। আল্লাহ্‌র সহিত বন্ধুত্বের ঘনিষ্ঠতা সর্বাপেক্ষা দৃঢ়তম। এই ঘনিষ্ঠতার কর্তব্যসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। যাহার সহিত বন্ধুত্ব নাই, কেবল ধর্ম সম্পর্ক বিদ্যমান, তাহার প্রতিও কতিপয় কর্তব্য রহিয়াছে।

সাধারণ মুসলমানের প্রতি কর্তব্য

প্রথম কর্তব্য ঃ নিজের নিকট যাহা অপছন্দনীয় তাহা অপর মুসলমানের জন্যও পছন্দ না করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সমগ্র মুসলমান একটি মানব-দেহস্বরূপ। ইহার (দেহের) একটি অঙ্গ ব্যথা পাইলে সমস্ত অঙ্গ ইহা অনুভব করে এবং সমস্ত অঙ্গই ব্যথিত হইয়া থাকে। তিনি অন্যত্র বলেন ঃ যে ব্যক্তি দোযখ হইতে রক্ষা পাইতে চাহে সে যেন কালেমা শাহাদাতের উপর (বিশ্বাস রাখিয়া) মৃত্যুরবণ করে এবং নিজে যেরূপ ব্যবহার অন্যের নিকট হইতে পছন্দ করে না তদ্রূপ ব্যবহার যেন সে নিজে অপরের সহিত না করে। হযরত মূসা (আ) আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আপনার বান্দাগণের মধ্যে বড় সুবিচারক কে? উত্তর হইল ঃ যে ব্যক্তি স্বয়ং নিজের উপর সুবিচার করে।

দ্বিতীয় কর্তব্য ঃ হস্ত ও রসনা দ্বারা অপর মুসলমানকে কষ্ট না দেওয়া। রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে লোকগণ! মুসলমান কে, তোমরা জান কি? তাঁহারা উত্তর করিলেন ঃ আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূল উত্তম জানেন। তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি মুসলমান যাহার হস্ত ও রসনা হইতে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে। লোকে নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কোন্ ব্যক্তি মুমিন? তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি মু'মিন যাহা হইতে অন্যান্য মু'মিন নিজেদের প্রাণ ও ধন সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকিতে পারে। তাঁহারা আবার নিবেদন করিল ঃ মুহাজির কে? তিনি বলিলেন ঃ সেই ব্যক্তি মুহাজির যে মন্দ কার্য পরিত্যাগ করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য স্বীয় চক্ষু দ্বারা এমনভাবে ইশারা করা দুরস্ত নহে, যাহাতে অপর মুসলমান ব্যথা পায় এবং এমন কোন কার্য করাও দুরস্ত নহে যাহার কারণে অপর মুসলমান চিন্তান্বিত ও ভীত হয়। হযরত মুজাহিদ (রা) বলেন যে, দোযখীদিগকে আল্লাহ্ পাঁচড়া রোগে আক্রান্ত করিবেন। তাহারা এত চুলকাইবে যে (তাহাদের মাংস খসিয়া) হাড় বাহির হইয়া পড়িবে। তখন আহ্বানকারী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে ঃ পরিশ্রম ও কষ্ট কিরূপ হইতেছে? তাহারা উত্তর দিবে ঃ অত্যন্ত কঠিন ও ভীষণ। তখন তাহাদিগকে বলা হইবে ঃ তোমরা দুনিয়াতে মুসলমানদিগকে কষ্ট দিতে এই কারণেই তোমাদের এই শাস্তি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমি বেহেশতে এক ব্যক্তিকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে বিচরণ করিতে দেখিলাম।এই আমোদ-প্রমোদের অধিকার তাহার এই কারণে ভাগ্যে

ঘটিয়াছে যে, যেন কাহারও কষ্ট না হয় এইজন্য সে রাস্তা হইতে একটি বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়াছিল।

তৃতীয়ত কর্তব্যঃ কাহারও সহিত অহংকার না করা। কারণ অহংকারকারিগণকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বিনয়ী হওয়ার জন্য আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হইয়াছে যেন কেহই কাহারও উপর অহংকার না করে। এই জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) বিধবাগণ ও মিসকীনদের নিকট গমন করিতেন এবং তাহাদের অভাব পূরণ করিতেন।

ফলকথা, কাহারও প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত নহে। সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র একজন প্রিয়পাত্র। কিন্তু তুমি তাহা জান না। আল্লাহ্ তাহার অনেক প্রিয়পাত্রকে গোপন রাখিয়াছেন যেন লোকজন তাঁহাদের সহিত মেলামেশা করিতে না পারে।

চতুর্থ কর্তব্য ঃ কোন মুসলমান সম্বন্ধে পরোক্ষ নিন্দুকের কথায় কর্ণপাত না করা। কারণ সৎলোকের কথা শ্রবণ করা উচিত। পরোক্ষ নিন্দাকারী ফাসিক। হাদীস শরীফে আছে যে, কোন পরোক্ষ নিন্দাকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করিবে না।

যে ব্যক্তি তোমার সম্মুখে অপরের নিন্দা করে, সে অপর লোকের নিকট তোমারও দুর্ণাম করিবে। পরোক্ষ নিন্দুক হইতে দূরে থাকিবে এবং তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জ্ঞান করিবে।

পঞ্চম কর্তব্য ঃ তিনদিনের অধিক কোন প্রিয়জনের সহিত কথাবার্তা বন্ধ না রাখা। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, তিনদিনের অধিক কোন মুসলমান ভ্রাতার সহিত কথাবার্তা বন্ধ রাখা দুরস্ত নহে। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম দেয় সে ব্যক্তিই উত্তম। হযরত ইক্‌রামা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ হযরত ইউসুফ (আ) কে বলেন ঃ আমি তোমার নাম ও মর্যাদা এই জন্য বৃদ্ধি করিয়াছি যে, তুমি তোমার ভাইদের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিয়াছ। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ তুমি তোমার মুসলমান ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিলে আল্লাহ্ তোমার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিবেন।

ষষ্ঠ কর্তব্য ঃ সৎ-অসৎ সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করা ও তাহাদের উপকার করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ যাহার সহিত সম্ভব হয় সদ্ব্যবহার ও মঙ্গল কর, যদিও সে উহার উপযোগী নহে। কিন্তু তুমি উহা করার উপযোগী। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ ঈমানের পরই সৃষ্টের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করা এবং সৎ-অসৎ নির্বিশেষে সকলের মঙ্গল সাধন করা আসল বুদ্ধিমত্তার কাজ। হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন যে, কোন ব্যক্তি কথা-বার্তা বলার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হস্ত ধারণ করিলে সে ব্যক্তি নিজে হাত ছাড়িবার পূর্বে তিনি তাহার হস্ত ছাড়িতেন না এবং কেহ

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত আলাপ করিলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তাহার দিকে মনোনিবেশ করিতেন ও কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিতেন।

সপ্তম কর্তব্য ঃ বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান ও কনিষ্ঠগণকে স্নেহ করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বয়োজ্যেষ্ঠগণকে সম্মান করে না এবং কনিষ্ঠদিগকে দয়া ও স্নেহ করে না সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ, শুভ্র কেশের প্রতি সম্মান আল্লাহ্র প্রতি সম্মান। তিনি আরও বলেনঃ যে যুবক বয়োজ্যেষ্ঠগণের সম্মান করে, আল্লাহ্ সে যুবকগণকে তাহার বার্ধক্যের সময় তাহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের তওফীক প্রদান করিবেন। ইহা দীর্ঘায়ুর শুভ সংবাদ। বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি যুবকের সম্মান প্রদর্শন প্রমাণ করে যে, সে যুবকও দীর্ঘায়ু লাভ করিবে এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণের প্রতি সে যে সম্মান প্রদর্শন করিত, উহার উত্তম বিনিময় পাইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাহাদের অল্প বয়স্ক ছেলেদিগকে লইয়া তাঁহার খিদমতে হাজির হইতেন। তিনি বালকদিগকে স্বীয় বাহনের উপর উঠাইয়া কাহাকেও সম্মুখে বসাইতেন, কাহাকেও পিছনে বসাইতেন। সম্মুখের বালক গর্ব করিয়া বলিতঃ দেখ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে সম্মুখে বসাইয়াছেন এবং তোমাকে পশ্চাতে বসাইয়াছেন। নামকরণ ও দু'আর জন্য একটি শিশু ছেলেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে হাজির করা হইল। তিনি শিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এরূপ স্থলে যদি কোন শিশু তাহার পবিত্র ক্রোড়ে পেশাব করিতে আরম্ভ করিত, তখন লোকে শোরগোল করিয়া শিশুটিকে তাহার কোল হইতে উঠাইয়া লইতে চাহিলে তিনি তাহাকে বাধা দিয়া বলিতেন ঃ তাঁহাকে এই অবস্থায় থাকিয়া পেশাব করিতে দাও। তাহার পেশাব বন্ধ করিও না। শিশুর অভিভাবকের সম্মুখে তিনি সেই পেশাবযুক্ত কাপড় ধৌত করিতেন না। কারণ, হয়ত সে মনে কষ্ট পাইতে পারে। লোকটি বাহির হইয়া গেলে তিনি উহা ধুইয়া লইতেন। শিশু ছেলে দুগ্ধপোষ্য হইলে তাহার পেশাবযুক্ত বস্ত্র তিনি হালকাভাবে ধৌত করিতেন।

অষ্টম কর্তব্য ঃ সকল মুসলমানের সহিত প্রফুল্ল বদনে সাক্ষাত করা এবং তাহাদের সহিত প্রফুল্ল থাকা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ প্রফুল্লবদন ও সরলচিত্ত ব্যক্তিকে ভালবাসেন। তিনি আরও বলেন ঃ যে নেক কার্যের দরুন পাপ মার্জনা করা হয় উহা সরল ব্যবহার, প্রফুল্লবদন ও মিষ্ট ভাষণ। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, এক গরীব স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া নিবেদন করিলঃ আপনার খেদমতে আমার কিছু বলিবার আছে। হুযূর বলিলেন ঃ এই গলির মধ্যে যেখানে ইচ্ছা বসিয়া পড়, আমিও বসিব। স্ত্রীলোকটি একস্থানে বসিল, হুযূরও বসিলেন। তাহার সকল বক্তব্য শেষ না করা পর্যন্ত তিনি তথায় বসিয়া রহিলেন।

নবম কর্তব্য ঃ কোন মুসলমানের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, তিনটি দোষ যাহার মধ্যে আছে সে ব্যক্তি যদিও নামায পড়ে এবং রোযা রাখে তথাপি সে মুনাফিক। তিনটি দোষ এই ঃ (১) মিথ্যা বলা, (২) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা এবং (৩) আমানত খেয়ানত করা।

দশম কর্তব্য ঃ প্রত্যেককে তাহার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করা। যে ব্যক্তি সমাজে সম্মানিত তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিবে। কোন ব্যক্তিকে আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদে অশ্বে আরোহিত এবং পরিপাটিপূর্ণ অবস্থায় দেখিলে বুঝিতে হইবে, তিনি একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। হযরত আয়েশা (রা) এক সফরে আহারে বসিয়াছেন। এমন সময় এক ফকীর আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে একটি রুটি দিয়া দাও। কিন্তু তখনই এক অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ডাকিয়া বসাইতে বলিলেন। উপস্থিত লোকগণ বলিলেন ঃ আপনি ফকীরকে ত্যাগ করিয়া আমীরকে ডাকিয়া আনিলেন! হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ আল্লাহ্ প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা দান করিয়াছেন। সেই মর্যাদার প্রাপ্য হক পালনের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। ফকীর এক রুটিতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, আমীরের সহিত এইরূপ আচরণ সমীচীন নহে। তাঁহার সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হন। হাদীস শরীফে আছে ঃ কোন সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তি তোমার নিকট আগমন করিলে তাঁহার সম্মান কর।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার শরীফে কোন সম্মানী ব্যক্তি আগমন করিলে তিনি তাঁহাদিগকে নিজের পবিত্র চাদর পাতিয়া বসাইতেন। তাঁহার বৃদ্ধা দুধ মাতা একদা তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নিজের চাদর বিছাইয়া বসিতে দিলেন এবং বলিলেন ঃ মারহাবা, মাতঃ আপনার যাহা ইচ্ছা বলুন, আমি প্রদান করিব। তৎপর গনীমতের মালের যে অংশ তিনি পাইয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পুণ্যশীলা ভাগ্যবতী মহিলা উহা হযরত উসমান (রা)-র নিকট এক লক্ষ দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন।

একাদশ কর্তব্য ঃ মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-মীমাংসা করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন কার্য রোযা, নামায ও সাদ্‌কা হইতে উত্তম, আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব কি ? লোকে নিবেদন করিল ঃ অনুগ্রহপূর্বক বলুন। তিনি বলিলেন ঃ মুসলমানদের মধ্যে (পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ হইলে) মীমাংসা করিয়া দেওয়া। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বসিয়া নিজে নিজে হাসিতে ছিলেন। হযরত উমর (রা) তখন নিবেদন করিলেন ঃ আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হউক, হুযূরের হাসিবার কারণ জানিতে পারি কি ? হুযূর বলিলেন ঃ কিয়ামত দিবস আমার উম্মতের মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি মহাপ্রতাপশালী

www.BANGLAKITAB.com

আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে নতজানু হইয়া থাকিবে। তাহাদের একজন বলিবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! এই ব্যক্তি আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে; ইহার বিচার করুন। বিবাদীকে আল্লাহ্ বলিলেন ঃ তাহার প্রাপ্য দিয়া দাও। সে (বিবাদী) নিবেদন করিবেঃ ইয়া আল্লাহ! আমার সমস্ত পূণ্য তো অন্য দাবীদারগণ লইয়া গিয়াছে। আমার নিকট এখন কিছু নাই। বাদীকে আল্লাহ্ বলিবেন ঃ এখন তুমি কি করিবে ? তাহার নিকট তো কোন নেকী নাই। বাদী বলিবে ঃ আমার গুনাহ্ তাহাকে অর্পণ করুন। তখন বাদীর গুনাহ্ বিবাদীর মাথায় চাপাইয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু ইহাতেও বাদীর প্রাপ্য আদায় হইবে না। এতটুকু বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোদন করিলেন এবং বলিলেন ঃ ইহাই একটি ভীষণ দিন, যখন প্রত্যেকে স্বীয় পাপের বোঝা দূরে সরাইতে চাহিবে (অতঃপর পূর্বের কথা আরম্ভ করিয়া হুযূর বলিলেন) ঃ সেই সময় পরম করুণাময় আল্লাহ্ বলিবেন ঃ মস্তক উত্তোলন কর; বলত তুমি কি দেখিতেছ ? সে নিবেদন করিবে ঃ ইয়া আল্লাহ! রৌপ্যনির্মিত নগর দেখিতেছি। ইহাতে মহামূল্য রত্ন ও মণিমুক্তা খচিত স্বর্ণের প্রাসাদসমূহ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। (ইয়া আল্লাহ্) কোন নবী, শহীদ কিংবা সিদ্দীক কি ইহার অধিকারী ? আল্লাহ্ বলিবেন ঃ যে ব্যক্তি ইহার মূল্য দিবে সেই ইহার মালিক হইবে। বাদী নিবেদন করিবে। ঃ হে বিশ্বপ্রভু! ইহার মূল্য কাহারও পক্ষে দেওয়া সম্ভব ? আল্লাহ্ বলিবেন ঃ তুমি দিতে পার। বাদী বলিবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! কিরূপে দিতে পারি ? উত্তর হইবে ঃ তুমি তোমার এই ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলে ইহার মূল্য দেওয়া হইল। বাদী (আনন্দে) আত্মহারা হইয়া নিবেদন করিবে ঃ হে করুণাময়! আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম। তখন আদেশ হইবে ঃ উঠ ও তাহার হস্ত ধারণ কর এবং তোমরা উভয়ে বেহেশ্তে চলিয়া যাও। এতটুকু বলিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মানুষের মধ্যে পরস্পর সন্ধি করিয়া দাও। কারণ, আল্লাহ্ কিয়ামত দিবস মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি করিয়া দিবেন।

দ্বাদশ কর্তব্য ঃ মুসলমানের সকল ত্রুটি ও গোপনীয় দোষ গোপন রাখা। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি এই জগতে মুসলমানগণের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখিবে, কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তাহার গুনাহ্গুলি গোপন রাখিবেন। হযরত আবূবকর (রা) বলেন ঃ আমি যখন কাহাকেও গ্রেফতার করি, সে চোরই হউক কিংবা শরাব-খোরই হউক, তখন আমি এই আশা পোষণ করিয়া থাকি যে, আল্লাহ্ যেন তাহার অশ্লীল পাপ গোপন রাখেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হে লোকগণ! তোমরা কেবল মুখে কালেমা পড়িয়াছ ঃ এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান আসে নাই। লোকদের গীবত (পরোক্ষ নিন্দা) করিও না, তাহাদের গোপনীয় দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করিও না। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ব্যক্ত করে, আল্লাহ্ তাহার দোষ-ত্রুটি ব্যক্ত করিয়া দেন যাহাতে সে অপদস্ত হয়, যদিও তাহার গৃহে হউক।

হযরত ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমার স্মরণ আছে, যখন সর্বপ্রথম লোকে এক ব্যক্তিকে চুরি কার্যে গ্রেফতার করিয়া তাহার হাত কাটিবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আনয়ন করিল, তখন হুযূরের নূরানী চেহারার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি এই কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছেন ? হুযুর বলিলেন ঃ কেন হইব না ? আপন ভ্রাতার সহিত শত্রুতা সাধনে আমি শয়তানের সাহায্যকারী কেন হইব ? তোমরা যদি চাহ যে, আল্লাহ্ তোমাদিগকে ক্ষমা করেন ও তোমাদের গুনাহ্ গোপন রাখেন এবং মার্জনা করেন তবে তোমরাও লোকের গুনাহ গোপন রাখ। কারণ, বিচারকের সম্মুখে অপরাধী পৌঁছিলে যথাবিহিত দণ্ডবিধান ব্যতীত উপায়ান্তর থাকিবে না। হযরত উমর (রা) এক রজনীতে নগরের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য বাহির হইলেন, এমন সময় তিনি এক গৃহ হইতে গানের আওয়াজ শুনিতে পাইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি ছাদের উপর দিয়া গৃহে প্রবেশ করতঃ দেখিত পাইলেন, জনৈক পুরুষ এক কুলটা রমণীর সহিত মদ্য পান করিতেছে। তখন তিনি বলিলেন হে আল্লাহ্র দুশমন! তুমি ধারণা করিয়াছিলে তোমার এই পাপ আল্লাহ্ গোপন রাখিবেন। তখন সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! তাড়াতাড়ি করিবেন না। আমি যদি একটি পাপ করিয়া থাকি, আপনি কিন্তু তিনটি পাপ করিলেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوْا

"তোমরা পরস্পর দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইও না।"

আপনি অপরের দোষ অনুসন্ধান করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

"তোমরা গৃহের দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ কর।"

কিন্তু আমার গৃহের কপাট বন্ধ দেখিয়া আপনি ছাদের উপর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا–

যতক্ষণ পর্যন্ত গৃহস্বামীর অনুমতি না পাও এবং গৃহের অধিবাসীদিগকে সালাম না কর ততক্ষণ তোমার নিজ গৃহ ভিন্ন অপরের গৃহে প্রবেশ করিও না।

অথচ আপনি বিনা অনুমতিতে আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন এবং সালামও দেন নাই। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ আমি ক্ষমা করিলে তুমি তওবা করিবে কি ? সে

www.BANGLAKITAB.com

নিবেদন করিল ঃ হ্যাঁ, তওবা করিব এবং আর কখনও এমন কাজের নিকটবর্তী হইব না। তিনি ক্ষমা করিলেন এবং সে তওবা করিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কান পাতিয়া কাহারও এমন কথা শ্রবণ করে যাহা তাহাকে ব্যতীত (অপরের নিকট) বলা হইতেছে, কিয়ামত দিবস সীসা গলাইয়া তাহার কানে ঢালিয়া দেওয়া হইবে।

ত্রয়োদশ কর্তব্য ঃ মিথ্যা অপবাদের স্থান হইতে দূরে থাকা যেন মুসলমানের অন্তর তোমার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করা হইতে এবং তাহাদের রসনা তোমার দোষ রটনা হইতে রক্ষা পায়। কেননা, যে ব্যক্তি কোন পাপের কারণ হয় সে সেই পাপের অংশীদার হইয়া পড়ে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় মাতাপিতাকে গালি দেয়, সে কেমন? লোকে নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! এমন কাজ কে করিবে, যে নিজের মাতাপিতাকে গালি দিবে? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি অপর কাহারও মাতাপিতাকে গালি দেয় এবং তদুত্তরে সেই ব্যক্তি তাহার মাতাপিতাকে গালি দেয়, তবে সে যেন নিজের মাতাপিতাকেই গালি দিল। হযরত উমর (রা) বলেন যে, যে স্থানে বসিলে লোকে দোষারোপ করিতে পারে এমন স্থানে বসিলে যদি তোমার প্রতি কেহ মন্দ ধারণা পোষণ করে তবে তাহাকে তিরস্কার করা তোমার জন্য দুরস্ত নহে।

কোন এক রমযান মাসের শেষভাগে একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত সুফিয়া (রা) সহিত মসজিদে আলাপ করিতেছিলেন। এমন সময় তথায় একজন লোক আসিয়া পড়িল। হুযূর (সা) লোকটিকে ডাকিয়া বলিলেনঃ তিনি আমার স্ত্রী। হযরত সুফিয়া (রা) নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! লোকে অপরের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিতে পারে; কিন্তু আপনার প্রতি (মন্দ ধারণা পোষণ) করিতে পারে না। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ শয়তান মানবদেহে এমনভাবে চলাফেরা করিতে পারে যেমন শিরা-উপশিরার রক্ত চলাচল করিয়া থাকে।

হযরত উমর (রা) জনৈকা স্ত্রীলোকের সহিত এক পুরুষকে পথিমধ্যে আলাপ করিতে দেখিয়া তাহাকে দুররা মারিলেন। লোকটি নিবেদন করিলঃ ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! এই মহিলা আমার স্ত্রী। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তবে তুমি এমন স্থানে কেন আলাপ করিতেছ না যেখানে কেহ দেখিতে না পায়?

চতুর্দশ কর্তব্য ঃ পদমর্যাদাশীল ও ক্ষমতাবান হইলে অপরের জন্য সুপারিশ করিতে দ্বিধা না করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ তোমাদের কেহ আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিলে আমার ইচ্ছা হয় তৎক্ষণাৎ দিয়া দেই। কিন্তু এইজন্য বিলম্ব করিয়া থাকি যে, তোমাদের মধ্যে কেহ তজ্জন্য সুপারিশ করিয়া উহার বিনিময় প্রাপ্ত হও। অতএব তোমরা সুপারিশ কর এবং সওয়াব অর্জন কর। হুযূর (সা)

আরও বলেন ঃ কোন সদ্‌কা মৌখিক সদ্‌কা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। নিবেদন করা হইল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! মৌখিক সদ্‌কা কি? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ সেই সুপারিশ যাহা কাহারও প্রাণরক্ষা করে, কাহারও উপকার করে অথবা কাহাকেও কষ্ট হইতে রক্ষা করে।

পঞ্চদশ কর্তব্য ঃ কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে কেহ তাহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলে এবং তাহার ধন-সম্পত্তি কিংবা মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে তাহার স্থলবর্তী হইয়া তাহার পক্ষ হইতে প্রতিউত্তর প্রদান করা ও তাহাকে অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে স্থানে কেহ কোন মুসলমানকে গালি দেয় এবং তাহকে অপমান করিবার প্রয়াস পায় সেখানে যে ব্যক্তি উক্ত মুসলমানের সাহায্য করিবে আল্লাহ্ উক্ত সাহায্যকারীকে এমন স্থানে সাহায্য করিবেন, যেখানে সে সাহায্যের জন্য একান্তভাবে মুখাপেক্ষী হইবে। আর কেহ কোন মুসলমানকে অপমান করিতে উদ্যত হইলে যে মুসলমান তাহার সাহায্য করে না আল্লাহ্ এইরূপ ব্যক্তিকে এমন স্থানে অপমানিত ও ধ্বংস করিবেন যে স্থানে সাহায্যের জন্য সে নিতান্ত প্রত্যাশী হইয়া থাকিবে।

ষোড়শ কর্তব্য ঃ ঘটনাচক্রে কোন অসৎ লোকের সংসর্গে আবদ্ধ হইয়া পড়িলে অব্যাহতি হওয়া না পর্যন্ত তাহার সহিত শিষ্টাচার রক্ষা করিয়া চলা এবং সামনাসামনি তাহার সহিত কঠোর ও কর্কশ ব্যবহার না করা।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ—

"--তাহারা ভাল দ্বারা মন্দের প্রতিশোধ করিয়া থাকে।"

আয়াতের তফসীরে সালাম ও ভদ্র ব্যবহার দ্বারা অসত্যের প্রতিদান দেওয়াকে বুঝাইয়াছেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার শরীফে হাযির হওয়ার অনুমতি চাহিল। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহাকে অনুমতি দাও। আর এই লোকটি তাহার কওমের মধ্যে অত্যন্ত অসৎ। সেই ব্যক্তি দরবারে আগমন করিলে হুযূর (সা) তাহার সহিত এমন ব্যবহার করিলেন যাহাতে তাহাকে হুযূরের নিকট খুব মর্যাদাবান বলিয়া আমার মনে হইল। লোকটি বাহির হইয়া গেলে আমি নিবেদন করিলাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি অসৎ লোকটিকে অসৎ বলিয়াও বর্ণনা করিলেন, আবার তাহার এত খাতিরও করিলেন। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ হে আয়েশা (রা)! কিয়ামত দিবস সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে যাহার ক্ষতির আশংকায় লোকে তাহাকে খাতির করিয়া থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, অশ্লীলভাষী লোকদের কটুবাক্য হইতে নিজের মান-সম্ভ্রম রক্ষার জন্য ব্যয় করা হয় তাহা সদ্‌কার মধ্যে গণ্য। হযরত আবূ দারদা (রা) বলেন ঃ এমন অনেক লোক আছে যাহাদের সম্মুখে আমরা প্রফুল্ল বদনে থাকি। কিন্তু আমাদের অন্তর তাহাদিগকে লানত করিতে থাকে।

সপ্তদশ কর্তব্য ঃ দরিদ্রগণের সহিত সঙ্গদান করা ও তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখা এবং আমীরদের সহিত সংসর্গ পরিত্যাগ করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মৃতদের নিকটে বসিও না। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহারা কে ? হুযূর (সা) বলেন ঃ আমীর লোক হযরত সুলাইমান (আ) স্বীয় রাজ্যের যেখানে দরিদ্র লোক দেখিতে পাইতেন সেখানেই তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িতেন এবং বলিতেন ঃ মিসকীন মিসকীনগণের পার্শ্বে বসিল। হযরত ঈসা (আ)-কে 'ইয়া মিসকীন' বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি যত সন্তুষ্ট হইতেন অপর কোন নামেই তত সন্তুষ্ট হইতেন না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) দু'আ করিতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! আমাকে আজীবন মিসকীন রাখিও। যখন আমাকে মৃত্যু দান করিবে, মিসকীন অবস্থায় মৃত্যু দান করিও। আর যখন পুনরুত্থান করিবে, মিসকীনদের সঙ্গে আমাকে পুনরুত্থান করিও। হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিলেনঃ ইয়া আল্লাহ্! কোথায় তোমাকে অন্বেষণ করিব ? উত্তর আসিল ঃ ভগ্নহৃদয় লোকদের নিকট।

অষ্টাদশ কর্তব্য ঃ মুসলমানের মন সন্তুষ্ট করিতে ও তাহাদের অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের অভাব মোচন করিল সে যেন সমস্ত জীবন আল্লাহ্র খেদমত করিল। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের চক্ষু উজ্জ্বল করিবে কিয়ামত দিবস আল্লাহ্ তাহার চক্ষু উজ্জ্বল করিবেন। হুযূর (সা) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি দিবাভাগে বা রাত্রিকালে এক ঘন্টা সময় কোন মুসলমানের অভাব মোচনের জন্য ব্যয় করে, তাহার অভাব মোচন হউক, বা না হউক এই এক ঘণ্টাকাল তাহার জন্য দুই মাস মসজিদে অবস্থানপূর্বক একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতে লিপ্ত থাকা অপেক্ষা উত্তম। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষণ্ন লোককে শান্তি প্রদান করে বা অত্যাচারিত লোককে অত্যাচার হইতে রক্ষা করে, আল্লাহ্ তাহাকে তিয়াত্তরটি ক্ষমা প্রদান করিবেন। হুযূর (সা) বলেন ঃ তোমরা আপন ভাইকে সাহায্য কর; সে অত্যাচারী হউক কিংবা অত্যাচারিত হউক। সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! অত্যাচারী হইলে তাহাকে কিরূপে সাহায্য করিবে ? হুযূর (সা) বলেনঃ কোন মুসলমানের মন সন্তুষ্ট করা অপেক্ষা কোন ইবাদতই আল্লাহ্র নিকট অধিক পছন্দনীয় নহে। হুযূর (সা) বলেন ঃ দুইটি স্বভাব অপেক্ষা নিকৃষ্ট পাপ আর নাই। আল্লাহ্র সহিত শরীক করা এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়া। আর

দুইটি স্বভাব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইবাদত আর নাই-আল্লাহ্র উপর ঈমান আনয়ণ করা এবং মানুষকে আরাম প্রদান করা। হুযূর (সা) বলেন ঃ মুসলমানের ব্যথায় যে ব্যক্তি ব্যথিত না হয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

হযরত ফুযায়ল (র)-কে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া লোকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তিনি বলিলেন ঃ ঐ সকল নিঃস্ব মুসলমানের জন্য আমি ক্রন্দন করিতেছি যাহারা আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে। কিয়ামতের ময়দানে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে-তোমরা অত্যচার করিয়াছিলে কেন ? তখন তাহারা অপদস্থ হইবে এবং তাহাদের কোন ওযর-আপত্তিই গৃহীত হইবে না। হযরত মারূফ কাযী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যহ তিনবার প্রার্থনা করিবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ اَللّٰهُمَّ فَرِّجْ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের অবস্থা ভাল করিয়া দাও। ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতের প্রতি দয়া বর্ষণ কর। ইয়া আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা)-এর উম্মতকে সচ্ছলতা দান কর। -- তাহার নাম আবদালগণের মধ্যে লিখিত হইবে।

উনবিংশ কর্তব্য ঃ কোন মুসলমানের নিকট পৌছামাত্র কথা বলিবার পূর্বে সর্বাগ্রে সালাম মুসাফাহা করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, সালামের পূর্বে কেহ কথা বলিলে সে সালাম না করা পর্যন্ত তাহার উত্তর দিবে না। এক ব্যক্তি সালাম ব্যতীত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি তাহাকে আদেশ করিলেন তুমি বাহির হইয়া যাও এবং সালাম করিয়া পুনরায় প্রবেশ কর।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি আট বৎসর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমত করার পর তিনি আমাকে বলিলেন-হে আনাস! তাহারা ঃ (অর্থাৎ ওযু গোসল) উত্তমরূপে করিও যেন তাহার আয়ু দীর্ঘ হয়। আর কোন মুসলমানের নিকট পৌছামাত্র অগ্রে তাহাকে সালাম কর যেন তোমার সওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং যখন নিজ গৃহে প্রবেশ কর তখন নিজ পরিবারের লোকদিগকে সালাম কর। তাহাতে তোমার গৃহে প্রচুর মঙ্গল হইবে।

একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবার শরীফে উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ সালামুন আলাইকুম। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহার জন্য দশটি সওয়াব লিখিত হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলিল ঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহার জন্য বিশটি সওয়াব লিখিত হইবে। তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া বলিলঃ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ সালামুন আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তাহার জন্য ত্রিশটি সওয়াব লিখিত হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ গৃহে প্রবেশকালে সালাম কর এবং বাহির হওয়ারকালেও সালাম কর। পূর্বের সালাম পরের সালাম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। হুযূর (সা) বলেন ঃ দুই মুসলমান যখন পরস্পর মুসাফাহা করে তখন সত্তরটি রহ্‌মত তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তন্মধ্যে যে ব্যক্তি অধিকতর প্রফুল্লবদনে মিলিত হয় তাহার অংশে উনসত্তরটি রহমত পড়ে। আর যখন দুইজন মুসলমান পরস্পর সালাম করে তখন একশতটি রহমত তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি অগ্রে সালাম করে তাহার ভাগে নব্বইটি এবং যে ব্যক্তি সালামের জওয়াব দেয় তাহার ভাগে দশটি রহমত পড়ে।

বুযর্গগণের হস্ত চুম্বন করা সুন্নত। হযরত আবূ উবায়দা ইব্‌ন জাররাহ (রা) আমীরুল মুমেনীন হযরত উমর ফারুক (রা) হস্ত চুম্বন করিয়াছিলেন। হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম আমরা কোন বন্ধুর নিকট গমন করিলে (তাহার সম্মানার্থে মস্তক অবনত করতঃ) পৃষ্ঠদেশ বাঁকাইব কি ? হুযূর (সা) বলিলেন-না। আমি আবার নিবেদন করিলাম তাহার হস্ত চুম্বন করিব কি ? হুযূর (সা) বলিলেন-না। আবার নিবেদন করিলাম-মুসাফাহা করিব কি ? হুযূর (সা) বলিলেন -হ্যাঁ। কিন্তু কোন প্রাপ্তবয়স্ক বন্ধু বিদেশ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মানার্থে কেহ দণ্ডায়মান হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইতেন না।

হযরত আনাস (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমাদের আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার (সম্মানের) জন্য আমরা দণ্ডায়মান হইতাম না। আমরা জানিতাম এই কার্যে তিনি অসন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু যেখানে দাঁড়াইবার প্রথা হইয়া গিয়াছে, সেখানে সোজা দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শনে কোন ক্ষতি নাই। কাহারও সম্মুখে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান হওয়া নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ লোক তাহার সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া থাকুক আর সে নিজে বসিয়া থাকুক, ইহা যে ব্যক্তি পছন্দ করে, তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন দোযখে নিজের স্থান করিয়া লয়।

বিংশতি কর্তব্য ঃ হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া। হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন--হাঁচিদাতা 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলিবে ও শ্রবণকারী 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলিবে এবং আবার সেই ব্যক্তি (হাঁচিদাতা) 'ইয়ারহামুকাল্লাহ লী ওয়ালাকুম বলিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি হাঁচির পর 'আল্‌হামদুলিল্লাহ' বলিবে না সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' দু'আ পাওয়ার অধিকারী হইবে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাঁচি দিবার আওয়ায দমন করিয়া অনুচ্চস্বর হাঁচিতেন এবং হাঁচির সময় মুখের উপর হাত রাখিতেন। পায়খানা বা প্রস্রাব করিবার সময় কাহারও হাঁচি

আসিলে 'আলহামদু লিল্লাহ' মনে মনে বলিবে। হযরত ইবরাহীম নখঈ (রা) বলেন যে, এই সময় মুখে বলিলেও কোন ক্ষতি নাই।

হযরত কা'বুল আহ্‌বার (র) বলেন যে, হযরত মূসা (আ) নিবেদন করিয়াছিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! তুমি কি নিকটে যে, আস্তে কথা বলিব অথবা তুমি কি দূরে যে, উচ্চস্বরে কথা বলিব ? উত্তর আসিল ঃ যে ব্যক্তি আমাকে স্মরণ করে আমি তাহার সঙ্গে থাকি। তিনি আবার নিবেদন করিলেন ইয়া ইলাহী! আমার বিভিন্ন অবস্থা হইয়া থাকে; যেমন স্ত্রী-সহবাস ও পায়খানা-প্রসাবজনিত অপবিত্রাবস্থা। এমতাবস্থায় তোমাকে স্মরণ করা বে-আদবী। উত্তর আসিল ঃ সকল অবস্থায় আমাকে স্মরণ কর এবং কোনরূপ আশংকা করিও না।

একবিংশতি কর্তব্য ঃ বন্ধু-বান্ধব না হইলেও পরিচিত রুগ্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি রুগ্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করিবে সে বেহেশতে যাইবে এবং তত্ত্বাবধান করিয়া প্রত্যাবর্তনের সময় তাহার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'আ করিবার উদ্দেশ্যে সত্তর হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত হইয়া থাকে।

পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিবার সুন্নত তরীকা এই ঃ স্বীয় হস্ত পীড়িত ব্যক্তির হস্ত বা ললাটের উপর রাখিবে, অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করিবে এবং এই দু'আ পড়িবে।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ – اُعِيْذُكَ بِاللهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الَّذِىْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ – وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ مِّنْ شَرِّ مَا تَجِدُ–

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করিতেছি। তুমি যে কষ্ট অনুভব করিতেছ তাহা হইতে আমি তোমার জন্য একক ও অভাবশূণ্য আল্লাহ্‌র আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, যিনি কাহাকেও জন্ম দেন নাই এবং নিজেও কাহার কর্তৃক জাত নহেন এবং যাহার কোনাই সমকক্ষ নাই।

হযরত উসমান (রা) বলেন যে, একবার তিনি পীড়িত হইলে রাসূলুল্লাহ (সা) কয়েকবার তশরীফ আনয়ন করতঃ উপরি-উক্ত দু'আই পাঠ করিয়াছিলেন, নিম্নলিখিত দু'আ পাঠ করা,

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ–

আমি যে কষ্ট অনুভব করিতেছি তাহা হইতে আল্লাহ্‌র ইযযত ও ক্ষমতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

এবং 'কেমন আছ' বলিয়া কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ না করা পীড়িত ব্যক্তির জন্য সুন্নত।

www.BANGLAKITAB.com

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোন লোক পীড়িত হইলে তাহার উপর আল্লাহ্ দুইজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তাঁহারা লক্ষ্য করেন, কেহ খোঁজ-খবর লইতে আসিলে পীড়িত ব্যক্তি শোকর করে, না অভিযোগ করে। সে যদি শোকর করে এবং বলে 'আল হামদুলিল্লাহ', ভাল আছি তবে আল্লাহ বলেন ঃ এখন আমার প্রতি কর্তব্য এই-যদি আমার বান্দাকে ইহলোক হইতে উঠাইয়া লই, তবে রহমতের সহিত উঠাইয়া লইব এবং বেহেশতে স্থান দিব। আর যদি আরোগ্য দান করি তবে এই পীড়ার কারণে তাহার গুনাহসমূহ ক্ষমা করিয়া দিব। যে রক্ত-মাংস পীড়ার পূর্বে তাহার দেহে ছিল এখন তাহাকে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট রক্ত-মাংস দান করিব।

হযরত আলী (রা) বলেন যে, পেটে বেদনা হইলে স্বীয় স্ত্রীর মোহরের অর্থ হইতে কিছু লইয়া তদ্বারা মধু ক্রয়পূর্বক বৃষ্টির পানিতে মিশাইয়া পান করিলে উক্ত বেদনা আরোগ্য হয়। কারণ আল্লাহ্ বৃষ্টির পানিতে মুবারক, মধুকে রোগ নিরাময়ক এবং স্ত্রীর ক্ষমাকৃত মোহরকে প্রিয় ও সুস্বাদু করিয়াছেন। এই তিন জিনিসের সমন্বয় সাধিত হইলে নিঃসন্দেহে রোগ উপশম হইবে।

ফলকথা, অভিযোগ ও অধৈর্য প্রকাশ না করা এবং পীড়ার কারণে পাপ মোচনের আশা রাখা পীড়িত ব্যক্তির কর্তব্য। ঔষধ সেবনকালে ঔষধের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখিতে হইবে, ঔষধের উপর নহে।

পীড়িত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানের নিয়ম ঃ পীড়িত ব্যক্তির গৃহ-দ্বারে যাইয়া অনুমতি চাহিবে। দরজার সম্মুখে না দাঁড়াইয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইবে। ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিবে। 'হে গোলাম' বলিয়া ডাকাডাকি করিবে না। ভিতর হইতে কেহ 'কে' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে 'আমি' বলিয়া উত্তর দিবে না; (বরং নিজের পরিচয় প্রকাশ করিবে)। 'হে গোলাম', ওহে বয়' ইত্যাদি বলিয়া ডাকাডাকির পরিবর্তে সশব্দে 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলিবে। এই নিয়ম কেবল রোগীর গৃহে প্রবেশকালে প্রতিপাল্য নহে; বরং সর্বত্রই গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া অথবা আগমন-বার্তা জানাইবার জন্য এই নিয়ম পালন করিবে।

রোগীর নিকট অধিকক্ষণ বসিয়া থাকিবে না। রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অধিক প্রশ্ন করিয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে না। রোগ আরোগ্যের জন্য দু'আ করিবে। রোগীকে দেখিয়া নিজে দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছ বলিয়া প্রকাশ করিবে। গৃহের অভ্যন্তরে প্রকোষ্ঠসমূহ ও দেয়ালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না।

দ্বাবিংশ কর্তব্য ঃ জানাযার সহিত গমন করা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি জানাযার সহিত গমন করে সে এক কীরাত সওয়াব পাইয়া থাকে। দাফন করা পর্যন্ত দণ্ডায়মান থাকিলে দুই কীরাত সওয়াব পাওয়া যাইবে এবং প্রত্যেক কিরাত ওহুদ পর্বতের সমান হইবে।

জানাযার সহিত গমনের নিয়ম ঃ জানাযার সহিত গমনকালে নীরব থাকিবে, হাসিবে না। উপদেশ গ্রহণ করিবে, নিজ মৃত্যুর কথা স্মরণ করিবে। হযরত আমাশ (রা) বলেন ঃ যখন আমরা জানাযার অনুগমন করিতাম তখন বুঝিতাম না যে, কাহার নিকট শোক প্রকাশ করিব। কারণ, প্রত্যেককে অন্যজন হইতে অধিক বিষণ্ণ বলিয়া মনে হইত।

কতিপয় লোক এক মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করিতেছিল। ইহা দেখিয়া এক বুযর্গ বলিলেন ঃ নিজের চিন্তা কর। কারণ, মৃত ব্যক্তি তিনটি বিপদ কাটাইয়া গিয়াছে। সে (১) মালাকুল মওতের চেহারা দর্শন করিয়াছে, (২) মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে এবং (৩) অন্তিমকালের ভীতি অতিক্রম করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির পশ্চাতে গমন করে- (১) বন্ধু-বান্ধব, (২) ধন-সম্পদ ও (৩) আমল (কর্ম)। বন্ধু-বান্ধব ও ধন-সম্পদ তো ফিরিয়া আসে, আমল তাহার সঙ্গে থাকিয়া যায়।

ত্রয়োবিংশ কর্তব্য ঃ কবর যিয়ারতে যাওয়া, মৃতদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করা এবং নিজে উপদেশ গ্রহণ করা। চিন্তা করিবে, এই সকল লোক আমার পূর্বে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। আমাকেও অতিসত্বর যাইতে হইবে এবং মাটির নিচে শয়ন করিতে হইবে।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কবরকে অধিক স্মরণ করিবে তাহার কবর বেহেশেতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান হইবে। আর যে ব্যক্তি কবরকে ভুলিয়া যাইবে তাহার কবর দোযখের গহ্বরসমূহের একটি গহ্বর হইবে।

হযরত রাবী' ইব্ন খসীম (র) তাবেঈগণের মধ্যে একজন বুযর্গ ছিলেন। তাহার মাযার তূষ নগরে অবস্থিত। তিনি স্বীয় বাসগৃহে একটি কবর খনন করিয়া লইয়াছিলেন। যখনই আল্লাহ্র স্মরণ হইতে তাঁহার মনে কথঞ্চিত উদাসীনতা উপলব্ধি করিতেন তখনই তিনি কবরে যাইয়া শয়ন করিতেন। কিছুক্ষণ পর বলিতেন ঃ ইয়া ইলাহী! আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে প্রেরণ কর যাহাতে আমি নিজে পাপসমূহের সংশোধন ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইতে পারি। তৎপর কবর হইতে উঠিয়া বলিতেন ঃ হে রাবী'! আল্লাহ্ তোমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠাইয়াছেন। যত্নবান হও সেই সময়ের পূর্বে যখন তুমি আর দুনিয়ায় আগমনের অনুমতি পাইবে না।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কবরস্থানে গমনপূর্বক একটি কবরের নিকট বসিলেন এবং খুব ক্রন্দন করিলেন ঃ আমি হুযূরের নিকট ছিলাম। আমি নিবেদন করিলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি রোদন করেন কেন ? হুযুর (সা) বলিলেন, ইহা আমার আম্মার কবর। আমি তাঁহার কবর যিয়ারত করিতে এবং তাঁহার জন্য ক্ষমা চাহিতে আল্লাহ্র অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আল্লাহ্ কবর যিয়ারতের

www.BANGLAKITAB.com

অনুমতি দিলেন, দু'আর অনুমতি দিলেন না। সন্তানসুলভ ভালবাসা হৃদয়ে উথলিয়া উঠিয়াছে; এইজন্য রোদন করিতেছি।[১]

ইসলামের দৃষ্টিতে এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহা উপরে বর্ণিত হইল। এতদ্ব্যতীত প্রতিবেশীর প্রতি স্বতন্ত্র কর্তব্য রহিয়াছে।

প্রতিবেশীদের প্রতি কর্তব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কোন প্রতিবেশী এমন যাহার মাত্র একটি অধিকার (হক) আছে; এই প্রতিবেশী কাফির। আর কোন প্রতিবেশী এমন যাহার দুইটি অধিকার আছে; এই প্রতিবেশী মুসলমান এবং কোন প্রতিবেশী এইরূপ যে, তাহার তিনটি অধিকার রহিয়াছে। এইরূপও প্রতিবেশী (মুসলমান) আত্মীয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে উপদেশ দিতেন এমনকি পরিশেষে আমি মনে করিতে লাগিলাম যে, প্রতিবেশী আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশীদার হইবে। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনিয়াছে, তাহাকে বলিয়া দাও, সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর সম্মান করে। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে দুইজন পরস্পর অভিযোগকারী কিয়ামত দিবস সর্বপ্রথম (আল্লাহ্‌র দরবারে) উপস্থিত হইবে, তাহারা দুইজন প্রতিবেশী হইবে। হুযূর (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর কুকুরকে ঢিল মারিয়াছে সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিয়াছে।

লোকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আরয করিল ঃ অমুক মহিলা দিবসে (নফল) রোযা রাখে এবং রাত্রিকালে (তাহাজ্জুদ ও নফল) নামায পড়ে। কিন্তু সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ সে দোযখে যাইবে। হুযূর (সা) বলেন ঃ চল্লিশ বাড়ি পর্যন্ত প্রতিবেশীর অধিকার রহিয়াছে। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত ইমাম যুহরী (র) বলেন ঃ নিজ গৃহের সম্মুখের দিকে চল্লিশ ঘর, পশ্চাৎদিকে চল্লিশ ঘর, ডানদিকে চল্লিশ ঘর এবং বামদিকে চল্লিশ ঘর প্রতিবেশী বলিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দিলেই যে তাহার প্রতি কর্তব্য প্রতিপালিত হইল তাহা নহে; বরং তাহাদের সহিত সদ্ব্যবহার, বিপদাপদে সাহায্য এবং উপকার করাও কর্তব্য। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, দরিদ্র প্রতিবেশী কিয়ামত দিবস ধনী ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া করিবে এবং বলিবে ঃ ইয়া আল্লাহ্! তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আমার মঙ্গল করে নাই কেন এবং আমাকে তাহার গৃহে গমন করিতে দেয় নাই কেন।

---

১. ইহা আগের ঘটনা। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রার্থনায় হুযূরের মাতাপিতা উভয়েই ক্ষণিকের জন্য জীবিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরক্ষণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অতএব প্রমাণিত হইল যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌র ক্ষমার পাত্র হইয়াছেন। 'সীরাতে শামী' গ্রন্থে ইহা বর্ণিত আছে। তদুপরি হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মাতাপিতা মু'মিন হওয়ার বিষয় বর্ণনা করিয়া একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

এক ব্যক্তি ইঁদুরের উপদ্রবে নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলঃ তুমি বিড়াল পুষিতেছ না কেন ? তিনি বলিলেন ঃ আমার আশংকা হয় যে, বিড়ালের আওয়াজ শুনিয়া ইঁদুর প্রতিবেশীর গৃহে চলিয়া যাইবে। তাহা হইলে এই হইবে যে, যাহা আমি নিজের জন্য পছন্দ করি না তাহা তাহার জন্য পছন্দ করিলাম।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ প্রতিবেশীর অধিকার কি, তাহা কি তোমরা জান ? (প্রতিবেশীর) অধিকার এই-তোমার নিকট সাহায্য চাহিলে সাহায্য করিবে, ধার চাহিলে ধার দিবে, অভাবগ্রস্ত হইলে অভাব মোচন করিবে, পীড়িত হইলে তত্ত্বাবধান করিবে, প্রাণত্যাগ করিলে তাহার জানাযার সঙ্গে যাইবে। আনন্দে অভিনন্দন এবং দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিবে। তোমার গৃহে দেওয়াল উঁচু করিয়া তাহার বাতাস বন্ধ করিবে না। ফল ক্রয় করিলে তাহাকে পাঠাইয়া দাও। পাঠাইতে না পারিলে গোপন রাখ এবং নিজের সন্তানদিগকে ফল হাতে লইয়া বাহিরে যাইতে দিও না, যেন প্রতিবেশীর ছেলে দুঃখিত না হয়। আর স্বীয় রন্ধনশালায় ধূঁয়া দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না; কিন্তু তাহাকেও যদি খাদ্য প্রেরণ কর (তবে ক্ষতি নাই)।

হুযূর (সা) বলেন ঃ তোমরা কি জান, প্রতিবেশীর অধিকার কি ? সেই আল্লাহ্‌র শপথ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ, প্রতিবেশীর অধিকার সেই ব্যক্তিই প্রদান করিতে পারে যাহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন। এইগুলি প্রতিবেশীরও অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত-নিজ গৃহ হইতে তাহার গৃহের অভ্যন্তরে উঁকি দিয়া লুকাইয়া দেখিবে না, সে তোমার দেওয়ালের উপর কড়িকাঠ স্থাপন করিলে তাহাকে নিষেধ করিও না এবং তাহার নর্দমা বন্ধ করিও না। তোমার গৃহদ্বারের সম্মুখে সে আবর্জনা ফেলিলে তাহার সহিত ঝগড়া করিও না এবং তাহার যে দোষ শ্রবণ কর তাহা গোপন রাখ। মনে কষ্ট হয়, এমন কোন কথা তাহার নিকট বলিবে না; প্রতিবেশীর স্ত্রীলোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; তাহার দাসীদের প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করিবে না। এইগুলি মুসলমানগণের অধিকারসমূহ হইতে স্বতন্ত্র (অর্থাৎ মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর জন্য এই হকসমূহের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখিতে হইবে)। এইগুলি ভালরূপে স্মরণ রাখিও।

হযরত আবূ যর (রা) বলেন ঃ আমার প্রিয় বন্ধু রাসূলে মাকবুল রাসূলুল্লাহ্ (সা) উপদেশ প্রদান করিয়া বলেন যে, যখন তুমি কিছু পাক কর তখন উহাতে অধিক পরিমাণ সুরুয়া রাখ এবং উহা হইতে প্রতিবেশীর অংশ প্রেরণ কর। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুবারক (র)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ প্রতিবেশী আমার চাকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। বিনা প্রমাণে তাহাকে প্রহার করিলে পাপী হইব। আর প্রহার না করিলে প্রতিবেশী অসন্তুষ্ট হইবে। স্থির করিতে পারিতেছি না এমতাবস্থায় কি করিব। উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ অপেক্ষা কর, চাকর এমন কোন অপরাধ করুক, যাহাতে সে শাসনের উপযুক্ত ও দণ্ডনীয় হয়। তৎপর শাসনে একটু বিলম্ব কর যেন প্রতিবেশী

www.BANGLAKITAB.com

আবার তোমার নিকট অভিযোগ করে। তখন চাকরকে শাস্তি দাও যেন উভয়ের প্রতি তোমার কর্তব্য সামাধা হয়।

আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি কর্তব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঘোষণা করেন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি রহমান (দয়ালু) এবং আত্মীয়তা রিহম। আমার নাম হইতে ছাঁটাই করিয়া এই নাম রাখা হইয়াছে। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার হক পালন করে আমি তাহার সহিত মিলিত হই। যে ব্যক্তি আত্মীয়তা ছিন্ন করে আমি তাহার সহিত ভালবাসা ছিন্ন করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের দীর্ঘায়ু ও সচ্ছল জীবিকা আকাংক্ষা করে নিজের আত্মীয়-স্বজনের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে তাহাকে বলিয়া দাও। হুযূর (সা) বলেনঃ কোন ইবাদতের সওয়াবই আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালনের সওয়াব অপেক্ষা অধিক নহে। এমন কি কোন কোন লোক পাপাচারে লিপ্ত থাকে। (কিন্তু) তাহারা যখন আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালন করে ইহার বরকতে তাহাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। হুযূর (সা) বলেন ঃ তোমার সহিত শত্রুতা পোষণ করে এমন আত্মীয়-স্বজনকে যাহা তুমি দান কর তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সদ্‌কা আর কোনটাই নহে।

আত্মীয়-স্বজনের হক প্রতিপালনের অর্থ এই যে, কোন ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি তোমার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে তথাপি তুমি তাহার সহিত মেলামেশা করিবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ইহাই যে, যে ব্যক্তি তোমার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করে তুমি তাহার সহিত মিলিত হইবে এবং যে ব্যক্তি তোমাকে বঞ্চিত করে তাহাকে তুমি দান করিবে, আর যে ব্যক্তি তোমার প্রতি অত্যাচার করে তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে।

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য ঃ মাতাপিতার হক (অধিকার) অতি বিরাট। কারণ, তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা অত্যাধিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ সন্তানকে গোলামরূপে পাইয়া মূল্য গ্রহণে তাহাকে আযাদ করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত কেহই পিতার হক আদায় করিতে পারে না। হুযূর (সা) বলেন ঃ মাতাপিতার সহিত সদ্ব্যবহার, তাহাদের উপকার ও হিত সাধন, নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা, জিহাদ ইত্যাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হুযূর (সা) বলেনঃ লোকে পাঁচশত বৎসরের ব্যবধান হইতে বেহেশতের সুগন্ধ পাইবে। কিন্তু অবাধ্য সন্তান ও আত্মীয়তা ছেদনকারী সুগন্ধ পাইবে না। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ) এর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করিলেন ঃ যে ব্যক্তি মাতাপিতার আনুগত্য স্বীকার করে না, আমি তাহাকে অবাধ্য বলিয়া লিপিবদ্ধ করি।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি মাতাপিতার নামে দান করে তাহার কোন ক্ষতি হয় না। তাহারা উভয়েই সওয়াব পাইয়া থাকে এবং তাহার সওয়াবও কম হয় না। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! আমার মাতাপিতার মৃত্যু হইয়াছে। আমার উপর তাহাদের কি হক

আছে যাহা আমার জন্য পালনীয়? হুযূর (সা) বলেনঃ তাহাদের জন্য নামায পড় এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর তাহাদের প্রতিশ্রুতি ও উপদেশ পালন কর। তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান কর। তাহাদের প্রিয় ব্যক্তিদের সহিত সদ্ব্যবহার (ইহসান) কর। হুযূর (সা) বলেন ঃ মাতার হক পিতার হকের দ্বিগুণ।

সন্তান-সন্ততির প্রতি কর্তব্য ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট নিবেদন করিল ঃ আমি কাহার সহিত ইহসান (ইহসান অর্থ সদ্ব্যবহার, উপকার ও হিত সাধন) করিব? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ মাতাপিতার সহিত। সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ তাঁহারা তো মরিয়া গিয়াছেন। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ সন্তানের সহিত ইহসান কর। কারণ সন্তানেরও পিতার তুল্য হক রহিয়াছে। সন্তানের হকসমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, মন্দ স্বভাবের কারণে তাহাকে অবাধ্য করিয়া তুলিবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় পুত্রকে অবাধ্যতার দিকে পরিচালিত না করে আল্লাহ্ তাহার উপর রহমত বর্ষণ করেন।

হযরত আনাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ ছেলে সাতদিনের হইলে তাহার আকীকা কর ও নাম রাখ এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর। ছয় বৎসরের হইলে আদব শিক্ষা দাও। নয় বৎসরের হইলে তাহার বিছানা পৃথক করিয়া দাও এবং তের বৎসর বয়সের হইলে নামাযের জন্য তাহাকে প্রহার কর। ষোল বৎসর হইলে তাহাকে বিবাহ করাও এবং তাহার হস্তধারণপূর্বক বলিয়া দাও-আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি, তোমাকে লালন-পালন করিয়াছি, তোমাকে বিবাহ করাইয়া দিয়াছি। এখন দুনিয়াতে তোমার ফিত্‌না হইতে এবং আখিরাতে তোমার আযাব হইতে আমি আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

সন্তান-সন্ততির অন্যতম হক এই যে, দান, উপহার এবং স্নেহ-অনুগ্রহ প্রদানে সকলের প্রতি সমতা রক্ষা করিবে। ছোট শিশুকে স্নেহ ও চুম্বন করা সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত হাসান (রা) চুম্বন করিতেন। আকরা ইবনে হাবিস বলেন ঃ আমার দশ পুত্র আছে। আমি কখনও কাহাকেও চুম্বন করি নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দয়া করে না তাহার উপর আল্লাহ্ তা'আলার দয়া অবতীর্ণ হইবে না। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) মিম্বরের উপর ছিলেন এমন সময় হযরত হাসান (রা) পড়িয়া গেলেন। হুযূর (সা) তৎক্ষণাৎ মিম্বর হইতে অবতরণপূর্বক তাঁহাকে উঠাইয়া লইলেন এবং এই আয়াত পাঠ করিলেন—

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ —

নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ব্যতীত কিছুই নহে।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) নামায পড়িতেছিলেন। যখন তিনি সিজদায় গেলেন

www.BANGLAKITAB.com

তখন ইমাম হাসান হুসাইন (রা) হুযূরের পবিত্র স্কন্ধের উপরে পা রাখিলেন। হুযূর (সা)] সিজদায় এত বিলম্ব করিলেন যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা) মনে করিতে লাগিলেন, হয়ত ওহী অবতীর্ণ হইতেছে; এইজন্যই তিনি এত দীর্ঘ সিজদা করিতেছেন। সালাম ফিরাইলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা)! সিজদায় কি ওহী অবতীর্ণ হইয়াছিল? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ না! হুসাইন (রা) আমাকে উট বানাইয়া ছিল। আমি তাহাকে সরাইয়া দিতে চাহিলাম না।

মোটকথা, সন্তান-সন্ততির হক অপেক্ষা মাতাপিতার হকের প্রতি অত্যধিক তাকীদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, তাহাদিগকে সম্মান করা সন্তান-সন্ততির উপর ওয়াজিব। আল্লাহ্ তা'আলা মাতাপিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে তাঁহার নিজের ইবাদতের সঙ্গে বর্ণনা করিয়া বলেন ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا–

আপনার প্রভু চরম নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন যে, তাঁহাকে ছাড়া তোমরা আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং মাতাপিতার সহিত ইহসান করিও।

মাতাপিতার হক এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তজ্জন্য দুইটি বিষয় ওয়াজিব হইয়া পড়িয়াছে। (১) যে খাদ্য সন্দেহযুক্ত, কিন্তু হারাম নহে, মাতাপিতা সন্তানকে তাহা আহার করিতে বলিলে তাঁহাদের আদেশে উহা গ্রহণ করা অধিকাংশ আলিমের মতে সন্তানের প্রতি ওয়াজিব। কারণ, সন্দেহযুক্ত দ্রব্য হইতে পরহিয করা অপেক্ষা মাতাপিতার আদেশ পালন করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা অধিক কর্তব্য। (২) মাতাপিতার অনুমতি ব্যতিত কোন সফর করা উচিত নহে। কিন্তু সফর সন্তানের উপর ফরয হইয়া থাকিলে, যেমন নিজ দেশে উপযুক্ত আলিম বিদ্যমান না থাকিলে নামায, রোযা প্রভৃতি ফরয বিষয়ক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সফর করা আবশ্যক হইয়া পড়িলে, তাঁহাদের বিনা অনুমতিতে সফরে যাওয়া দুরস্ত আছে। হজ্জ ফরয হইলেও মাতাপিতার অনুমতি লইয়া যাওয়াই সঙ্গত। কারণ, উহাতে কিছু বিলম্ব করা জায়েয আছে।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট জিহাদে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলে হুযূর (সা) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তোমার মাতা আছেন কি ? সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ হ্যাঁ। হুযূর (সা) বলেন ঃ তাহার নিকট যাইয়া বস; কেননা তাহার পায়ের নিচে তোমার বেহেশত। এক ব্যক্তি ইয়েমেন হইতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া জিহাদে গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তোমার মাতাপিতা আছেন কি? সে ব্যক্তি বলিল ঃ জি হ্যাঁ, আছেন। হুযূর (সা) বলিলেন ঃ তবে যাও, প্রথমে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ কর। তাঁহারা অনুমতি না দিলে তাঁহাদের নির্দেশ মানিয়া চল। কারণ, তাওহীদের পর কোন নৈকট্য ও ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হক প্রায় পিতার হকের সমান। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, পুত্রের উপর পিতার হক যেরূপ ভ্রাতার উপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হকও তদ্রূপ।

দাস-দাসীর প্রতি কর্তব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ দাস-দাসীদের হক সম্বন্ধে তোমারা আল্লাহ্কে ভয় কর। তোমরা যাহা আহার কর তাহাদিগকেও উহা খাইতে দাও। তোমরা যাহা পরিধান কর তাহাদিগকে তাহা পরিতে দাও। এমন কঠিন কাজের আদেশ তাহাদিগকে দিবে না যাহা তাহারা করিতে অক্ষম। কাজের উপযোগী হইলে তাহাদিগকে রাখ, অন্যথায় বিদায় করিয়া দাও এবং আল্লাহ্র বান্দাগণকে দুঃখে-কষ্টে রাখিও না। কারণ, আল্লাহ্ তাহাদিগকে তোমাদের দাস-দাসী ও অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগকে তাহাদের অধীনস্থ করিতে পারিতেন।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! একদিনের মধ্যে কয়বার দাস-দাসীদের অপরাধ ক্ষমা করিব ? হুযুর (সা) বলিলেন ঃ সত্তরবার। হযরত আহ্নাফ ইব্ন কায়স (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি ধৈর্য কাহার নিকট শিখিলেন ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ কায়স ইব্ন আসেম হইতে শিখিয়াছি। কারণ, একদা তাঁহার দাসী একটি ছাগলের বাচ্চা ভাজিয়া একটি লৌহ শলাকায় গাঁথিয়া লইয়া আসিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার হাত হইতে স্খলিত হইয়া উহা কায়স ইব্ন আসেমের পুত্রের উপর পতিত হইল। ইহাতে শিশুটির মৃত্যু ঘটিল। দাসী ভয়ে বেহুঁশ হইয়া পড়িল। তিনি দাসীকে বলিলেন ঃ শান্ত হও। তোমার কোন দোষ নাই। আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে আমি তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম।

হযরত আওন ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) স্বীয় ভৃত্যকে তাঁহার প্রতি অবাধ্যচরণ করিতে দেখিলে তাঁহাকে বলিতেন ঃ তোমার প্রভু যেমন স্বীয় প্রভু আল্লাহ্র নাফরমানী করিয়া থাকে, তুমিও তাহার সেই অভ্যাস অবলম্বন করতঃ তাহার নাফরমানী করিয়া থাক ? হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা) এক ভৃত্যকে প্রহার করিতেছিলেন, এমন সময় শব্দ আসিল, "হে আবূ মাসউদ!" তৎক্ষণাৎ তিনি সেই দিকে ফিরিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখিতে পাইলেন। হুযূর (সা) বলিতে লাগিলেন ঃ এই গোলামের উপর তোমার যত ক্ষমতা আছে তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার তদপেক্ষা অধিক ক্ষমতা রহিয়াছে।

দাস-দাসীর হকের মধ্যে ইহাই একটি যে, তাহাদিগকে অন্ন, ব্যঞ্জন ও বস্তু হইতে বঞ্চিত করিবে না এবং ঘৃণার চক্ষে দেখিবে না। মনে করিবে, সেও তোমার মতই

www.BANGLAKITAB.com

মানুষ। সে তোমার নিকট কোন অপরাধ করিলে তুমি নিজে আল্লাহ্‌র নিকট যে সকল অপরাধ করিতেছ তাহা স্মরণ ও চিন্তা করিবে। দাস-দাসীর প্রতি তোমার ক্রোধের সঞ্চার হইলে তোমার উপর আল্লাহ্ তা'আলার যে অপ্রতিহত ক্ষমতা রহিয়াছে তাহা স্মরণ করিবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ অধীনস্থ ব্যক্তি যখন কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছে এবং তাহাকে পরিশ্রম হইতে অব্যাহতি দিয়াছে তখন অধীনস্থ ব্যক্তিকে তাহার সহিত বসাইয়া তাহার আহার করা উচিত। এতটুকু করিতে না পারিলে এক লোকমা অন্ন উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনসহ নিজ হস্তে তাহার মুখে তুলিয়া বলিবে ঃ এই লোকমা খাইয়া ফেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

নির্জনবাস

নির্জনবাস অবলম্বন উত্তম কিংবা জনসমাজে আল্লাহ্‌র বান্দাগণের সঙ্গে মিলিয়া-মিশিয়া বাস করা উত্তম, এ বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

হযরত সুফিয়ান সওরী, হযরত ইবরাহীম আদহাম, হযরত দাউদ তায়ী, হযরত ফুযাইল ইব্‌ন আইয়ায, হযরত ইবরাহীম খাওয়ান, হযরত ইউসুফ ইসবাত, হযরত হুযায়ফা মারআশী ও হযরত বিশরে হাফী (র) প্রমুখ অধিকাংশ বুযর্গ এবং মুত্তাকীনের মতে নির্জনবাস জনসমাজে মিলিয়া-মিশিয়া থাকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বাহ্যদর্শী আলিমগণের এক দল বলেন যে, জনসমাজে মিলিয়া -মিশিয়া বাস করাই উত্তম।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ নির্জনবাস অবলম্বনে তোমার নিজের অংশ রক্ষা করিও। হযরত ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন ঃ নির্জনবাস ইবাদত। এক ব্যক্তি হযরত দাউ তায়ী (র)-র নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিল। তিনি বলিলেন ঃ দুনিয়ার মোহ হইতে রোযা রাখ এবং মৃত্যু পর্যন্ত এই রোযা খুলিও না। আর ব্যঘ্র হইতে মানুষ যেরূপ পলায়ন করে তুমিও মানুষ হইতে তদ্রূপ পলায়ন কর।

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ তাওরীত কিতাবে বর্ণিত আছে, অল্পে পরিতৃপ্ত হইলে মানুষ অভাবমুক্ত হইয়া পড়ে; জনসমাজ হইতে দূরে সরিয়া নির্জন বাস অবলম্বন করিলে শান্তি লাভ করে; প্রবৃত্তিকে পদদলিত করিলে মুক্তিলাভ করে; হিংসা-বিদ্বেষ বর্জন করিলে তাহার মনুষত্বের বিকাশ ঘটে; ক্ষণকালের জন্য ধৈর্যাবলম্বন করিলে চিরস্থায়ী সফলতা অর্জিত হয়।

হযরত ওহাব ইব্‌ন ওয়ারদ (র) বলেন ঃ হিকমতের দশটি অংশ। তন্মধ্যে নয়টি তো নীরবতার মধ্যে এবং একটি নির্জনবাসের মধ্যে নিহিত আছে। হযরত রবী ইব্‌ন খসীম (র) ও হযরত ইবরাহীম নখ্‌ঈ (র) বলেন, ইল্‌ম শিক্ষা কর এবং নির্জনবাস অবলম্বন কর। হযরত মালিক ইব্‌ন আনাস (র) ধর্ম-ভ্রাতারগণের সহিত সাক্ষাত, পীড়িতদের খোঁজ-খবর গ্রহণ এবং জানাযার অনুগমনের জন্য গৃহ হইতে বাহিরে আসিতেন তৎপর এইগুলি হইতে এক -একটি করিয়া অবসর গ্রহণ করত ঃ নির্জনবাস অবলম্বন করিলেন। হযরত ফুযায়ল (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার নিকট দিয়া

www.BANGLAKITAB.com

অতিক্রমকালে আমাকে সালাম করে না এবং আমার পীড়ার সময় আমাকে দেখিতে আসে না, আমি তাহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকিব।

হযরত সাআদ ইব্‌ন আবী ওককাস এবং হযরত সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা) দুইজন শ্রেষ্ঠ সাহাবী মদীনা শরীফের নিকটবর্তী আকীক নামক স্থানে বাস করিতেন। কোন কাজ উপলক্ষেই তাঁহারা কোন সম্মেলনে গমন করিতেন না। অবশেষে সেই নির্জনবাসেই তাঁহারা ইন্তিকাল করেন। এক আমীর হযরত আসমা (রা)- কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি ? তিনি বলিলেন ঃ হ্যাঁ। আমীর বলিল ঃ কি প্রয়োজন ? তিনি বলিলেন ঃ প্রয়োজন এই যে, তুমিও আমার সহিত সাক্ষাত করিও না, আমিও তোমার সহিত সাক্ষাত করিব না। এক ব্যক্তি হযরত সহল তসতরী (র)-কে বলিলেন ঃ আমার বাসনা, আমাদের পরস্পর সংসর্গ থাকুক। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আমাদের একজন ইন্তিকাল করিলে অপরজন কাহার সঙ্গে সংসর্গ করিবে ? সেই ব্যক্তি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র সঙ্গে। হযরত সহল অততরী (র) বলিলেন ঃ এখন আল্লাহ্‌রই সঙ্গে সংসর্গ রাখা উচিত। বিবাহ সম্বন্ধে যেরূপ অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ বিধান রহিয়াছে, যেমন কোন অবস্থায় বিবাহ করাই উত্তম, আবার কোন অবস্থায় বিবাহ না করাই উত্তম, তদ্রূপ নির্জনবাস সম্বন্ধেও অবস্থাভেদে বিভিন্ন রূপ বিধান রহিয়াছে। বস্তুতঃ মানুষের অবস্থা অনুসারে বিধানও পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং অবস্থাভেদে কাহারও পক্ষে নির্জনবাস উত্তম, আবার কাহারও পক্ষে জনসমাজে মিলিয়া-মিশিয়া থাকা উত্তম। অতএব নির্জনবাসের উপকারিতা ও অপকারিতা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে বিধান জানা যাইবে না।

নির্জনবাসের উপকারিতা ঃ নির্জনবাসের উপকারিতা ছয়টি ঃ

প্রথম উপকারিতা ঃ আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি নৈপুণ্য সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর। কারণ, আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা এবং তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি নৈপুণ্য, আসমান-যমীনে তাঁহার একচ্ছত্র আধিপত্য সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং ইহলোক ও পরলোকে আল্লাহ্‌র গূঢ় তত্ত্বসমূহ উপলব্ধি করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। বরং মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠতম মর্যাদা এই যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুকে, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত ভুলিয়া তাঁহার যিক্‌র ও ধ্যানে এরূপভাবে নিমগ্ন হইবে যেন তোমার নিকট আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অস্তিত্বই না থাকে। নির্জনবাস ব্যতীত এইরূপ অবস্থা লাভ করা যায় না। কারণ, আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাবতীয় পদার্থ মানুষকে আল্লাহ্‌ হইতে ফিরাইয়া রাখে। বিশেষতঃ সেই ব্যক্তিকে ফিরাইয়া রাখে, মানব সমাজে অবস্থান করিলেও সৃষ্টজগত হইতে বিছিন্ন হইয়া নবী-রাসূল (আ)-গণ এর ন্যায় একমাত্র আল্লাহ্‌কে লইয়া ব্যাপৃত থাকিবার ক্ষমতা যাহার নাই। এইজন্যই রাসূলুল্লাহ্‌ (সা) স্বীয় কর্মের প্রারম্ভে হেরা পর্বতে যাইয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং লোক সমাজের

সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। তৎপর নবুওয়তের জ্যোতি প্রবল হইয়া উঠিল এবং তিনি মরতবায় উপনীত হইলেন যে, দৈহিকরূপে তিনি মানব সমাজে ছিলেন এবং অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্‌র সহিত বিরাজমান থাকিতেন। হযূর (সা) বলেন ঃ আমি কাহাকেও বন্ধুরূপে গ্রহণ করিলে আবূ বকর (রা) কে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু আল্লাহ্‌র মহব্বত (আমার অন্তরে) অপর কাহারও মহব্বতের জন্য একটুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রাখে নাই। অথচ লোকে জানিত যে, প্রত্যেককে তিনি ভালবাসেন। অলীগণও যদি এই মরতবায় উপনীত হন তবে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

হযরত সহল তসতরী (র) বলেন ঃ ত্রিশ বৎসর যাবত আমি আল্লাহ্‌র সহিত কথাবার্তা বলিতেছি এবং লোকে মনে করে, আমি তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া থাকি। এইরূপ অবস্থায় উন্নীত হওয়া মোটেও অসম্ভব নহে। কারণ, কাহারও প্রেমে কেহ মগ্ন হইলে তাহার ভালবাসা এত প্রবল হইয়া উঠে যে, প্রেমিক লোক সমাজে থাকিলেও অন্তরে প্রেমাস্পদের সহিত লিপ্ত থাকার দরুন কাহারও কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে না এবং কাহাকেও সে দেখিতে পায় না। কিন্তু ইহাতে প্রত্যেকেরই গর্ববোধ করা উচিত নহে। কেননা, বহু লোক এমন আছে, লোক সমাজে অবস্থানের কারণে যাহারা আল্লাহ্‌র জ্যোতির্ময় পবিত্র দরবার হইতে বিতাড়িত হইয়া যায়।

এক ব্যক্তি এক ইহুদী দরবেশকে বলিল ঃ নির্জনে ধৈর্য্যবলম্বন করা শ্রেষ্ঠ কাজ বটে। তিনি বলিলেন ঃ আমি একাকী নহি। আমি আল্লাহ্‌র সঙ্গে আছি। যখন তাঁহার সহিত গুপ্ত রহস্যের কথা বলিতে চাই তখন আমি নামায পড়িতে আরম্ভ করি। যখন ইচ্ছা হয় যে, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলুন তখন তওরীত পাঠ করিতে থাকি। লোকে এক বুযর্গকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ নির্জনবাসিগণ নির্জনবাসে কি উপকার লাভ করিল ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র সহিত মহব্বত। লোকে হযরত হাসান বসরী (র)-কে জানাইল যে, এক ব্যক্তি সর্বদা স্তম্ভের আড়ালে থাকে। তিনি বলিলেন ঃ লোকটি আবার আসিলে আমাকে খবর দিও। লোকটির আগমনবার্তা পাইয়া তিনি তাঁহার নিকট গমনপূর্বক বলিলেন ঃ ওহে! তুমি সর্বদা একাকী বসিয়া থাক। মানুষের সহিত মিলামিশা কর না কেন ? লোকটি বলিল ঃ আমি এক বড় কার্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, ইহা আমাকে জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। হযরত হাসান বসরী (র) বলিলেন ঃ তুমি হাসানের নিকট গমন কর না কেন এবং তাহার কথা শুন না কেন ? লোকটি বলিল ঃ সেই কার্য আমাকে হাসান এবং সমস্ত মানুষ হইতে বিরত রাখিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ উহা কি কাজ ? লোকটি বলিল ঃ এমন কোন সময় নাই যখন আল্লাহ্‌ আমাকে নিয়ামত দান করেন না এবং আমি কোন পাপ না করি। সুতরাং আমি সর্বদা তাঁহার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও স্বীয় পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকি। এইজন্য হাসানের সহিতও লিপ্ত হই না, আর লোকদের সহিতও

www.BANGLAKITAB.com

মিলামিশা করি না। অনন্তর হযরত হাসান বসরী (র) বলিলেন ঃ তুমি স্বীয় স্থান পরিত্যাগ করিও না। কারণ, তুমি ফিকাহশাস্ত্রে হাসান অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী।

হযরত হরম ইব্ন হায়্যান (র) হযরত উওয়াইস করণী (রা)-এর নিকট গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কি জন্য আসিয়াছ ? হযরত হরম (র) বলেন ঃ আপনার নিকট কিছু শান্তি পাইব, এই জন্য আসিয়াছি। হযরত উওয়াইস (রা) বলেনঃ আল্লাহ্‌র পরিচয়লাভের পর অপরের নিকট শান্তি পায় এমন কেহ আছে বলিয়া আমি মোটেই জানি না। হযরত ফুযায়ল (র) বলেন ঃ রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে আমার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠে। তখন মনে মনে বলি, ভোর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সহিত নির্জনে উপবিষ্ট থাকিব। তৎপর উষার আলোর প্রকাশিত হইলে আমার হৃদয় বিষাদে ভরিয়া উঠে। তখন আমি মনে মনে বলি, লোকে আমাকে এখন আল্লাহ্ হইতে দূরে সরাইয়া রাখিবে।

হযরত মালিক ইব্ন দীনার (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি লোকের সহিত আলাপ করা অপেক্ষা মুনাজাতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সহিত আলাপ করাকে অধিক পছন্দ না করে তাহার জ্ঞান নিতান্ত সামান্য, তাহার হৃদয় অন্ধ এবং তাহার জীবন বিনষ্ট। এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তির এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, কাহারও সহিত সাক্ষাত লাভ করিবে এবং তাহার সহিত কথাবার্তা বলিবে তবে ইহাই তাহার বিপত্তি। কারণ, প্রয়োজনীয় বস্তু হইতে তাহার অন্তর শূন্য এবং সে বাহিরের সাহায্য প্রার্থনা করে। বুযর্গগণ বলেন ঃ লোকের সহিত যাহার বন্ধুত্ব সে নিঃস্বদের অন্তর্ভুক্ত।

উপরিউক্ত উক্তিসমূহ ও বর্ণনা হইতে বুঝিয়া লও, যে ব্যক্তি সর্বদা যিক্‌র করিয়া আল্লাহ্‌র সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কিংবা অহরহ চিন্তা-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও অনুপম সৌন্দর্য সম্পর্কে উপলব্ধি জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ, তাহার জন্য এই কার্য সেই সকল ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যাহা আল্লাহ্‌র বান্দাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। কারণ, আল্লাহ্‌র প্রতি প্রবল মহব্বত লইয়া পরলোক গমন করাই পরম সৌভাগ্য। যিক্‌রেই প্রেম-প্রীতি পূর্ণতা লাভ করে। আর প্রেম-প্রীতি মারিফাতের (পরিচয়-জ্ঞানের) ফল এবং মারিফাত চিন্তা ও ধ্যান হইতে জন্মে। এই সমস্তই নির্জনবাসে লাভ করা যায়।

দ্বিতীয় উপকারিতা ঃ নির্জনবাসে মানুষ অনেক পাপ হইতে বাঁচিয়া থাকে। চারি প্রকারের পাপ আছে, জনসমাজে থাকিয়া কেহ উহা হইতে অব্যাহতি পায় না।

প্রথম পাপ ঃ অগোচরে পরনিন্দা করা ও পরনিন্দা শ্রবণ করা। এই পাপে ধর্ম বিনষ্ট হয়।

দ্বিতীয় পাপ ঃ সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ সম্পর্কীয়। কারণ, অসৎকর্মে প্রতিরোধ না করিয়া নীরব থাকিলে পাপী হইতে হয়। আবার অসন্তোষ

প্রকাশ করতঃ নিষেধ করিতে গেলে লোকের সহিত শত্রুতা, ঝগড়া-বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

তৃতীয় পাপ ঃ রিয়া (লোক দেখানো মনোভাব) এবং নিফাক (কপটতা)। লোকসমাজে থাকিলে এই দুইটি দোষ হইতে বাঁচিয়া থাকা নিতান্ত দুষ্কর। কারণ, লোকজনের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন না করিলে তাহারা তোমাকে কষ্ট দিবে। আর সৌজন্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া রিয়া-তে নিপতিত হইবে। কেননা নিফাক ও রিয়াকে সৌজন্য হইতে পার্থক্য করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। পরস্পর শত্রু এমন দুইজন লোকের সহিত আলাপ করিবার সময় প্রত্যেকের মনমত কথা বলিলে মুনাফিকী হইয়া থাকে। আবার এইরূপ না করিলে তাহাদের শত্রুতা হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে না। লোক সমাজে বাস করিলে পরস্পর সাক্ষাতের সময় একে অন্যকে অন্তত বলিয়া থাকে আমি সর্বদা আপনার সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব থাকি। আর এইরূপ উক্তি প্রায়ই মিথ্যা হইয়া থাকে। অথচ এইরূপ না বলিলেও লোকের নিকট পরিত্যক্ত হইতে হয়। এইরূপ উক্তি করিলে তুমিও কপটতা, মিথ্যাচরণ হইতে মুক্ত রহিলে না। জনসমাজে বাস করিলে অপর একটি সাধারণ কপটতার আশ্রয় লইতে হয় যে, কাহারও সহিত দেখা হওয়ামাত্র শিষ্টতা রক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে হয় ঃ আপনি কেমন আছেন ? আপনার পরিবারবর্গ কেমন আছে ? কিন্তু বাস্তব পক্ষে এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে প্রশ্নকারীর মনে কোনই আগ্রহ থাকে না। অতএব এরূপ আলাপ কপটতা মুক্ত নহে।

হযর ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন ঃ এমন লোকও আছে যে, কোন প্রয়োজনে অপরের নিকট গমন করত ঃ কপটতার সহিত তাহার উচ্চ মনুষ্যত্বের বর্ণনা করে এবং তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করে। ফলে ধর্মটুকু তাহার মস্তকে স্থাপনপূর্বক আল্লাহ্‌কে রাগান্বিত করিয়া অকৃতকার্য অবস্থায় সে গৃহে ফিরিয়া আসে। হযরত সিররী সাকতী (র) বলেন ঃ কোন ধর্ম-বন্ধু আমার নিকট আগমন করিলে আমি যদি আমার দাড়ির চুল সোজা করিবার জন্য উহাতে আমার হস্ত সঞ্চালন করি তবে আমার এই ভয় হয় যে, আমার নাম মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত করা হইবে। হযরত ফুযায়ল (র) এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি জন্য আসিয়াছ ? লোকটি বলিল ঃ আপনার সাক্ষাতলাভে শান্তি ও আরাম পাইবার আশায়। তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! ইহা বিরক্তি ও অনৈক্য সৃষ্টির অধিক নিকটবর্তী। তুমি কেবল এই জন্যই আসিয়াছ যে, তুমি মিছামিছি আমার প্রশংসা করিবে এবং আমি তোমার মিথ্যা প্রশংসা করিব। আর তুমি আমার নিকট মিথ্যা গল্প করিবে এবং আমিও তোমার নিকট অলীক গল্প করিব। ফলে তুমি এখান হইতে মুনাফিক হইয়া গৃহে ফিরিবে এবং আমি মুনাফিক হইয়া এখান হইতে উঠিব। এমনিভাবে যে ব্যক্তি এইরূপ আচরণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে

www.BANGLAKITAB.com

পারে, জনসমাজে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থান করায় তাঁহার জন্য কোন ক্ষতি নাই। পূর্ববর্তী বুযর্গগণ পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের সময় পার্থিব বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন না, কেবল ধর্মের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেন।

হযরত হাতেম আনামন (র) হামিদ লাক্ফাফকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কেমন আছ ঃ তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ শান্তিতে ও নিরাপদে আছি। হযরত হাতেম (র) বলিলেন ঃ পুলসিরাত অতিক্রম করিবার পর তুমি শান্তি পাইবে এবং বেহেশ্‌তে প্রবেশের পর নিরাপদ হইবে। লোকে হযরত ঈসা (আ) কে তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ যে বস্তুতে আমার উপকার হইবে তাহা আমার আয়ত্বে নহে এবং যাহাতে আমার অপকার হইবে তাহা প্রতিরোধে আমি অক্ষম। আমি নিজ কাজে লিপ্ত আছি কোন অভাবগ্রস্তই আমা অপেক্ষা অভাবগ্রস্ত ও সম্বলহীন নহে। হযরত রাবী ইব্‌ন খাসীম (র)-কে লোকে তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন ঃ আমি দুর্বল ও পাপী। নিজের জীবিকা ভোগ করিতেছি এবং স্বীয় মৃত্যুর প্রত্যাশায় রহিয়াছি।

লোকে হযরত আবূ দারদা (রা) কে তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ দোযখ হইতে নিরাপদ হইতে পারিলে ভালই। হযরত উওয়াইস করণী (রা)-কে যদি কেহ 'কেমন আছেন' বলিয়া কুশল জানিতে চাহিত তবে তিনি বলিতেন ঃ সেই ব্যক্তি আবার কেমন থাকিবে, যে প্রত্যূষে বলিতে পারে না সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জীবিত থাকিবে কিনা এবং সন্ধ্যাকালে সে জানে না যে, সে কাল পর্যন্ত জীবিত থাকিবে কিনা ? হযরত মালিক ইব্‌ন দীনার (র)-কে লোকে কেমন আছেন? বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ সেই ব্যক্তি আবার কেমন থাকিবে যাহার আয়ু কমিয়া আসিতেছে, আর পাপ বাড়িয়া চলিয়াছে ? কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কেমন আছেন ? তিনি বলিলেন ঃ এমন যে, আল্লাহ্‌র প্রদত্ত জীবিকা ভোগ করিতেছি এবং তাঁহার শত্রু ইবলীসের আদেশ পালন করিয়া যাইতেছি। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসে (র)-কে লোকে তাঁহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন ঃ সেই ব্যক্তি আবার কেমন থাকিবে, যে প্রত্যহ এক মনযিল করিয়া আখিরাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে ? হযরত হামিদ লাক্ফাফকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কেমন আছেন ? তিনি বলিলেন ঃ এক দিন নিরাপদে থাকিব, এই আশায় আছি। লোকে বলিল ঃ আপনি কি এখন নিরাপদে নহেন ? তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তি পথের সম্বল না লইয়া দূর-দূরান্তের সফরে যাত্রা করিয়াছে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় অন্ধকার কবরে গমন করিতেছে এবং কোন সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতীত ন্যয়পরায়ণ মহাবিচারকের বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে যাইতেছে, তাহার অবস্থা আবার কেমন হইবে ?

হযরত হাসসান ইব্‌ন সানান (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কেমন আছেন ঃ তিনি বলিলেন ঃ যে ব্যক্তিকে অবশ্যই মরিতে হইবে এবং তৎপর তাহাকে পুনরুত্থিত

করিয়া তাহার হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করা হইবে, তাহার অবস্থা আবার কেমন হইবে ? হযরত ইব্‌ন সিরীন (র) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কেমন আছ ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ যাহার পাঁচশত দিরহাম ঋণ আছে, তদুপরি তাহার হস্তে নিজ পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য একটি কপর্দকও নাই তাহার অবস্থা কেমন হইবে ? ইহা শুনিয়া হযরত ইব্‌ন সিরীন (র) স্বীয় গৃহে গমন করিলেন এবং এক সহস্র দিরহাম আনিয়া সেই ব্যক্তিকে দান করিয়া বলিলেন ঃ পাঁচশত দিরহাম দ্বারা ঋণ পরিশোধ কর এবং পাঁচশত দিরহাম দ্বারা স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চালাও। আর আমি এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, কাহাকেও কেমন আছ জিজ্ঞাসা করিব না। হযরত ইব্‌ন সিরীন (র) যে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন তাহার কারণ এই- অবস্থা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ না করিলে মুনাফিকী হইবে, তিনি এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন।

বুযর্গগণ বলেন ঃ আমরা এমন বহু লোক দেখিয়াছি, পরস্পরে সাক্ষাত হইলে যাহারা একে অন্যকে সালাম পর্যন্ত করিত না। কিন্তু তাহাদের কেহ অপরের নিকট কিছু চাহিলে যাহা কিছু থাকিত তাহা দান করিতে অস্বীকার করিত না। কিন্তু আজকাল এইরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, একে অপরের সহিত দেখা-সাক্ষাত করে এবং ঘরের মুরগীটি কেমন আছে, তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে বাকি রাখে না। কিন্তু একটি দিরহাম চাহিলেও 'না' ভিন্ন আর কোন উত্তর পাওয়া যায় না। এইরূপ আচরণ মুনাফিকী।

সুতরাং লোকের অবস্থা যখন এই পর্যায়ে উপনীত হইয়াছে তখন লোক সমাজে অবস্থানকারী তাহাদের অবস্থার সহিত আনুকূল্য রক্ষা করিয়া চলিলে সেই মুনাফিকী ও মিথ্যাচরণে শরীক হইবে। আবার তাহাদের বিরুদ্ধাচারণ করিলে তাহাদিগকে শত্রু করিয়া তুলিবে এবং সে নিজে নিষ্ঠুর বলিয়া আখ্যায়িত হইবে। সকলে তাহার নিন্দা করিবে। অতএব তাহাদের কারণে তাহার ধর্ম এবং তাহার কারণে তাহাদের ধর্ম বিনষ্ট হইবে।

চতুর্থ পাপ ঃ যাহার সহিত তুমি উঠাবসা করিবে তোমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে তাহার স্বভাব তোমার মধ্যে সংক্রমিত হইবে। তোমার প্রকৃতি তাহার প্রকৃতি হইতে এইরূপে কুস্বভাবসমূহ অপহরণ করিয়া লইবে যে, তুমি তাহা টেরও পাইবে না। দুনিয়ার মোহগ্রস্ত লোকের সহিত উঠাবসা করিলে দুনিয়ার মোহের সেই ঘ্রাণ তোমার জন্য বহু পাপের বীজ হইয়া দাঁড়াইবে। কারণ, দুনিয়াদারদিগকে দেখিলে তাহাদের দুনিয়ার লোভের প্রতি তোমার দৃষ্টি নিপতিত হইবে। ফলে তোমার মধ্যেও দুনিয়ার লোভ জন্মিবে। আবার যে ব্যক্তি কোন পাপীকে দেখিবে, যদিও সে পাপকে ঘৃণা করে তবুও বার বার সেই ব্যক্তির পাপানুষ্ঠান দেখিতে দেখিতে পরিশেষে পাপ তাহার দৃষ্টিতে নিতান্ত সহজ ও নগণ্য বলিয়া বোধ হইবে। পাপ বার বার দেখিলে তৎপ্রতি

www.BANGLAKITAB.com

অন্তরের ঘৃণা বিদূরীত হয়। এইজন্যই কোন আলিমকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত দেখিলে সকলের অন্তরেই তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মে। এই আলিমই আবার সারাদিন পরনিন্দায় লিপ্ত থাকিলেও তাহার প্রতি হয়ত কাহারও মনেই ঘৃণার উদ্রেক হইবে না। অথচ পরনিন্দা রেশমী বস্ত্র পরিধান অপেক্ষা মন্দ; এমনকি পরনিন্দা ব্যভিচার অপেক্ষাও গুরুতর। কিন্তু পরনিন্দা সচরাচর দেখিতে -শুনিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহার কদর্যতা অন্তর হইতে লোপ পাইয়াছে। সাহাবায়ে কিরাম ও বুযর্গগণের অবস্থা শ্রবণ করিলে যেরূপ উপকার হয়, মোহগ্রস্ত লোকদের অবস্থা শুনিলে তদ্রূপ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

বুযর্গগণের জীবন-চরিত্র আলোচনাকালে আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হয়। হাদীস শরীফে আছে

عِنْدَ ذِكْرِ الصّٰلِحِيْنَ تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ

নেককারগণের আলোচনাকালে রহমত অবতীর্ণ হয়।

রহমত নাযিল হওয়ার কারণ এই যে, বুযর্গগণের অবস্থা শ্রবণ করিলে ধর্মের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ অনেক কমিয়া যায়। অনুরূপভাবে দুনিয়ার মোহগ্রস্ত লোকের আলোচনাকালে আল্লাহ্‌র অভিশাপ নামিয়া আসে। কেননা, ধর্মের প্রতি উদাসীনতা ও সংসারাসক্তি আল্লাহ্‌র অভিশাপের কারণ। সুতরাং সংসারাসক্ত লোকের আলোচনাই যখন অভিশাপের কারণ হইয়া থাকে তখন তাহাদের সংসর্গে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিলে তো আরও অধিক অভিশাপের কারণ হইবে। এই জন্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ মন্দ সহচর কর্মকারতুল্য। কারণ, কাপড় দগ্ধ না হইলেও ইহার ধোঁয়া তো তোমাকে স্পর্শ করিবে। আর সৎ সহচর এমন আতর -বিক্রেতাতুল্য যে, সে তোমাকে কস্তুরী প্রদান না করিলেও উহার সুগন্ধ তো তোমার নিকট আসিবেই।

অসৎ সংসর্গ অপেক্ষা নির্জনবাস উৎকৃষ্ট এবং নির্জনবাস অপেক্ষা সৎ সংসর্গ উৎকৃষ্ট। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ যাহার নিকট বসিলে সংসারাসক্তি ছুটিয়া যায় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়, তাহার সংসর্গে থাকা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তুমি তাহার অনুচর হইয়া থাক এবং যাহার অবস্থা ইহার বিপরীত তাহার সংসর্গ হইতে দূরে থাক। বিশেষত ঃ যে আলিম দুনিয়ার প্রতি লোভী এবং যাহার কথায় ও কাজে ঐক্য নাই, তাহার সংসর্গ অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ এইরূপ আলিম প্রাণ সংহারক বিষতুল্য এবং তাহার অন্তর হইতে ঈমানের মর্যাদা ও সম্মান একেবারে লোপ পাইয়াছে। কেননা, আলিম ব্যক্তির এইরূপ আচরণ দর্শনে লোকের মনে ধারণা হয় যে, বাস্তবিকই যদি ঈমানদারীর কোন মূল্য থাকিত হবে এই আলিম ব্যক্তি সর্বাগ্রে ঈশানদারীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিত। কারণ, কোন ব্যক্তি যদি সুমিষ্ট হালুয়ার পাত্র

সম্মুখে স্থাপনপূর্বক অতি লোভ সহকারে খাইতে থাকে এবং চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে ঃ হে মুসলমানগণ! ইহা হইতে দূরে থাক; কেননা ইহা বিষাক্ত। তবে তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করিবে না; এবং উহা খাইতে সে যে সাহস করিয়াছে ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, উহা মোটেই বিষাক্ত নহে।

অনেক লোকই এইরূপ আছে যে, তাহারা হারাম দ্রব্য ভক্ষণ এবং পাপ করিতে সাহস করে না। কিন্তু যখন শুনিতে পায় যে, অমুক আলিম এইরূপ কাজ করিতেছে তখন তাহারাও তদ্রূপ পাপকার্য করিতে সাহসী হইয়া ওঠে। এইজন্যই আলিমের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা হারাম হইয়াছে। ইহা হারাম হওয়ার দুইটি কারণ আছে। প্রথমত ঃ অগোচরে পরের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত, ইহা জঘন্য পাপ। দ্বিতীয়তঃ আলিম কর্তৃক কোন পাপকার্য অনুষ্ঠিত হইতে শুনিলে সাধারণ লোক তদ্রূপ পাপকার্য করিতে সাহসী হইয়া উঠিবে। আলিমের কার্যকে জায়েযের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তাহার অনুসরণ করিবে এবং শয়তান তাহাদের সাহায্যার্থে দণ্ডায়মান হইয়া বলিবে ঃ তোমরা ঐ আলিমের ন্যায় কার্য কর। তোমরা সেই আলিম অপেক্ষা পরহিযগারও নও।

আলিমের কোন দোষ-ত্রুটি দৃষ্টি হইলে জনসাধারণের দুইটি বিষয় বিচার করিয়া দেখা কর্তব্য। প্রথমত ঃ আলিম ভুল করিলে হইতে পারে যে, তাহার ইল্‌ম ইহার কাফ্‌ফারা হইয়া যাইবে। কারণ, ইল্‌ম মার্জনার পক্ষে বিরাট সহায়। অপর পক্ষে যেহেতু জনসাধারণের ইলম নাই, এমতাবস্থায় তাহারা নেককার্য না করিলে কিসের উপর ভরসা করিবে ? দ্বিতীয়ত ঃ আলিম যেমন জানে যে, হারাম মাল ভক্ষণ দুরস্ত নহে তদ্রূপ জনসাধারণও জানে যে, মদ্যপান ও যেনা দুরস্ত নহে। সুতরাং মদ্যপান ও যেনা করা যে অনুচিত, এ বিষয়ে সকলেই আলিম। এমতাবস্থায় সাধারণ লোক মদ্যপান করিলে ইহাতে মদ্যপান দুরস্ত বলিয়া প্রমাণিত হয় না যে, অপর লোকেও তাহার দেখাদেখি ইহা পান করিতে আরম্ভ করিবে। অনুরূপভাবে আলিম ব্যক্তি হারাম মাল ভক্ষণ করিলে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, হারাম মাল ভক্ষণ দুরস্ত।

বস্তুতঃ হারাম ভক্ষণে সেই সমস্ত লোকই সাহসী হইয়া থাকে যাহারা নামেমাত্র আলিম এবং ইল্‌মের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ। অথবা বাহ্যত ঃ আলিম যে মন্দ কার্য করিতেছে ইহার পক্ষে হয়ত তাহার কোন ওজর বা জটিল ব্যাখ্যা আছে যাহা জনসাধারণ বুঝিতে অক্ষম। অতএব, আলিমের ভুল-ত্রুটিকে এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতেই অবলোকন করা জনসাধারণের উচিত। অন্যথায় তাহাদের সর্বনাশ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। নৌকা দিয়া পার হওয়ার সময় হযরত খিযির (আ) নৌকায় ছিদ্র করিয়া দিলেন এবং ইহার গূঢ় রহস্য অবগত না থাকাবশত ঃ হযরত মূসা (আ) ইহাতে প্রতিবাদ করিলেন। এই কাহিনী আল্লাহ্ কুরআন শরীফে এই কারণেই উল্লেখ করিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, যমানা এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, অধিকাংশ মানুষের সংসর্গেই ক্ষতি হইয়া থাকে। সুতরাং অধিকাংশ লোকের জন্যই জনসমাজ হইতে দূরে সরিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করাই উত্তম।

তৃতীয় উপকারিতা ঃ কোন নগরই শত্রুতা, ঝগড়া-বিবাদ এবং দলাদলি মুক্ত নহে। নির্জনবাস অবলম্বন করিলে এই সমস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে সমাজে মিলামিশা করিতে গেলে ধর্ম বিপন্ন হইয়া পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইব্ন আস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ তোমরা যখন দেখিবে যে, লোকে পরস্পর হাতাহাতি করিয়া একে অন্যকে বাহির করিয়া দেয় তখন তোমরা (নিজ নিজ) গৃহে বসিয়া থাকিও এবং রসনা সংযত রাখিও। যাহা জানিবে, করিবে; যাহা জানিবে না, বর্জন করিবে। কেবল নিজ কাজে লিপ্ত থাকিবে এবং অপরের কাজে হাত দিবে না।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ মানুষ এমন এক সময়ে উপনীত হইবে যে, তখন তাহার ধর্ম নিরাপদ থাকিবে না। বরং (মানুষ তখন ধর্ম রক্ষার্থে) স্থান হইতে স্থানান্তরে, পাহাড় হইতে পাহাড়ান্তরে এবং গুহা হইতে গুহান্তরে খেকশিয়ালের ন্যায় জনসমাজ হইতে পলায়ন করিবে। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! সেই যমানা কখন আসিবে ? হুযূর (সা) বলিলেন ঃ যখন বিনাপাপে জীবিকা মিলিবে না। তখন লোক সমাজ হইতে দূরে দূরে অবস্থান করাই দুরস্ত হইবে। লোকে নিবেদন করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! কিরূপে ইহা সম্ভব ? আপনি তো আমাদিগকে বিবাহের আদেশ দিয়াছেন। হুযূর (সা) বলিলেনঃ তখন মানুষ স্বীয় মাতাপিতার হস্তে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। তাহারা মরিয়া গিয়া থাকিলে স্ত্রী-পুত্রদের হাতে, তাহারাও না থাকিলে প্রিয়জনদের হাতে বিনষ্ট হইবে। লোকে নিবেদন করিল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)! এইরূপ হইবে কেন ? দরিদ্রতা ও অভাবের জন্য মাতাপিতা পুত্রকে তিরস্কার করিবে এবং যে বস্তু সংগ্রহ করা পুত্রের সাধ্যাতীত উহা তাহারা পুত্রের নিকট চাহিবে। ফলে পুত্র (উহা সংগ্রহের চেষ্টায়) বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। এই হাদীস জনসমাজ হইতে দূরে অবস্থান সম্পর্কে বর্ণিত হইয়া থাকিলেও ইহা হইতে নির্জনবাস সম্বন্ধেও বুঝা যাইতেছে। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে কালের সংবাদ প্রদান করিয়াছেন তাহা আমাদের বহু পূর্বেই আসিয়া পড়িয়াছে।

হযরত সূফিয়ান সওরী (র) তাঁহার যমানায় বলিতেন ঃ

وَاللّٰهُ لَقَدْ حَلَّتِ الْعُزُوْبَةُ

আল্লাহ্‌র শপথ, নির্জনবাস দুরস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

চতুর্থ উপকারিতা ঃ নির্জনবাসে লোকে অপরের অনিষ্ট হইতে অব্যাহতি পায়

এবং পরিতুষ্ট থাকে। কারণ, লোকালয়ে থাকিলে অন্যের নিন্দা-চর্চা ও মন্দধারনার যন্ত্রণা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না এবং দুরাশা হইতেও নিস্তার পাওয়া যায় না। আর এমনও হইবে যে, সমাজে বসবাসকারী কোন কোন কার্য লোকের বোধগম্য না হওয়া বশতঃ তাহারা তৎপ্রতি নির্লজ্জ ও অসংযত ব্যবহার করিবে। জনসমাজে বাস করিয়া শোকাতুরের প্রতি সমবেদনা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অভিনন্দন জ্ঞাপন, অতিথি সৎকার, সকলের প্রতি এবংবিধ কর্তব্যসমূহ প্রতিপালনে লিপ্ত থাকিলে তাহার সমস্ত সময় ইহাতেই ব্যয়িত হইবে এবং নিজের প্রয়োজনীয় কার্যে লাগিবার অবসরই পাওয়া যাইবে না। আবার কোন কোন লোককে বাদ দিয়া লোকবিশেষে কাহারও কাহারও প্রতি কর্তব্য প্রতিপালন করিলে অপর লোক অসন্তুষ্ট ও রুষ্ট হইয়া পড়িবে এবং তাহাকে কষ্ট দিবে। অপর পক্ষে নির্জনবাস অবলম্বন করিলে এ সমস্ত হইতেই অব্যাহতি পাইবে এবং সকলেই সন্তুষ্ট থাকিবে।

এক বুযর্গ সর্বদা কবরস্থানে থাকিতেন কিংবা নির্জনে বসিয়া কিতাব পাঠ করিতেন। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি এইরূপ করেন কেন ? তিনি বলিলেন ঃ নির্জনবাস অপেক্ষা অধিক শান্তি ও নিরাপত্তা আর কোন অবস্থাতেই আমি দেখি নাই। আর কবর অপেক্ষা অধিকতর উপদেষ্টা এবং কিতাব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সঙ্গী আমি আর পাই নাই।

হযরত সাবিত বনানী (র) নামক জনৈক ওলী-আল্লাহ্ হযরত হাসান বসরী (র)-কে পত্র লিখিলেন ঃ শুনিতে পাইলাম আপনি হজ্জে যাইতেছেন। আমি আপনার সঙ্গে থাকিতে ইছা করি। হযরত হাসান বসরী (র) উত্তর দিলেন ঃ আমাকে ক্ষমা করুন, যেন আমি আল্লাহ্ তা'আলার সহিত নির্জনে জীবন-যাপন করিতে পারি। আমরা একত্রে থাকিলে হয়ত আমরা একে অন্যের এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাইব যাহা আমাদিগকে পরস্পর শত্রু করিয়া তুলিবে।

নির্জনবাসের অন্যতম উপকারিতা এই যে, মনুষ্যত্বের আবরণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রকাশ পায় না। কারণ, যে বিষয় কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই, একত্রে বাস করিলে তাহাও প্রকাশ হইয়া পড়ে।

পঞ্চম উপকারিতা ঃ নির্জনবাসে লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি লালসা বিলুপ্ত হয়। পরস্পরের প্রতি লোভ-লালসা হইতে বহু দুঃখকষ্ট ও পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কারণ, দুনিয়াদার লোকদিগকে দেখিলে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি জন্মে। এই আসক্তি হইতে লোভের উৎপত্তি হয় এবং লোভের বশীভূত হইলে হেয় ও অপদস্থ হইতে হয়। এই জন্যই আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা) কে সম্বোধন করিয়া বলেন ঃ

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ الاية

www.BANGLAKITAB.com

লোকদের উপভোগের জন্য যে সমস্ত পার্থিব সৌন্দর্য ও আনন্দের সামগ্রী দান করিয়াছেন আপনি সে দিকে ভ্রুক্ষেপও করিবেন না। এইগুলি তাহাদের জন্য ফিতনাস্বরূপ।

রাসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি পার্থিব হিসাবে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিও না। তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে (তোমাকে প্রদত্ত) আল্লাহর নিয়ামত তোমার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে আর যে ব্যক্তি ধনীদের ঐশ্বর্য দেখিয়া উহা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং ইহা লাভ করিতে না পারে তবে পরকালের ক্ষতি সে ভোগ করিবে। আর অন্বেষণ না করিলে সাধনা ও ধৈর্যধারণ করিতে হইবে; ইহাও কষ্টসাধ্য।

ষষ্ঠ উপকারিতা ঃ অলস, নির্বোধ এবং যাহাদিগকে দেখিলে মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়, নির্জনবাসে তাহাদিগ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। হযরত আমাশ (র)- কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাইল কেন ? তিনি বলিলেন ঃ বহু নির্বোধ অলসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি বলিয়া। হাকীম জালীনুস বলেন ঃ দেহের যেমন জ্বর আছে, প্রাণেরও তদ্রূপ জ্বর আছে। অলসদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রাণের জ্বর। হযরত ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ কোন অলস ব্যক্তির নিকট বসিলে আমার দেহের যে অংশ তাহার দিকে থাকে, তাহা ভারী হইয়া পড়ে। ইহা পার্থিব উপকারিতা হইলেও ধর্ম-অপকারিতা ইহাতে জড়িত রহিয়াছে। কারণ, মন যাহাকে দেখিতে পছন্দ করে না, তাহাকে দেখিবামাত্র মুখে হউক বা অন্তরে হইক, অগোচরে তাহার নিন্দা আরম্ভ হয়। নির্জনে থাকিলে এ সমস্ত হইতে নিরাপত্তা ও রক্ষা পাওয়া যায়।

নির্জনবাসের আপদসমূহ ঃ অনেক ধর্মীয় ও পার্থিব উদ্দেশ্য অপর লোক ব্যতীত সফল হয় না এবং জন সমাজের মিলামিশা ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। নির্জনবাসে এই সকল উদ্দেশ্য সফল ও সিদ্ধ হয় না উহাই নির্জনবাসের আপদ। এই আপদ ছয় প্রকার।

প্রথম আপদ ঃ নির্জনবাসে ইল্‌ম অর্জন ও দান হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। যে পরিমাণ ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয, যে ব্যক্তি উহা শিখে নাই, তাহার জন্য নির্জনবাস হারাম। আর যে ব্যক্তি ফরয পরিমাণ ইল্‌ম শিক্ষা করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক ইল্‌ম সে শিখিতেও পারে না এবং বুঝিতেও পারে না এবং সে যদি ইবাদতের জন্য নির্জনবাস অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে তবে ইহা তাহার জন্য দুরস্ত আছে। কিন্তু শরীয়তের সমস্ত ইল্‌ম শিক্ষা করিবার ক্ষমতা যাহার আছে, নির্জনবাস অবলম্বন করা তাহার জন্য বড়ই ক্ষতিজনক। কারণ, ইল্‌ম অর্জনের পূর্বে যে ব্যক্তি নির্জনবাস অবলম্বন করে সে তাহার অধিকাংশ সময় নিদ্রায়, বিনাকর্মে ও বাজে কল্পনায় নষ্ট করিয়া ফেলে। ইল্‌ম পরিপাক না করিয়া সারাদিন ইবাদতে লিপ্ত থাকিলেও এই

ইবাদতে অহংকার ও প্রতারণা হইতে মুক্ত থাকা যায় না এবং ধর্ম বিশ্বাসেও সে অলীক কল্পনা ও ভুল-ভ্রান্তি হইতে মুক্ত থাকিবে না। অথচ সে তাহা বুঝিতেও পারিবে না।

ফলকথা, নির্জনবাস পরিপক্ক আলিমের জন্য শোভা পায়, জনসাধারণের জন্য নহে। কারণ, সাধারণ মানুষ রুগ্ন ব্যক্তির ন্যায় এবং চিকিৎসক হইতে পলায়ণ করা রুগ্ন ব্যক্তির উচিত নহে। কেননা, নিজের চিকিৎসা নিজে করিলে সে শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। আবার ইল্‌ম প্রদানের মর্যাদা অতি মহৎ।

হযরত ঈসা (আ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা করে ও তদনুযায়ী আমল করে এবং অপরকে শিক্ষা প্রদান করে, আকাশের রাজ্যসমূহে সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া আখ্যায়িত হইয়া থাকে। অথচ নির্জনবাসে ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া যায় না। সুতরাং ইল্‌ম অর্জন ও প্রদান নির্জনবাস অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। কিন্তু শর্ত এই যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই ইল্‌মে দীন উদ্দেশ্য হওয়া আবশ্যক, ধন-সম্পদ ও প্রভাব প্রতিপত্তি অর্জন উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। আর এমন ইল্‌ম শিক্ষা দিতে হইবে যাহা ধর্ম-কর্মে হিতকর এবং তন্মধ্যে যাহার আবশ্যকতা অধিক তাহা সর্বাগ্রে শিক্ষা দিতে হইবে। যেমন, পবিত্রতা বিষয়ে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই বলিয়া দিবে যে, পোশাক-পরিচ্ছদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পবিত্র করা অত্যাবশ্যক বটে, কিন্তু ইহা তুচ্ছ বিষয়। বরং পোশাক -পরিচ্ছদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পবিত্রতা সাধনের মূল উদ্দেশ্য হইল চক্ষু, কর্ণ, রসনা, হস্তপদ ইত্যাদি সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপ হইতে পবিত্র রাখা। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ছাত্রকে বলিয়া দিবে এবং তদনুযায়ী আমল করিতে তাহাকে নির্দেশ দিবে। সে যদি তদনুযায়ী আমল না করে এবং অন্য বিদ্যা শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করে তবে বুঝিবে যে, মান-সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভই তাহার ইল্‌ম অর্জনের উদ্দেশ্য।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পাপ হইতে পবিত্র রাখিবার পর তাহাকে বলিবে, এই পবিত্রতার উদ্দেশ্যেও ইহা ব্যতীত অপর মহত্তর পবিত্রতা। তাহা হইল দুনিয়া ও আল্লাহ্ ব্যতীত যাবতীয় বস্তুর মহব্বত হইতে হৃদয়কে পবিত্র করা। এই পবিত্রতাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমার হাকীকত বা মূল তাৎপর্য, যেন আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেহ বা কোন কিছুই তাহার উপাস্য না থাকে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির বশীভূত

فَقَدِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوَاهُ

অর্থাৎ "সে স্বীয় প্রবৃত্তিকে তাহার উপাস্যরূপে বরণ করিয়া লইয়াছে" এবং সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' কলেমার হাকীকত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। এই গ্রন্থের 'বিনাশন' ও 'পরিত্রাণ' খণ্ডে যাহা লিখিত হইবে উহা অধ্যয়ন না করিলে কুপ্রবৃত্তি হইতে হৃদয়কে পবিত্র করিবার উপায় জানা যাইবে না এবং এই উপায় অবগত হওয়া প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন। এই ইল্‌ম অর্জন সমাপ্ত করিবার পূর্বে ছাত্র যদি হায়েয, তালাক,

www.BANGLAKITAB.com

রাজস্ব, ফতওয়া ও দাবি- দাওয়া সাব্যস্ত করণে ইল্‌ম অন্বেষণ করে অথবা ধর্ম বিরোধী বিদ্যা, তর্কশাস্ত্রের জ্ঞান কিংবা মুতাযিলা ও কারামিয়া সম্প্রদায়ের সহিত তর্ক-বিতর্ক করিবার ইল্‌ম অন্বেষণ করে, তবে বুঝিবে যে, সে ধন-সম্পদ ও মান -মর্যাদার অভিলাষী, ধর্ম অন্বেষণ তাহার উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ ছাত্র হইতে দূরে থাকা উচিত। কারণ এইরূপ ব্যক্তিকে শিক্ষা দিলে মহা ক্ষতি হইবে। কেননা, সে যখন তাহাকে ধ্বংস ও বিনাশের প্রতি আহ্বানকারী শয়তান ও কুপ্রবৃত্তিরূপ প্রধান শত্রুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করিয়া হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র), হযরত ইমাম শাফিঈ (র) ও মুতাযিলা প্রভৃতি ধর্মীয় জামায়াতসমূহের মতবাদ নিয়া ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করিতে ইচ্ছা করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, শয়তান তাহাকে একেবারে বশীভূত করিয়া লইয়াছে এবং তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া হাস্য-বিদ্রূপ করিতেছে। আর তাহার অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, রিয়া, আত্মশ্লাঘা, সংসারাসক্তি মান-সম্মান ও প্রভাব প্রতিপ্রত্তি এবং ধন-সম্পদের লোভ ইত্যাদি যে সকল দোষ রহিয়াছে, উহা মানব হৃদয়ের অপবিত্রতা। মানুষ এ সমস্ত হইতে নিজকে পবিত্র না করিয়া কেবল বিবাহ-তালাক, দাদনী, কাজ-কারবার কিরূপে অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে তৎসম্বন্ধীয় ফতওয়া লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে উহাই তাহার ধ্বংস ও বিনাশের কারণ হইয়া উঠিবে। কেহ এই শ্রেণীর মাসয়ালা আবিষ্কারে ভুল করিয়া ফেলিলে ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি আর কিছু হয় না যে, সে দুইটি সওয়াবের পরিবর্তে মাত্র একটি সওয়াব পাইবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন -হাদীস অবলম্বনে ধর্মবিধান আবিষ্কারের চেষ্টা (ইজতিহাদ) করিয়া সঠিক বিধান আবিষ্কারে সমর্থ হয়, সে দুইটি সওয়াব পাইবে এবং ভুল করিলে একটি সওয়াব পাইবে।

অতএব, মানুষ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মাযহাব অবলম্বন করুক কিংবা ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাযহাবই অবলম্বন করুক, তাহাতে অধিক লাভের কিছুই নাই। উপরিউক্ত দোষসমূহ তাহার অন্তর হইতে বিদূরীত না করিলে উহার ফলে তাহার ধর্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে। আজকাল অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বড় বড় শহরেও এমন লোক দুই-একজনের অধিক পাওয়া যায় না যাহারা হৃদয় পবিত্রকারী ইল্‌ম শিক্ষা করিতে আগ্রহশীল। এমতাবস্থায় শিক্ষকের জন্যও নির্জনবাসই অধিকল শ্রেয় ঃ। কারণ যে আলিম দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের অভিলাষী ছাত্রকে ইল্‌ম দান করেন তাহার দৃষ্টান্ত সেই অস্ত্র ব্যবসায়ীরই সমতুল্য যে, লুণ্ঠনেচ্ছু ডাকাতের নিকট তলওয়ার বিক্রয় করে। এস্থলে যদি বলা হয় যে, এইরূপ ছাত্র হয়ত ধর্মপরায়ণ হইতে পারে তবে ডাকাতের বেলাও বলা যাইতে পারে যে, হয়ত এই ডাকাতও একদিন তওবা করিয়া জিহাদে গমন করিতে পারে। আবার যদি বলা হয় যে, তলওয়ার ও ডাকাতকে তওবার দিকে আহ্বান করে না; কিন্তু ইল্‌ম ও

সংসারাসক্ত আলিমকে তওবা ও আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করিয়া থাকে, তবে তদুত্তরে বলা হইবে যে, ইহাও ভুল। কারণ, ফতওয়া সম্বন্ধীয় ইল্‌ম, বিচার-মীমাংসা ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, ব্যকরণ ও আভিধানিক বিদ্যা কাহাকেও আল্লাহ্‌র দিকে আকর্ষণ করে না। কেননা এই সমস্ত বিদ্যা ধর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে না; বরং ইহাদের প্রত্যেকটিই মানুষের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মভিমান, অহংকার, পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির বীজ বপন করিয়া থাকে। ইহা শুনা কথা নহে; বরং পরিলক্ষিত ব্যাপার এবং শুনা কথা কখনও চাক্ষুস দৃষ্ট বস্তুর সমান নহে। সুতরাং এই সমস্ত বিদ্যা সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হইল উহার সত্যতা প্রমাণের মুখপেক্ষী নহে।

যাহারা এই জাতীয় বিদ্যা অর্জনে লিপ্ত ছিল তাহারা কিরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, তাহাদের পরিণাম কেমন হইয়াছে এবং তাহাদের মৃত্যু কিরূপে ঘটিয়াছিল, একবার ভাবিয়া দেখ। যে ইল্‌ম মানুষকে আখিরাতের প্রতি আকর্ষণ করে এবং পার্থিব মোহ হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে, তাহা হাদীস-তাফসীরের ইল্‌ম। এই ইল্‌মের বিস্তারিত বিবরণ অত্র গ্রন্থের 'বিনাশন' ও পরিত্রাণ' খণ্ডে প্রদান করা হইবে। অতএব আলিমের কর্তব্য এই ইল্‌ম শিক্ষা দেওয়া। কারণ, ইহা প্রত্যেকের অন্তরেই ক্রিয়া করিয়া থাকে। তবে এমন কঠিন হৃদয় কদাচিৎ দেখা যায় যাহার অন্তরে এই ইল্‌ম কোন ক্রিয়া করে না। সুতরাং উপরিউক্ত শর্তানুসারে কেহ ইল্‌ম শিখিতে চাহিলে তাহাকে শিক্ষা প্রদান না করিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করা মাহাপাপ। আবার যে ব্যক্তি হাদীস-তাফসীর ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য ইল্‌ম শিক্ষা করে বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে মান-সম্মান, প্রভাব -প্রতিপত্তির আকাঙ্ক্ষাও তাহার অন্তরে প্রবল, এমন ব্যক্তিকে শিক্ষাদানে বিরত থাকা উচিত। কারণ, এইরূপ লোককে শিক্ষা দিলে সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইলেও সে নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে এবং অপর লোকে তাহাকে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবে। এই কথাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এমন লোকের দ্বারা তাঁহার ধর্মের সাহায্য করাইয়া থাকেন যাহারা ইহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হয় না। মোমবাতি ইহার দৃষ্টান্ত। মোমবাতির আলোকে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয়; কিন্তু সে নিজে পুড়িয়া ও গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

এইজন্যই হযরত বিশরে হাফী (র) বুযর্গানে দীন হইতে শ্রুত হাদীস শরীফের সাতটি কিতাবের বাক্স মাটির নিচে পুতিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং এই হাদীসসমূহ কাহারও নিকট বর্ণনা করেন নাই। আর তিনি বলেন ঃ হাদীস বর্ণনা করিবার বাসনা আমার অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি বলিয়াই আমি এইগুলি বর্ণনা করিতেছি না। চুপ থাকিবার ইচ্ছা অন্তরে প্রবল থাকিলে হাদীস বর্ণনা করিতাম। বুযর্গগণ বলেন ঃ হাদীস বর্ণনা করাও সাংসারিক ব্যাপার। যে ব্যক্তি حَدَّثَنَا বলিয়া হাদীস বর্ণনা করে, তাহার বাসনা এই থাকে যে, লোকে তাহাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসাক।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আলী (রা) চেয়ারে উপবিষ্ট ব্যক্তির নিকট দিয়া অতিক্রমকালে বলিলেন ঃ এই লোকটি বলিতেছে اَعْرِفُوْنِىْ (তোমরা আমাকে চিনিয়া রাখ) ফজরের নামাযের পর উপস্থিত লোকদিগকে কিছু ওয়ায-নসীহত করিবার জন্য একব্যক্তি হযরত উমর (রা) নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি তাহাকে অনুমিত প্রদান করেন নাই। সেই ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি নসীহত করিতে নিষেধ করেন? হযরত উমর (রা) বলেলেন ঃ হ্যাঁ, আমার আশঙ্কা হইতেছে, পাছে তোমার অহংকার শেষ পর্যন্ত তোমাকে অত্যন্ত গর্বিত করিয়া না তোলে।

হযরত রাবেআ' আদবিয়াহ্ (র) হযরত সুফিয়ান সওরী (র)-কে বলিলেন ঃ আপনি সংসারের প্রতি আসক্ত না হইলে উত্তম লোক হইতেন। হযরত সুফিয়ান সওরী (র) জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আমি সংসারাসক্ত হইলাম কিসে? তিনি বলিলেন ঃ আপনি হাদীস বর্ণনা করা পছন্দ করিয়া থাকেন।

হযরত আবূ সুলায়মান খিতাবী (র) বলেন ঃ এ কালে যাহারা তোমার সংসর্গে থাকিয়া বিদ্যা শিখিতে চাহে, তাহাদিগ হইতে সতর্ক হও এবং দূরে সরিয়া থাক। কারণ, তাহাদের নিকট ধনও নাই, হৃদয়ের সৌন্দর্যও নাই। তাহারা বাহিরে তোমার প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, অথচ ভিতরে শত্রুতা বিদ্যমান। সম্মুখে তোমার প্রশংসা করে বটে, কিন্তু পশ্চাতে কুৎসা রটায়। তাহারা সকলেই কপট, পরোক্ষে নিন্দাকারী, প্রতারক ও ছলনাকারী। তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, তাহারা তোমাকে উপলক্ষ করিয়া তোমার সাহায্যে তাহাদের কুমতলবসমূহ সফল করিয়া লয়। তোমাকে তাহাদের গাধা বানাইয়া তাহাদের মতলব সিদ্ধির কাজে তোমাকে শহরের চারিদিকে ঘুরায়। তাহারা তোমার নিকট আগমন করিয়া তোমার উপকার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে এবং ইহার বিনিময়ে তুমি তাহাদের জন্য স্বীয় ধন-সম্পদ, মান-সম্মান বিলাইয়া দাও- ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। তোমার নিকট তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, তুমি তাহাদের এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের ও বন্ধু-বান্ধবের যাবতীয় হক পালন করিতে থাক। তুমি নির্বোধের মত তাহাদের অনুগত হইয়া থাক এবং তাহাদের শত্রুদের সহিত ধৃষ্টতা কর। বিন্দু বিসর্গ ইহার বিপরীত করিলে দেখিতে পাইবে যে, তাহারা তোমার ও তোমার বিদ্যার বিরুদ্ধে কেমন অপপ্রচার আরম্ভ করে এবং তোমার সহিত শত্রুতাচরণে কেমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়।

হযরত আবূ সুলায়মান (র)-এর উক্তি বাস্তব সত্য। কারণ এ যুগের কোন ছাত্রই সাংসারিক লাভের উদ্দেশ্য ব্যতীত উস্তাদ গ্রহণ করে না। উস্তাদের সাহায্যে তাহার জীবিকা নির্বাহ হউক, ছাত্র প্রথমত ঃ ইহাই চাহে। আর অসহায় উস্তাদ লোকের দৃষ্টিতে হেয় হইয়া পড়ার আশঙ্কায় শিক্ষা প্রদান কার্য ত্যাগও করিতে পারে না এবং অনাচারী ধনীদের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়াও তাহাদিগকে খোশামেদ না করিয়া ছাত্রদের

ভরণ-পোষণ কার্যও নির্বাহ করিতে সমর্থ হয় না। ফলে ছাত্রদের কার্য নির্বাহের জন্য নিজের ঈমান হারাইতে হয়। অথচ এইরূপ ছাত্র পড়াইয়া কোন উপকারই হয় না। এই সকল আপদ হইতে দূরে থাকিয়া যদি কোন আলিম শিক্ষাদান কার্য চালাইতে পারেন তবে তাহা নির্জনবাস অপেক্ষ উৎকৃষ্টতর।

জনসাধারণের কর্তব্য ঃ কোন আলিমকে শিক্ষাদান কার্যে প্রবৃত্ত দেখিলে তাঁহার প্রতি এমন মন্দ ধারণা পোষণ করা উচিত নহে যে, তিনি ধন-মানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান করিতেছেন; বরং এইরূপ ধারণা, করিবে যে, তিনি একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শিক্ষা দিতেছেন। আলিমের প্রতি এইরূপ ধারণা পোষণ করা সর্বসাধারণের উপর ফরয। মানুষের অন্তর অপবিত্র হইলে ইহাতে সৎ সাধণা স্থান পায় না। কারণ, মানুষ নিজের স্বভাব দ্বারাই অপরকে যাঁচাই করিয়া থাকে। এই সমস্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য হইল, আলিমগণ যেন শিক্ষাদানের শর্তসমূহ অবহিত হন এবং জনসাধারণও যেন নিজেদের নির্বুদ্ধিতাবশত ঃ উক্তরূপ বাহানা করিয়া উলামায়ে কিরামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোন প্রকার ত্রুটি না করে। কারণ, আলিমগণের প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিলে লোকজন বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় আপদ ঃ উপকার গ্রহণ ও উপকার সাধন হইতে বঞ্চিত থাকা। এ স্থলে উপকার গ্রহণের অর্থ জীবিকা অর্জন। জনসমাজে মিলামিশা না করিলে তাহা সম্ভব হয় না। পরিবার-বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে উপার্জন পরিত্যাগ করিয়া নির্জনবাস অবলম্বন করা উচিত নহে। কারণ, পরিবার-পরিজনকে বিনাশ করা কবীরা গুনাহ্। যাহার ধন-সম্পদ প্রচুর কিংবা যাহার পরিবারবর্গ নাই, তাহার জন্য নির্জনবাসই উত্তম। উপকার সাধন অর্থ সদ্কা-খয়রাত করা ও মুসলমানগণের হক প্রতিপালন করা। নির্জনবাসে গমন করিয়া বাহ্য ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন আধ্যাত্মিক কর্মে প্রবৃত্ত না হইলে তদ্রূপ নির্জনবাস পরিত্যগপূর্বক লোকালয়ে থাকিয়া হালাল উপার্জন করা ও সদ্কা-খয়রাত প্রদান করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু তাহার অন্তর যদি আল্লাহ্র মারিফাত ও যিকিরের প্রতি উন্মুক্ত থাকে তবে নির্জনবাস সমস্ত সদ্কা-খয়রাত অপেক্ষা উত্তম। কারণ, উহাই সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য।

তৃতীয় আপদ ঃ অপরের অসৎ ব্যবহার ও হীন আচরণ সহ্য করিলে যে রিয়াযত-মুজাহাদা (আধ্যত্মিক সাধনা) হইয়া থাকে উহা হইতে বঞ্চিত থাকা এবং যে ব্যক্তি এখনও সাধনায় পূর্ণতালাভ করে নাই তাহার জন্য উহা হইতে বঞ্চিত না থাকা নিতান্ত উপাদেয়। কারণ, সৎস্বভাব সকল ইবাদতের মূল এবং মিলামিশা ও সঙ্গ ব্যতীত উহা লাভ করা যায় না। কেননা, মানুষের অসম্ভব আবদারে সহন-শীলতার পরিচয় দেওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

নামই সৎস্বভাব। সূফীগণের খাদিমদের তাঁহাদের সাহচর্যে থাকার কারণ এই যে, তাহারা লোকের নিকট যাচাই করিয়া নিজেদের অহংকার ও আত্মগরিমা চূর্ণ করিবে, সূফীগণের সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া কৃপণতা বিদূরীত করিবে; তাঁহাদের তাবেদারী করিয়া অন্তর হইতে মন্দ স্বভাব দূর করিবে এবং তাহাদের সেবা ও খেদমত করিয়া তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও নেক দু'আর বরকত হাসিল করিবে। প্রাচীনকালে এই উদ্দেশ্যেই মুরীদগণ সূফীগণের খেদমত করিতেন যদিও আজকাল এই উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা অধিকাংশ মুরীদই ওলী-দরবেশগণের দু'আর বরকতে সাংসারিক মান-সম্মান ও ধন-সম্পদ লাভের আশায় তাঁহাদের খেদমত করিয়া থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি রিয়াযত (আধ্যাত্মিক সাধনা) সম্পন্ন করিয়াছে তাহার জন্য নির্জনবাসই শ্রেয়ঃ। কারণ, আজীবন পরিশ্রম ও কষ্টে নিজকে নিমজ্জিত রাখা রিয়াযতের উদ্দেশ্য নহে; যেমন, তিক্ততা ঔষধের উদ্দেশ্য নহে; বরং রোগমুক্তিই ঔষধের উদ্দেশ্য। রোগ নিরাময় হইলে ঔষধ সেবনের তিক্ততা সহ্য করার আবশ্যকতা রোগীর আর থাকে না। তদ্রূপ রিয়াযতেরও একটি উদ্দেশ্য আছে; ইহা হইল আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র দ্বারা অন্তরের সন্তুষ্টিলাভ করা। এই সন্তুষ্টিলাভের পথে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে উহা নিজ হইতে বিদূরীত করতঃ আল্লাহ্‌র মহব্বতে নিমজ্জিত থাকাই রিয়াযতের একমাত্র উদ্দেশ্য।

নিজে রিয়াযত করা যেমন আবশ্যক তদ্রূপ অপরকেও ইহার প্রতি আকর্ষণ করা এবং ইহার নিয়ম-কানূন শিক্ষা দেওয়া ধর্মের অন্যতম স্তম্ভ। নির্জনবাস অবলম্বন করিলে এই কাজ সম্পন্ন করা যায় না। অতএব মুরীদগণের সহিত মেলামেশা করা পীরের কর্তব্য। মুরীদান হইতে দূরে সরিয়া থাকা পীরের উচিত নহে। কিন্তু আলিমগণের যেমন মান-সম্মান ও রিয়ার আপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শিক্ষকতা কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক শিক্ষক পীরের পক্ষেও শর্তাবলী রক্ষা করিয়া মুরীদানের সহিত মেলামেশা করিতে পারিলে শিক্ষা-দানই নির্জনবাস অবলম্বন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইবে।

চতুর্থ আপদ ঃ নির্জনবাসে হয়ত নানারূপ অলীক কল্পনার উদ্রেক হইতে পারে এবং আল্লাহর যিকরের প্রতি মনে উদাস ও উচাটন-ভাব জন্মিতে পারে। বন্ধু-বান্ধবদের সহিত মেলামেশা দ্বারা এই ভাব দূরীভূত হয়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমি সন্দেহের আশঙ্কা না করিলে লোকদের নিকট উপবেশন করিতাম না অর্থাৎ নির্জনবাস অবলম্বন করিতাম। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ হে লোকগণ! অন্তরের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাইও না। কারণ, হঠাৎ অন্তরের

উপর জবরদস্তি করিলে অন্তর অন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং প্রত্যহ কিছুক্ষণ কোন বন্ধুর সৎসঙ্গে থাকিয়া আনন্দলাভ করিবে। ইহাতে মনের স্ফূর্তি ও আনন্দ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু এই বন্ধু এমন হওয়া উচিত যাহার সহিত একমাত্র ধর্মের আলাপই হইয়া থাকে এবং ধর্ম-কর্মে নিজ নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতি বর্ণনা করিয়া পরস্পরের উহা সংশোধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। সংসারাসক্ত লোকের সংসর্গ মুহূর্তের জন্য হইলেও ক্ষতিকর এবং সারাদিনের সাধনায় মানুষ অন্তরের যে পবিত্রতাটুকু অর্জন করে, মুহূর্তকাল এইরূপ লোকের সংসর্গে তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ নিজ বন্ধু ও সঙ্গীর গুণসম্পন্ন হইয়া পড়ে। অতএব কাহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে যাইতেছ, এইদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

পঞ্চম আপদ ঃ নির্জনবাস অবলম্বন করিলে রোগীর অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করা, জানাযায় শরীক হওয়া, নিমন্ত্রণ রক্ষা করা, কাহারও সুখে-সম্পদে অভিনন্দন ও শোকে-দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করা এবং লোকের নানাবিধ হক পালন হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। অপর পক্ষে এই সমস্ত কাযে বহু আপদও রহিয়াছে। অনেক সময় এই সকল কাযে কপটতা ও লৌকিকতা অনুপ্রবেশ করে। কোন কোন লোক এই সমস্ত কার্যের আপদ হইতে নিজকে রক্ষা করিতে পারে না এবং যথাযথ শর্তাবলী পালনপূর্বক এই সকল কার্য সামাধা করিতে সমর্থ হয় না। এমন লোকের জন্য নির্জনবসাই উত্তম। প্রাচীনকালের বহু বুযর্গই এই সমস্ত কার্য পরিত্যাগ পূর্বক নির্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, ইহাতেই তাঁহারা তাঁহাদের পরিত্রাণের পথ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ আপদ ঃ জনসমাজে বাস করিয়া লোকের হক পালন করাও এক প্রকার বিনয় এবং নির্জনবাস অবলম্বনে এক প্রকার অহংকার রহিয়াছে। আবার নির্জনবাসে হয়ত মনে এমন ভাবেরও উদয় হইতে পারে-আমি শ্রেষ্ঠ, আমি অপর কাহারও সহিত সাক্ষাত করিতে যাইব না। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য মানুষ এখানে আসুক।

কাহিনী ঃ কথিত আছে যে, বনি ইসরাঈল বংশে একজন বড় জ্ঞানী লোক ছিলেন। হিকমত শাস্ত্রে তিনি তিনশত ষাটটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এমন কি পরিশেষে তিনি মনে করিতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তিনি বিশেষ মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছেন। ইহাতে তৎকালীন নবী (আ) -এর উপর ওহী অবতীর্ণ হইল ঃ সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে বলিয়া দাও যে, সে সমগ্র জগতে সুনাম ও খ্যাতি অর্জনপূর্বক প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার এই খ্যতি আমি কবূল করি নাই। ইহা

www.BANGLAKITAB.com

শুনিয়া লোকটি ভীত হইয়া পড়িল এবং সেই কার্য পরিত্যাগপূর্বক নির্জনবাস অবলম্বন করিয়া মনে মনে বলিল ঃ এখন হয়ত আল্লাহ্ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পুনরায় নবী (আ)-এর প্রতি প্রত্যাদেশ হইল ঃ তাহার প্রতি আমি এখনও সন্তুষ্ট হই নাই। অনন্তর সেই ব্যক্তি নির্জনবাস বর্জনপূর্বক বাহিরে আসিল, বাজারের চলাফেরা এবং জনসমাজে মিলামিশা করিতে লাগিল। লোকজনের সহিত উঠা-বসা, পানাহার, অলিগলি ও বাজারে যাতায়াত আরম্ভ করিল। তখন ওহী আসিল ঃ এখন সেই ব্যক্তি আমার সন্তুষ্টিলাভ করিয়াছে।

কোন কোন লোক অংহংকারের বশীভূত হইয়া নির্জনবাস অবলম্বন করিয়া থাকে। কারণ, সে ভয় করে যে, জনসমাজে, সভায় ও মজলিসে লোকে তাহার সম্মান করিবে না অথবা তাহার আশঙ্কা হয় যে, জ্ঞানে ও কার্যকলাপে তাহার দোষ-ত্রুটি লোকে জানিয়া ফেলিবে। সুতরাং স্বীয় দোষ-ত্রুটি নির্জনবাসের আবরণে সে ঢাকিয়া রাখে। আর সর্বদা সে কামনা করে, লোকে তাহার দর্শনের জন্য আগমন করুক এবং তাহার নিকট হইতে বরকতলাভ করুক ও তাহার হস্ত চুম্বন করুক। এই প্রকার নির্জনবাস খাঁটি মুনাফিকী।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নির্জনবাস ঃ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নির্জনবাসের দুইটি নিদর্শন আছে। প্রথম নিদর্শন বৃথা সময় নষ্ট না করা এবং যিকর ও ফিকিরে (ধ্যানে) অথবা জ্ঞান চর্চায় ও ইবাদতে লিপ্ত থাকা। দ্বিতীয় নিদর্শন, যাহা হইতে ধর্ম-কর্মে কোন উপকার লাভের সম্ভাবনা নাই, এমন লোক সাক্ষাত করিতে আসিলে বিরক্ত হওয়া।

তূষ নগরের জনৈক বুযর্গ হযরত খাজা আবুল হাসান হাতেমী (র) একদা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওলী হযরত শায়খ আবুল কাসেম গুর্গানী (র)-এর সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া ত্রুটি স্বীকার করিয়া বলিলেন ঃ আমার ত্রুটি এই যে, আমি আপনার নিকট খুব কম হাযির হইয়া থাকি। হযরত শায়খ (র) বলিলেন ঃ হে খাজা! ত্রুটি স্বীকার করিও না। কারণ, কেহ আসিয়া দেখা-সাক্ষাত করিলে অপর লোক নিজেকে যেমন অনুগৃহীত মনে করে, কেহ না আসিলে আমি নিজেকে তদ্রূপ অনুগৃহীত মনে করিয়া থাকি। কেননা, আমি মালাকুল মঊত হযরত আজরাঈল (আ) এর প্রতিক্ষায় আছি। অপর কাহারও আগমনের প্রতিক্ষা করি না।

এক ধনী ব্যক্তি হযরত হাতেম আসম্ম (র)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল ঃ আপনাদের কোন কিছুর আবশ্যকতা আছে কি ? তিনি বলিলেন ঃ আমার এই আবশ্যকতা আছে যে, দ্বিতীয়বার তুমি আমার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিও না; আমিও যেন তোমাকে পুনর্বার না দেখি।

স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে নির্জনবাস অবলম্বন করা নিতান্ত নির্বোধের কাজ। এইরূপ ব্যক্তি অন্ততপক্ষে এতটুকু বুঝিবে যে, নির্জনবাসের ফলে তাহারা অবস্থা কেহই জানিবে না। অথচ সে ব্যক্তি অবগত আছে যে, পর্বতের চূড়ায় অবস্থান করিলেও পরছিদ্রান্বেষীরা বলিবে ঃ এ ব্যক্তি ভণ্ডামী ও মুনাফিকী করিতেছে। পক্ষান্তরে জনসমাজে থাকিয়া শরাবখানায় যাতায়াত করিলেও তাহার বন্ধু-বান্ধব ও মুরীদগণ বলিবে ? লোকচক্ষে হেয় হওয়ার উদ্দেশ্যেই তিনি তিরস্কার ও নিন্দার পাত্র সাজিতেছেন। মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, একদল লোক সর্বদা তাহার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে এবং একদল লোক তাহার প্রশংসা কীর্তন করিবে। এই দুই পক্ষ সকল অবস্থায়ই থাকিবে। এমতাবস্থায় মানুষের সমালোচনার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজকে সর্বদা ধর্মের দিকে আকৃষ্ট রাখাই কর্তব্য।

হযরত সহল তসতরী (র) এক মুরীদকে কোন কার্যের নির্দেশ দিলে তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ লোকের তিরস্কারের ভয়ে আমি ইহা করিতে অক্ষম। ইহাতে হযরত সহল তসতরী (র) স্বীয় বন্ধু-বান্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন ঃ মানুষ দুইটি গুণের কোন একটি অর্জন না করা পর্যন্ত সে উক্ত কার্যের মর্ম অবগত হইতে পারিবে না। প্রথম গুণ এই যে, তাহার যাবতীয় কার্যের লক্ষ্য হইত আল্লাহ্ ব্যতীত আর সকল পদার্থই বাহির হইয়া পড়ে; একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কোন কিছুর প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হয় না হয়। দ্বিতীয় গুণ এই যে, তাহার 'আমিত্ব' লোপ পাওয়া। লোকে তাহাকে কি বলিবে, না বলিবে, সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপই না করা।

হযরত হাসান বসরী (র)-কে বলা হইল ঃ কতিপয় লোক আপনার সভায় যোগদান করত ঃ আপনার কথার সমালোচনা ও দোষান্বেষণ করিয়া থাকে। তিনি বলিলেন ঃ আমি বুঝিয়াছি আমার মন কেবল সর্বোচ্চ বেহেশত ফিরদাউস ও আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্যলাভের জন্যই ব্যগ্র; লোকের অপবাদ হইতে নিরাপদে থাকার আকাঙ্ক্ষা মোটেই করি না। কারণ, আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ও মানুষের রসনা হইতে অব্যাহতি পান নাই।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে নির্জনবাসের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছ। এখন প্রত্যেকেই নিজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর এবং উক্ত উপকারিতা -অপকারিতাসমূহ বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন্‌টি অবলম্বন করা তোমার জন্য শ্রেয় ঃ

নির্জনবাসের নিময় ঃ নির্জনবাস অবলম্বনকারী এইরূপ নিয়্যত করিবে ঃ এই নির্জনবাসে আমি মানুষকে আমার অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিতেছি, মানুষের অনিষ্ট হইতে

www.BANGLAKITAB.com

নিজের নিরাপত্তা কামনা করিতেছি এবং আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতের জন্য অবসর ও একাগ্রতা চাহিতেছি। নির্জনবাসে মুহূর্তকালও অযথা নষ্ট করিবে না, বরং সর্বদা যিকর, ধ্যান, জ্ঞানচর্চা ও ইবাদতে লিপ্ত থাকিবে। অপর লোককে নিকটে আসিতে দিবে না। দেশের অবস্থা, খবরাদি কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিবে না। কারণ, নির্জনবাসে দেশের সংবাদ শ্রবণ করিলে তাহা অন্তরে বীজরূপে পতিত হইয়া অতিদ্রুত অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হইতে থাকে। অথচ অন্তর হইতে বাজে চিন্তা-ভাবনা বিদূরীত করিয়া ফেলাই নির্জনাবাসের প্রধান কার্য, যেন আল্লাহ্র যিকর স্বচ্ছ ও অনাবিল হইয়া উঠে। লোকের কথা অন্তরে বাজে চিন্তা উৎপন্ন হওয়ার বীজ স্বরূপ হইয়া থাকে। নির্জনবাসে সামান্য পরিমাণ খাদ্যে ও বস্ত্রে পরিতুষ্ট থাকা উচিত। অন্যথায় লোকের সহিত মেলামেশা করিবার মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িবে।

নির্জনবাসে প্রতিবেশির প্রদত্ত দুঃখ-কষ্টে ধৈর্য অবলম্বন করিবে। তাহারা তোমার নিন্দাবাদ বা প্রশংসাই করুক, তোমাকে মুনাফিক, রিয়াকার বা বুযর্গই বলুক অথবা তোমাকে অহংকারী ও প্রতারক বলুক, কোন কিছুর প্রতিই কর্ণপাত করিবেনা। কারণ, সেদিকে লক্ষ্য করিলে তোমার সময় বৃথা নষ্ট হইবে। অথচ সর্বদা নিবিষ্ট চিত্তে পরকালের কার্যে লিপ্ত ও নিমজ্জিত থাকাই নির্জনবাসের উদ্দেশ্য।

সপ্তম অধ্যায়

ভ্রমণ (বিলাস)

ভ্রমণ দুই প্রকার। একটি মানসিক ভ্রমণ এবং অপরটি দৈহিক ভ্রমণ। আসমান যমীন, আল্লাহর বিচিত্র ও বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ এবং ধর্ম পথের বিভিন্ন স্তরে অন্তরের ভ্রমণকে মানসিক ভ্রমণ বলে। ইহাই সিদ্ধ পুরুষ বুযর্গগণের ভ্রমণ। তাঁহারা তো দেহখানিকে লইয়া স্বীয় গৃহে উপবিষ্ট থাকেন। কিন্তু অন্তরে তাঁহারা আসমান-যমীন বিস্তৃত, বরং তদপেক্ষা বৃহত্তর বেহেশত বিচরণ করিয়া থাকেন। কারণ আধ্যাত্মিক জগত অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের বেহেশ্ত। এই ভ্রমণে তাঁহাদের জন্য কোনরূপ বাধা বিঘ্ন নাই। আল্লাহ্ তা'আলা এই ভ্রমণের দিকেই মানবকে আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলেন ঃ

اَوَلَمْ يَنْظُرُوْا فِى مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْئٍ-

তোমরা আসমানসমূহ ও ভূ-মণ্ডলের রাজ্যসমূহের প্রতি এবং ঐ সমস্ত বস্তুর প্রতি যাহা আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন- চাহিয়া দেখিতেছ না ?

যে ব্যক্তি এই মানসিক ভ্রমণে অক্ষম, তাহার দৈহিক ভ্রমণ করা আবশ্যক। শরীরকে বিভিন্ন স্থানে বহন করিয়া নিয়া প্রত্যেক স্থান হইতে উপকার লাভ করিবে। এইরূপ দৈহিক ভ্রমণকারীকে পদব্রজে মক্কাশরীফে গমনপূর্বক কা'বাশরীফের যিয়ারতকারীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে মানসিক ভ্রমণকারী এমন ব্যক্তি সদৃশ্য যিনি নিজ স্থানে উপবিষ্ট থাকেন, একপদও নড়া-চড়া করেন না; বরং কা'বাশরীফ নিজেই আসিয়া তাঁহার চারিদেকে প্রশিক্ষণ (তওয়াফ) করিতে থাকে এবং নিজ গুপ্ত রহস্যসমূহ তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিতে থাকে। এই দুই ভ্রমণকারীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। এইজন্যই হযরত সাঈদ (র) বলিতেন কাপুরুষদের পায়ে কড়া পড়িয়াছে এবং মহাপুরুষদের পাছায় (চূতড়ে) কড়া পড়িয়াছে।

মানসিক ভ্রমণের বিবরণ অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং এই গ্রন্থে উহার বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে না। এই গ্রন্থে দৈহিক ভ্রমণের নিয়মাবলী দুইটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

প্রথম অনুচ্ছেদ

ভ্রমণের নিয়্যত, নিয়মাবলী ও শ্রেণীবিভাগ ঃ ভ্রমণ পাঁচ প্রকার। প্রথম প্রকার ভ্রমণ, ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ভ্রমণ। মানুষের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা যখন ফরয তখন তজ্জন্য ভ্রমণ করাও ফরয। ইল্‌ম শিক্ষা করা যখন সুন্নত যখন তজ্জন্য ভ্রমণ করাও সুন্নত। বিদ্যা শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের জন্য ভ্রমণ আবার তিন প্রকার।

১. শরীয়াতের ইল্‌ম শিক্ষার জন্য ভ্রমণ। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হয় সে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে চলিতে থাকে। হাদীস শরীফে উক্তি আছে ঃ তালিবে ইল্‌মের জন্য ফেরেশতাগণ নিজেদের পালক বিছাইয়া রাখে।

পূর্বকালীন বুযর্গগণের কেহ কেহ এক-একখানি হাদীসের জন্য দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন। হযরত শাআ'বী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ধর্ম-বিষয়ে হিতকর একটি বাক্য শ্রবণের উদ্দেশ্যে সিরিয়া হইতে ইয়েমেন পর্যন্ত ভ্রমণ করে, তাহার ভ্রমণ বৃথা হইবে না। কিন্তু ভ্রমণ এমন ইল্‌ম লাভের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত যাহা পরকালের পাথেয় হইতে পারে। যে বিদ্যা দুনিয়া হইতে আখিরাতের প্রতি, লোভ হইতে অল্পে পরিতুষ্টির প্রতি, রিয়া হইতে ইখলাসের প্রতি এবং লোকের ভয় হইতে আল্লাহর ভয়ের প্রতি আকর্ষণ করে না, তাহা নিতান্ত ক্ষতির হইবে।

২. সৎস্বভাব সম্বন্ধে অবহিত হইয়া নিজের মন্দ স্বভাব সংশোধনের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা। এই প্রকার ভ্রমণও নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, মানুষ যখন নিজ গৃহে অবস্থান করিতে থাকে এবং নিজ অভিলাষ অনুযায়ী কার্য নির্বাহ হইতে দেখে তখন সে নিজকে ভাল ও সৎস্বভাবে বলিয়া মনে করে। ভ্রমণে বাহির হইলে স্বভাবের গুপ্ত আবরণ মুক্ত হইয়া প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হইয়া পড়ে। এমন ঘটনা তাহার সম্মুখে আসিয়া ধরা পড়ে যাহাতে সে নিজের হিংসা-বিদ্বেষ, কুস্বভাব ও দুর্বলতা বুঝিতে পারে। মানুষ স্বীয় রোগ বুঝিতে পারিলেই উহার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ভ্রমণ করে না সে কাজে-কর্মে নিপুণতা লাভ করে না। হযরত বিশরে হাফী (র) বলেন ঃ হে আলিমগণ! ভ্রমণ কর যেন পবিত্র হইতে পার। কারণ, পানি একস্থানে আবদ্ধ থাকিলে দুর্গন্ধযুদ্ধ হইয়া পড়ে।

৩. জল-স্থল, পাহাড়-পর্বত, উন্মুক্ত মাঠ, নব নব শহর এবং সমস্ত বিশ্বচরাচরে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট নানা জাতীয় জীবজন্তু, উদ্ভিদ প্রভৃতি সৃজনে আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি কৌশল ও শিল্প নৈপূণ্য দর্শন করা এবং এই সমস্তই যে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে ও তাঁহার একত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, উহা উপলব্ধি করিবার জন্য ভ্রমণ করা। এই সকল নির্জীব পদার্থের অক্ষর ও স্বরবিহীন ভাষা শ্রবণ করিবার এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের চেহারার উপর আল্লাহ্ তা'আলার অক্ষর

ও চিহ্নবিহীন লিপি পাঠ করিবার ক্ষমতা যাহাদের আছে ও আল্লাহ্‌র রাজ্যের নিদর্শনাবলী যিনি উপলব্ধি করিতে পারেন, পৃথিবীর দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার আবশ্যকতা তাহার থাকে না; বরং আকাশের রাজ্যসমূহ তথা সৌরজগত দিবারাত্র তাঁহার চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া স্বীয় বিচিত্র দৃশ্য ও কার্যাবলী তাঁহাকে জানাইয়া দিতেছে। এই সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَكَاَيِّـفْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَسُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ-

আসমান ও যমীনে আল্লাহ্ তা'আলার বিচিত্র মহিমার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে যাহাদের উপর তাহারা বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তাহারা সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে।

মানুষ শুধু নিজের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং গুণারাজির সৃষ্টির প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করিয়া দেখিতে থাকিলে তাহার সমগ্র জীবন তৎসমুদয় পরিদর্শন ও পরিভ্রমণেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে। বরং সে নিজে বিচিত্র গুণাবলী তখনই দেখিতে পাইবে যখন সে বাহ্যচক্ষু বন্ধ করিয়া অন্তর চক্ষু উন্মুক্ত করিবে। এক বুযর্গ বলেন ঃ লোক বলে-চক্ষু খোল, তাহা হইলে বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ দেখিতে পাইবে। কিন্তু আমি বলি চক্ষু বন্ধ কর, তাহলে বিস্ময়কর সৃষ্টিসমূহ দেখিতে পাইবে। এই উভয়বিধ উক্তিই সত্য। কারণ, প্রাথমিক স্তর তো এই বাহ্যচক্ষু উন্মীলিত করিলে মানুষ বাহ্যজগতের বিচিত্র কার্যাবলী দেখিতে পারে। তৎপর দ্বিতীয় স্তরে উন্নীত হইয়া সে অভ্যন্তরীণ বিচিত্র কার্যাবলী দেখিতে পায়। বাহ্য বৈচিত্রসমূহের শেষ সীমা আছে। কেননা উহা জড় জগতের বাহ্য দেহসমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট, যাহার সীমা আছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বৈচিত্রসমূহের সীমা নাই। প্রত্যেক বাহ্য আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের সহিত একটি গূঢ় তত্ত্ব ও একটি আত্মা হইয়া থাকে। বাহ্য আকৃতি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তু। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, রসনাকে বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, উহা একখণ্ড মাংসপিণ্ড মাত্র এবং হৃৎপিণ্ডকে বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিলে উহাকে একখণ্ড রক্তপিণ্ড বলিয়া মনে হইবে।

প্রিয় পাঠক! একবার ভাবিয়া দেখ্ত, রসনা ও হৃৎপিণ্ডের প্রকৃতিগত গুণ ও মূল্যতত্ত্বের তুলনায় চর্মচক্ষে দৃষ্ট ইহাদের বাহ্য আকৃতি কত তুচ্ছ! বিশ্ব জগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু এবং প্রতিটি বস্তুর অবস্থাই এইরূপ। আল্লাহ্ যাহাদিগকে বাহ্য দৃষ্টি ব্যতীত অন্তর দৃষ্টি প্রদান করেন নাই তাহারা প্রায় চতুষ্পদ জন্তুর সমশ্রেণীর। কিন্তু কোন কোন বিষয় বাহ্যচক্ষু অন্তর-চক্ষুর চাবিস্বরূপ। এইজন্য সৃষ্টিকর্তার বিচিত্র সৃষ্টি-নৈপূণ্য দর্শন উপলক্ষে দেশ-বিদেশ ভ্রমণ নিষ্ফল নহে।

www.BANGLAKITAB.com

দ্বিতীয় প্রকার ভ্রমণ ঃ ইবাদতের উদ্দেশ্যে যে ভ্রমণ করা হয় উহা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, হজ্জ, জিহাদ এবং আম্বিয়া, সাহাবা, তাবেঈন ও আউলিয়ার মাযার যিয়ারত, এমনকি আলিম ও বুযর্গগণের সহিত সাক্ষাতের জন্য ভ্রমণ। কারণ, খাঁটি আলিম ও বুযর্গগণের চেহারা মুবারক দর্শন করা ইবাদতের মধ্যে গণ্য। তাঁহাদের দু'আতে যথেষ্ট বরকত রহিয়াছে। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের অন্যতম উপকারিতা এই যে, তাহাদিগকে অনুসরণের ইচ্ছা জন্মে। সুতরাং তাঁহাদের সহিত সাক্ষাত করা ইবাদত ও ইবাদতের বীজ, এই উভয়ই। যখন তাঁহাদের উপদেশবাণী ধর্ম-পথের সহায়ক হয় তখন তাঁহাদের দর্শনের উপকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক বুযর্গগণের মজলিসে ও কবরস্থানে গমন করা দুরস্ত আছে। আর রাসূলুল্লাহ (সা) যে বলিয়াছেন ঃ

لَاتَشُدُّوْا الرِّحَالَ اِلاَّ ثَلٰثِ مَسَاجِدَ-

মক্কাশরীফ, মদীনাশরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাস ব্যতীত অপর কোন স্থানের উদ্দেশ্যে যানবাহনে ভ্রমণ করিও না।

এই হাদীস দ্বারা প্রকাশ্যভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদ ও মাযারে বরকতের জন্য গমন করিও না। এই তিন মসজিদ ব্যতীত আর সমস্ত মসজিদের মর্যাদা সমান। কিন্তু জীবিত আলিম ও বুযর্গগণের মসলিসে গমনপূর্বক তাঁহাদের সাহচর্য অবলম্বন করা যেমন এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নহে, তদ্রূপ পরলোকগত খাঁটি আলিম ও বযুর্গগণের কবরস্থান যিয়ারত করাও এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নহে। অর্থাৎ এই নিষেধবাণী দ্বারা জীবিত আলিমগণের মজলিসে গমন করা যেমন নিষিদ্ধ হয় নাই, তদ্রূপ মৃত বুযর্গগণের কবর যিয়ারত করাও নিষিদ্ধ হয় নাই। অতএব, এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিয়া আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের কবরস্থানে গমণ করা দুরস্ত আছে।

তৃতীয় প্রকার ভ্রমণ ঃ ধর্ম-বিষয়ে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বিষয় হইতে অব্যাহতিলাভের জন্য ভ্রমণ করা। যেমন, মান-সম্ভ্রম, ধন-সম্পদ এবং সাংসারিক কার্যে লিপ্ততা প্রভৃতি চিত্ত চাঞ্চল্যকর বিষয় হইতে পলায়নের উদ্দেশ্যে ভ্রমণে বাহির হইয়া যাওয়া। যে ব্যক্তি সাংসারিক বিষয়-আশয় লইয়া ধর্ম-পথে চলিতে পারে না, তাহার জন্য এই ভ্রমণ ফরয। কারণ, সাংসারিক চিন্তা হইতে মুক্ত এবং হৃদয় প্রশান্ত ও উদ্বেগশূন্য হইলেই মানব ধর্ম-পথে অটলভাবে চলিতে পারে। যদিও মানুষ স্বীয় সমস্ত অভাব ও প্রয়োজন হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারে না, তথাপি সে নিজেকে হালকা করিয়া লইতে পারে।

وَقَدْ نَجَا الْمُخَفِّفُوْنَ

যাহারা দুনিয়ার ঝামেলা হইতে নিজদিগকে হালকা করিয়া লইয়াছে তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে, যদিও তাহারা সম্পূর্ণরূপে বোঝাশূন্য হয় নাই।

একবার কাহারও ধন-সম্পদ হস্তগত হইলে এবং খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িলে, সচরাচর দেখা যায় যে, উহাই তাহাকে আল্লাহ্ হইতে ফিরাইয়া রাখে।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ ইহা মন্দকাজ এখন নিতান্ত অপরিচিত লোকেরাও বৃথা প্রশংসাবাদে অহংকৃত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে, এমতাবস্থায় বিখ্যাত লোকদের কি অবস্থা হইবে ? সুতরাং একালে যেখানে লোকে তোমাকে চিনিতে পাইয়াছে তথা হইতে তুমি পলায়ন কর এবং যেখানে তোমাকে কেহ চিনে না সেখানে চলিয়া যাও। একদিন লোকে দেখিতে পাইল, হযরত সুফিয়ান সওরী (র) পিঠে বোচকা লইয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছেন। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি কোথায় যাইতেছেন ? তিনি বলিলেন ঃ অমুক গ্রামে যাইতেছি। আমি শুনিয়াছি তথায় তরি-তরকারী খুব সস্তা। লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি কি ইহা শ্রেয়ঃ মনে করেন ? তিনি বলিলেন ঃ যেখানে জীবিকা সচ্ছন্দে পাওয়া যায় সেখানে ধর্ম নিরাপদ ও অন্তর উদ্বেগশূন্য থাকে। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (র) চল্লিশ দিনের অধিক কোন নগরে অবস্থান করিতেন না।

চতুর্থ প্রকার ভ্রমণ ঃ সাংসারিক অভাব মোচনের জন্য বসবাসের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করা। এরূপ ভ্রমণ দুরস্ত (মুবাহ্) ব্যবসায়ী নিজকে ও স্বীয় পরিবারবর্গকে পরের গলগ্রহ হওয়ার আপদ হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিলে এইরূপ ভ্রমণ ইবাদত বলিয়া গণ্য হইবে। আর পার্থিব জাঁক-জমক ও ধন-সম্পদ অতিরিক্ত বাড়াইয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করিলে ইহা শয়তানের পথে হইতেছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী খুব সম্ভব যে, সারাজীবন ভ্রমণের কষ্ট ভোগ করিতে থাকিবে। কারণ, প্রয়োজন অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমাণের কোন সীমা নাই। পরিশেষে হয়ত একদিন অকস্মাৎ চোর-ডাকাত তাহার সমস্ত ধন লুণ্ঠন করিয়া নিবে অথবা বিদেশে কোন অপরিচিত স্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এবং তাহার সমস্ত ধন রাজকোষে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে ও ইহাই তাহার পক্ষে উৎকৃষ্ট, উত্তরাধিকারগণ তাহা পাইলে নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থে সমস্ত ধন উড়াইয়া দিবে এবং মৃতের কথা স্মরণও করিবে না। তাহার কোন ওসীয়ত থাকিলে তাহাও তাহারা পালন করিবে না; সে ঋণগ্রস্ত থাকিলে সেই ঋণও পরিশোধ করিবে না এবং পরকালে এই ঋণের বোঝা মৃতের স্কন্ধেই থাকিয়া যাইবে। ধন-সম্পদ অর্জনের সকল কষ্ট সে সহ্য করিবে এবং সমস্ত বোঝা নিজ স্কন্ধে বহন করিয়া পরলোক গমন করিবে,

www.BANGLAKITAB.com

অথচ তাহার অর্জিত ধন-সম্পদ অপর লোকে ভোগ করিবে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য ও ক্ষতি আর কি হইতে পারে?

পঞ্চম প্রকার ভ্রমণ : পর্যটন ও আমোদের জন্য ভ্রমণ। এইরূপ ভ্রমণ কম ও কদাচিৎ হইলে মুবাহ্ (নিষিদ্ধ নহে)। কেহ যদি বিভিন্ন শহরে ঘুরাফিরার অভ্যাস করিয়া লয় এবং নূতন নূতন দেশ ও মানুষ দেখা ব্যতীত তাহার অপর কোন উদ্দেশ্য না থাকে তবে এই প্রকার ভ্রমণ সম্বন্ধে আলিমগণের মতভেদ আছে। কতিপয় আলিম বলেন, এইরূপ ভ্রমণে নিরর্থক নিজকে কষ্ট দেওয়া হয়। সুতরাং ইহা উচিত নহে। কিন্তু আমাদের মতে এইরূপ ভ্রমণ হারাম হইবে না। কারণ, আমোদও একটি উদ্দেশ্য, যদিও ভাল নহে। প্রত্যেকের মুবাহ্ কার্য তাহার উপযোগী হইয়া থাকে এবং এই শ্রেণীর লোক নিকৃষ্ট স্বভাবের হইয়া থাকে। এই প্রকার ভ্রমণ তাহারই উপযোগী কিন্তু ছেঁড়া কাপড়ের আলখাল্লা পরিহিত যে সমস্ত ফকীর শহরে শহরে এবং স্থানে স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইবার অভ্যাস করিয়া লইয়াছে কোন কামিল পীর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সাহচর্য অবলম্বন করা তাহাদের উদ্দেশ্য নহে; বরং দেশ ভ্রমণ ও আমোদ-প্রমোদই তাহাদের উদ্দেশ্য। কারণ তাহারা ইবাদতে স্থির থাকিতে পারে না এবং তাহাদের অন্তরের দ্বার তাসাউফের মাকামাতের দিকে উন্মুক্ত হয় নাই। অলসতা ও অকর্মণ্যতাবশতঃ কোন পীরের আদেশে কোন এক স্থানে বসিয়া তাহারা ইবাদতে নিবদ্ধ থাকিতে পারে না। সুতরাং তাহারা শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। যেখানে সুস্বাদু খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে। যেখানে সুস্বাদু খাদ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না, সেখানে খাদিমগণের প্রতি কটু ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে এবং তাহাদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে। অথচ বাহিরে প্রকাশ করে যে, বুযর্গানে দীনের মাযারী যিয়ারতের জন্য যাইতেছে, সুস্বাদু খাদ্যের লোভে নহে। এই প্রকার ভ্রমণ হারাম না হইলেও মাকরূহ। এ সমস্ত লোক পাপী ও ফাসিক না হইলেও তাহারা যে মন্দ , ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তি সুফীগণের খাদ্য ভক্ষণ করে, ভিক্ষা করিয়া বেড়ায় এবং নিজকে সূফী বলিয়া পরিচয় দেয়, সে পাপী ও ফাসিক হইবে। আর সে ভিক্ষারূপে যাহা কিছু গ্রহণ করে তাহা হারাম। কারণ, প্রত্যেক আলখাল্লা পরিহিত ব্যক্তি কেবল পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িলেই সূফী হয় না; বরং সেই ব্যক্তিই সূফী যিনি আল্লাহ্‌কে পাইবার সাধনায় রত আছেন এবং এই কার্যে নিবিষ্ট আছেন অথবা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করিয়াছেন। বিনা কারণে তাঁহারা চেষ্টায় কখনও ত্রুটি করেন না। এমন লোকও আছে যে, এই দুই শ্রেণীর লোকের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই তিন শ্রেণীর লোক ব্যতীত অপর কাহারও জন্য সূফীগণের খাদ্য ভক্ষণ করা হালাল নহে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তিতে অভ্যস্ত, যাহার অন্তরে আল্লাহ্‌র অন্বেষণ নাই এবং তাঁহাকে পাওয়ার

চেষ্টাও যে করে না; ও সূফীগণের খিদমতেও যে লিপ্ত থাকে না, সে আলখাল্লা পরিধান করিলেই সূফী হইয়া যায় না। যে সমস্ত দ্রব্য লোকে পকেটমার ও বাটপাড়দের জন্য রাখিয়া দিয়াছে, উহা সে গ্রহণ করিতে পারে। কারণ, নিজকে সূফীগণের সাজে সাজাইয়া রাখা এবং তাঁহাদের গুণ ও স্বভাব অবলম্বন করা নিছক মুনাফিকী ও বাটপাড়ি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে তাহারাই নিকৃষ্টতম যাহারা সূফীগণের কতিপয় বচন মুখস্ত করিয়া বেহুদা আওড়াইয়া বেড়ায় এবং মনে করে ভূত-ভবিষ্যতের সমস্ত জ্ঞানই তাহারা অর্জন করিয়া ফেলিয়াছে। এই প্রকার বুলি আওড়াইতে আওড়াইতে উহার আপদ তাহাদিগকে কখন কখন এমন সীমায় নিয়া পৌঁছায় যে, তাহারা উলামায়ে কিরাম ও তাঁহাদের জ্ঞানকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে এবং শরীয়তও হয়ত তখন তাহাদের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ও তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে থাকে। আর তখন তাহারা বলিতে থাকে, শরীয়ত দুর্বলদের জন্য। কারণ, যাহাদের তরীকতের পথে সুদৃঢ় হইতে পারিয়াছে, শরীয়ত অমান্য করিলে, তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না। কেননা, তাহাদের ধর্ম একশত বর্গহাত পরিমিত হাউযে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে যাহার পানি কোন কিছুতেই নাপাক হইতে পারে না।

এই শ্রেণীর আলখাল্লাধারী ভণ্ড ফকীরগণ যখন এই পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাহাদের একজনকে হত্যা করা রোম ও হিন্দুস্তানের হাজার হাজার কাফিরকে হত্যা করা অপেক্ষা শ্রেয়। কারণ, লোকে কাফিরদিগ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। কিন্তু এই অভিশপ্তের দল নিজদিগকে মুসলমানরূপে পরিচয় দিয়া ইসলামকে ধ্বংস করিয়া থাকে। বর্তমানকালে শয়তান যত প্রকার ফাঁদ পাতিয়াছে তৎসমূদয়ের মধ্যে এই ফাঁদ সর্বাপেক্ষা দৃঢ় । হাজার হাজার লোক এই ফাঁদে পড়িয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

ভ্রমণের বাহ্য নিয়মাবলী : ভ্রমণের শেষ পর্যন্ত আটটি নিয়ম আছে।

প্রথম নিয়ম : প্রথমে ঋণ পরিশোধ করিবে; কাহারও প্রতি অত্যাচার করিয়া থাকিলে ক্ষমা লইবে এবং বলপূর্বক কিছু গ্রহণ করিয়া থাকিলে ফেরত দিবে। কাহারও কোন বস্তু আমানত রাখিয়া থাকিলে ফিরাইয়া দিবে। যে সমস্ত লোকের ভরণ-পোষণ তোমার প্রতি ওয়াজিব, তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং পথ খরচা হালাল মাল হইতে সংগ্রহ করিবে। পথ খরচের জন্য এ পরিমাণ অর্থ সঙ্গে লইবে যাহাতে সঙ্গীদের সাথে সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিতে পার। কারণ, তাহাদিগকে আহার করান ও তাহাদের সঙ্গে সদালাপ ও প্রিয় সম্ভাষণ করা এবং যাহাদের গাড়ী-ঘোড়া ভাড়া লওয়া হয়, তাহাদের আতিথ্য করা সৎস্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় নিয়ম : এমন সচ্চরিত্র ও নম্র স্বভাবের সঙ্গী গ্রহণ করিবে, যে ধর্ম-কর্মে সাহায্যকারী হইয়া তাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) একাকী ভ্রমণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন